

মিশকাত শরীফ

॥ নবম খণ্ড ॥

প্রথম অধ্যায়

সৃষ্টিকর্ম ও সালামের গুরুত্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

এক মুসলমানের উপর অন্য মুসলমানদের ছয়টি হক

হাদীস : ৪৩০৪ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, এক মুসলমানের উপর অপর মুসলমানের ছয়টি হক। যথা- যখন সে রোগে আক্রান্ত হয় তখন তার সেবা-শুশ্রূষা করবে। সে মৃত্যুবরণ করলে তার জানাযা ও দাফন-কাফনে উপস্থিত থাকবে। দাওয়াত করলে তা গ্রহণ করবে। সাক্ষাৎ হলে তাকে সালাম করবে। হাঁচি দিলে ইয়ারহামুকাল্লাহ বলে উহার জওয়াব দিবে এবং উপস্থিত বা অনুপস্থিত উভয় অবস্থায় তার জন্যে কল্যাণ কামনা করবে। গ্রন্থকার বলেন, “আমি এ হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমের মধ্যে পাই নাই, এমনকি হুমাইদীর কিতাবেও পাইনি।” অবশ্য জামেউল উসলে হাদীসটিকে ইমাম নাসাঈর বরাত দিয়ে বর্ণনা করেছেন।

ঈমান ছাড়া বেহেশতে প্রবেশ করবে না

হাদীস : ৪৩০৫ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমরা বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমরা ঈমান গ্রহণ করবে। আর তোমরা ঈমানদার গণ্য হবে না যতক্ষণ না তোমরা পরস্পরকে ভালোবাসবে। আমি কি তোমাদেরকে এমন কথা বলে দিব না! যা করলে তোমাদের পারস্পারিক ভালোবাসা বৃদ্ধি পাবে? অবশ্যই বলব, আর তা হল তোমরা পরস্পরের মধ্যে সালামের প্রচলন করবে। - (মুসলিম)

আরোহী ব্যক্তি পায়ে হেঁটে চলা ব্যক্তিকে সালাম দিবে

হাদীস : ৪৩০৬ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আরোহী ব্যক্তি পদব্রজে চলাচলকারীকে এবং পদব্রজে চলাচলকারী উপবিষ্ট ব্যক্তিকে আর কমসংখ্যক অধিক সংখ্য লোককে সালাম করবে। - (বোখারী ও মুসলিম)

কম বয়সী বেশি বয়সীকে সালাম দিবে

হাদীস : ৪৩০৭ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কম বয়সী বায়োজ্যেষ্ঠকে, পথ অতিক্রমকারী উপবিষ্টকে এবং কমসংখ্যক অধিক সংখ্যককে সালাম করবে। - (বোখারী)

আল্লাহর আকৃতিতে আদম (আ) সৃষ্টি

হাদীস : ৪৩০৮ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা হযরত আদম (আ)-কে তাঁর আকৃতিতেই সৃষ্টি করেছেন। তাঁর উচ্চতা ছিল ষাট হাত। আল্লাহ তায়ালা যখন তাঁকে সৃষ্টি করলেন, বললেন, যাও এবং অবস্থানরত ফেরেশতাদেরকে সালাম কর। আর তাঁরা তোমার সালামের কী জওয়াব দেয় তা শ্রবণ কর। উহাই হবে তোমার এবং তোমার সন্তানদের সালাম। যখন তিনি গিয়ে বললেন। আসসালামু আলাইকুম। তাঁরা জওয়াবে বলল, আসসালামু আলাইকা ওয়া রাহমাতুল্লাহ রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, তাঁরা ওয়া রাহমাতুল্লাহ অংশটি বৃদ্ধি করলেন। অতপর তিনি বললেন, প্রত্যেক ব্যক্তিই যে বেহেশতে প্রবেশ করবে সে হযরত আদমের আকৃতিতেই হবে এবং তাঁর উচ্চতা হবে ষাট হাত। তখন থেকেই সৃষ্টিকুলে উচ্চতা অদ্যাবধি ক্রামগত হ্রাস পেয়ে আসছে।

-(বোখারী ও মুসলিম)

সালাম প্রদান করা উত্তম কাজ

হাদীস : ৪৩০৯ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয়ই এক ব্যক্তি রাসূল (স)-কে জিজ্ঞেস করল, কোন ইসলাম উত্তম? তিনি বললেন, খানা খাওয়ান এবং যাকে চিন এবং যাকে চিন না সবাইকে সালাম করা।

-(বোখারী ও মুসলিম)

আল্লাহ সহনশীলতা পছন্দ করেন

হাদীস : ৪৩১০ ॥ হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, একদা একদল ইহুদী রাসূল (স)-এর কাছে আসতে অনুমতি চাইল এবং বলল, আসসামু আলাইকুম। তখন আমি (আয়েশা) জওয়াবে বললাম, বালু আলাইকুমুস সামু ওয়াল্লা'নাৎ। (অর্থ : বরং তোমাদেরই শীঘ্র মৃত্যু হউক এবং আল্লাহর অভিশাপ তোমাদের ওপর বর্ষিত হউক)। তখন রাসূল (স) বললেন, আয়েশা! আল্লাহ সহনশীল, তিনি প্রত্যেক কাজে সহনশীলতাকেই পছন্দ করেন। তখন আমি বললাম, আপনি কি শুনে নাই তারা কি বলেছিল? তিনি বললেন, আমিও তো তাদের জওয়াবে ওয়া আলাইকুম বলেছি। অপর এক রেওয়ায়েতে কেবল আলাইকুম রয়েছে। অর্থাৎ (আ-৮-৭১) অক্ষরটি উল্লেখ নাই।

-(বোখারী ও মুসলিম)

বোখারীর অপর এক রেওয়ায়েতে আছে- তিনি হযরত আয়েশা (রা) বলেন, একবার ইহুদীরা রাসূল (স)-এর খেদমতে আসল এবং বলল, আসসামু আলাইকুম। উত্তরে রাসূল (স) বললেন, ওয়া আলাইকুম। কিন্তু হযরত আয়েশা বললেন, আসসামু আলাইকুম ওয়া লা'নাকুমুল্লাহ ওয়া গাযিবা আলাইকুম। (অর্থ, তোমাদের মৃত্যু ঘটুক এবং তোমাদের ওপর আল্লাহর অভিসম্পাত ও অসন্তুষ্টি বর্ষিত হউক) রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, হে আয়েশা থাম, কোমলতা অবলম্বন কর, কঠোরতা পরিহার কর এবং অশোভন উক্তি থেকে বেঁচে থাক। তখন আয়েশা (রা) বললেন, আপনি কি শুনে নাই তারা কী বলেছে? তখন রাসূল (স) বললেন, তুমি কি শুন নাই আমি কী বলেছি, আমি তো তাদের বাক্য তাদের উপরই ফিরিয়ে দিয়েছি এবং জেনে রাখ, আমার দো'আ তাদের বিরুদ্ধে গৃহীত। কিন্তু আমার উপর তাদের দো'আ অগৃহীত।

আর মুসলিম শরীফের অপর এক বর্ণনায় একথাও উল্লেখ রয়েছে যে, রাসূল (স) বলেছেন, হে আয়েশা! তুমি অশ্লীল বাক্য উচ্চারণকারিণী হওয়া না। কেননা, আল্লাহ তায়াল অশ্লীলতা ও অশালীন বাক্যের ব্যবহার আদৌ পছন্দ করেন না।

পৌত্তলিক ও ইহুদীদের সালাম দেওয়া যায়

হাদীস : ৪৩১১ ॥ হযরত উসামা ইবনে যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত আছে, নিশ্চয়ই রাসূল (স) এমন এক সমাবেশের পাশ দিয়ে গমন করলেন যেখানে মুসলমান ও মুশরিক তথা পৌত্তলিক ও ইহুদী সম্প্রদায়ের লোক ছিল। তিনি তাদেরকে সালাম করলেন। - (বোখারী ও মুসলিম)

বালকদের সালাম দেয়া উচিত

হাদীস : ৪৩১২ ॥ হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, নিশ্চয় একদা রাসূল (স) কতিপয় বালকের পাশ দিয়ে গমন করলেন এবং তাদেরকে সালাম করলেন। - (বোখারী ও মুসলিম)

বিধর্মীদের আগে সালাম দেয়া নিষেধ

হাদীস : ৪৩১৩ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমরা ইহুদী-নাসারাদেরকে আগে সালাম দিবে না এবং রাস্তায় চলার পথে যখন তাদের কারও সাথে তোমাদের সাক্ষাৎ হয়, তখন তাদেরকে রাস্তার সংকীর্ণ পাশ দিয়ে যাইতে বাধ্য করবে। - (মুসলিম)

ইহুদীদের সালামের জবাবে ওয়া আলাইকা বলতে হয়

হাদীস : ৪৩১৪ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, ইহুদীরা যখন তোমাদেরকে সালাম করে তখন তারা বলে, আসসালামু আলাইকা। সুতরাং জওয়াবে তুমি বলবে, ওয়া আলাইকা। - (বোখারী ও মুসলিম)

আহলে কিতাব সালাম করলে ওয়া আলাইকুম বলবে

হাদীস : ৪৩১৫ ॥ হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন আহলে কিতাব তোমাদেরকে সালাম করে তখন তোমরা জওয়াবে ওয়া আলাইকুম বলবে। - (বোখারী ও মুসলিম)

রাস্তায় বসলে রাস্তার হক আদায় করতে হয়

হাদীস : ৪৩১৬ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) রাসূল (স) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, তোমরা রাস্তার উপর বসা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখ। তাঁরা বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাদের তো রাস্তার উপর বসা ছাড়া অন্য গতি নেই। কারণ, সেখানে বসে আমরা প্রয়োজনীয় কথাবার্তা সমাধা করি। তিনি বললেন, যদি তোমরা সেখানে বসতে একান্ত বাধ্য হও, তবে রাস্তার হক আদায় করবে। তাঁরা জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! রাস্তার হক কী? তিনি বললেন, চক্ষু বন্ধ রাখা, কাউকেও কষ্ট না দেয়া, সালামের জওয়াব দেওয়া, ভালো কাজের আদেশ করা এবং খারাপ কাজ থেকে নিষেধ করা।

- (বোখারী ও মুসলিম)

পথ দেখায়ে দেয়াও রাস্তার হক আদায়

হাদীস : ৪৩১৭ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) রাসূল (স) থেকে উক্ত হাদীসে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, এবং পথ দেখিয়ে দেয়া ও রাস্তার হক আদায়। - আবু দাউদ। এ বাক্যটি তিনি আবু সাঈদ খুদরী বর্ণিত হাদীসের শেষাংশে উল্লেখ করেছেন।

মজলুমের ফরিয়াদ কবুল করাও রাস্তার হক

হাদীস : ৪৩১৮ ॥ হযরত উমর (রা) রাসূল (স) থেকে রাস্তার হক সম্পর্কীয় হাদীসে বর্ণনা করেন, তিনি ইহাও বলেছেন, এবং মজলুমের ফরিয়াদ শ্রবণ কর আর পথভোলো ব্যক্তিকে রাস্তা দেখিয়ে দাও। - ইমাম আবু দাউদ এই হাদীসটি হযরত আবু হুরায়রা (রা)-এর পূর্ববর্ণিত হাদীসের শেষাংশে অনুরূপভাবে বর্ণনা করেছেন। [মিশকাতের গ্রন্থকার আল্লামা খতীব উমরী (র) বলেন] উক্ত হাদীসদ্বয়ের এ অংশ দুটি আমি বোখারী ও মুসলিম শরিফের মধ্যে পাইনি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

অসুস্থ মুসলমানদের খোঁজখবর নিতে হয়

হাদীস : ৪৩১৯ ॥ হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, এক মুসলমানের উপর অপর মুসলমানের সদ্ব্যবহারস্বরূপ ছয়টি হক রয়েছে। ১। যখন তার সাথে সাক্ষাৎ হবে তাকে সালাম করবে। ২। সে তাকে ডাকলে ডাকে সাড়া দিবে। ৩। যখন সে হাঁচি দিবে ইয়ারহামুকাল্লাহ বলবে। ৪। সে অসুস্থ হলে খোঁজখবর নিবে। ৫। মৃত্যু হলে তার জানাযার সাথে যাবে। ৬। এবং নিজের জন্য যা পছন্দ করবে তা তার জন্যও পছন্দ করবে। - (তিরমিযী ও দারেমী)

হাদীস - ৯৬৮

সালাম পূর্ণরূপে আদায় করতে হয়

হাদীস : ৪৩২০ ॥ হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত আছে, নিশ্চয় একদা এক ব্যক্তি রাসূল (স)-এর কাছে আসল এবং বলল, আসসালামু আলাইকুম। তিনি তার সালামের জওয়াব দিলেন। অতপর সে বসে পড়ল। তখন রাসূল (স) বললেন, এই লোকটির জন্য দশটি নেকী লেখা আছে। তারপর আরেক ব্যক্তি আসল এবং বলল, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্মাতুল্লাহ। রাসূল (স) সালামের জওয়াব দিলেন। সে বসল তখন রাসূল (স) বললেন, এ লোকটির জন্য বিশটি নেকী লেখা হয়েছে। অতপর আরেক ব্যক্তি আসল। সে বলল, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্মাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ। রাসূল (স) তার সালামের জওয়াব দিলেন। লোকটি বসে পড়ল। তখন রাসূল (স) বললেন, এ লোকটির জন্য ত্রিশটি নেকী লেখা হয়েছে। - (তিরমিযী ও আবু দাউদ)

সালামের সওয়াব বৃদ্ধি পেতে থাকে

হাদীস : ৪৩২১ ॥ হযরত মুয়ায ইবনে আনাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি রাসূল (স) থেকে আগে বর্ণিত হাদীসটির অর্থানুযায়ী বর্ণনা করেছেন এবং আরও অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন, অতপর আরেক ব্যক্তি এসে বলল, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্মাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ ওয়া মাগফিরাতুহ। তখন তিনি বললেন, এ ব্যক্তির জন্য চল্লিশ নেকী। অতপর বললেন, সওয়াবের পরিমাণ এভাবে বৃদ্ধি হতে থাকে। - (আবু দাউদ) হাদীস - ৯৬৭

প্রথমে সালাম দেওয়া ব্যক্তি আল্লাহর কাছে প্রিয়

হাদীস : ৪৩২২ ॥ হযরত আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, সেই ব্যক্তিই আল্লাহ তায়ালায় অধিক নিকটবর্তী যে প্রথমে সালাম করে। - (আহমদ, তিরমিযী ও আবু দাউদ)

মহিলাদের সালাম দেয়া যায়

হাদীস : ৪৩২৩ ॥ হযরত জাবের (রা) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় একদা রাসূল (স) কতিপয় মহিলার কাছে দিয়ে গমন করলেন এবং তাদেরকে সালাম করলেন। - (আহমদ)

একজনকে সালাম দিলে দলের সবার উপরই বর্তে

হাদীস : ৪৩২৪ ॥ হযরত আলী ইবনে আবু তালেব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন একদল লোক পথ স্ফটিক্রম করে। তাদের মধ্যে হতে কোন এক ব্যক্তি সালাম করলে সেই সালাম গোটা দলের পক্ষ থেকে যথেষ্ট হবে। অনুরূপভাবে উপবিষ্ট মজলিসের পক্ষ থেকে এক ব্যক্তির জওয়াবই গোটা মজলিসের পক্ষ থেকে যথেষ্ট। হাদীসটি ইমাম বায়হাকী তাঁর শোআবুল ইমান গ্রন্থে মারফু হিসেবে বর্ণনা করেছেন। আর আবু দাউদ বলেছেন, হাদীসটি হাসান ইবনে আলীও মারফু হিসেবে বর্ণনা করেছেন। আর ইনি হলেন আবু দাউদের শায়খ বা উস্তাদ।

অন্য কোন জাতির অনুসরণ করা যাবে না

হাদীস : ৪৩২৫ ॥ আমার ইবনে শোআইব তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল (স) বলেছেন যে ব্যক্তি আমাদের ছাড়া অন্য কোন জাতির সাদৃশ্য অবলম্বন করে সে আমাদের দলভুক্ত নয়। তোমরা ইহুদী ও নাসারাদের সাদৃশ্য গ্রহণ করিও না। ইহুদীদের সালাম হল আঙ্গুলীর ইশারায় আর খ্রিষ্টানদের সালাম হল হাতের তালুর ইশারায়।

- (তিরমিযী এবং তিনি বলেছেন, এর সনদ দুর্বল)

কোন মুসলমানদের সাথে দেখা হলেই সালাম করতে হয়

হাদীস : ৪৩২৬ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমাদের কারও কোন মুসলমান ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ হয় তখন সে যেন তাকে সালাম করে। অতপর যদি তাদের উভয়ের মধ্যখানে কোন বৃক্ষ, ঝাটীর কিংবা পাথরে আড়াল পড়ে যায়, পরে পুনরায় যখন সাক্ষাৎ হয় তখনও যেন আবার সালাম করে।

-(আবু দাউদ)

গৃহবাসীদের সালাম দিয়ে গৃহে প্রবেশ করবে

হাদীস : ৪৩২৭ ॥ হযরত কাতাদাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমরা কোন গৃহে প্রবেশ করবে তখন গৃহবাসীকে সালাম করবে। আর যখন বের হবে তখন গৃহবাসীকে সালাম করে বিদায় গ্রহণ করবে। বায়হাকী তাঁর শোআবুল ইমান গ্রন্থে মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

ঘরে সালাম দিলে বরকত হয়

হাদীস : ৪৩২৮ ॥ হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, নিচয় রাসূল (স) বলেছেন, 'হে বৎস! যখন তুমি ঘরে পরিজনদের কাছে প্রবেশ কর তখন তুমি সালাম করিও। ইহাতে তোমার ও তোমার গৃহবাসীদের জন্য কল্যাণ হবে।'

- (তিরমিযী)

কথাবার্তার আগে সালাম করতে হয়

হাদীস : ৪৩২৯ ॥ হযরত জাবের (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কথাবার্তার আগে সালাম করবে। - (তিরমিযী এবং তিনি বলেছেন, এ হাদীসটি মুনকার।)

জাহেলী যুগে সালামের পরিবর্তে বলত তোমার চোখ শীতল হোক

হাদীস : ৪৩৩০ ॥ হাদীসটি ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা জাহেলী যুগে সাক্ষাতে বলতাম, আল্লাহ তোমার চক্ষু শীতল করুন, প্রাতঃকাল আনন্দময় হউক। কিন্তু ইসলাম আসার পর আমাদের ইহা থেকে নিষেধ করা হয়। - (আবু দাউদ)

অন্যের মারকতে সালাম প্রেরণ করা যায়

হাদীস : ৪৩৩১ ॥ গালিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমরা হযরত হাসান বসরী (রা)-এর দলজায় বসা ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে বলল, আমার পিতা আমার দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, একদিন আমার পিতা আমাকে রাসূল (স)-এর কাছে পাঠালেন এবং বললেন, তাঁকে আমার সালাম জানাবে। আমার দাদা বলেন- আমি তাঁর খেদমতে এসে বললাম আমার পিতা আপনাকে সালাম জানাইয়াছেন। তিনি বললেন, তোমার ওপর এবং তোমার পিতার উপর আমার সালাম। - (আবু দাউদ)

পত্র লিখতে নিজের নাম লিখে শুরু করতে হয়

হাদীস : ৪৩৩২ ॥ আবুল আলা ইবনে হায়রামী (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার পিতা আলা ইবনে আল হায়রামী (রা) রাসূল (স)-এর পক্ষ থেকে কর্মচারী ছিলেন। যখন তিনি রাসূল (স)-এর কাছে চিঠি লিখতেন তখন নিজের নাম দিয়ে আরম্ভ করতেন। - (আবু দাউদ)

পত্রের মধ্যে কিছু মাটি ছিটিয়ে দেওয়া উচিত

হাদীস : ৪৩৩৩ ॥ হযরত জাবের (রা) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ কোন পত্র লেখে, সে যেন তাতে কিছু মাটি ছিটিয়ে দেয়। উহা উদ্দেশ্য হাসিল হওয়ার ব্যাপারে বিশেষভাবে সহায়ক। - (তিরমিযী। এবং তিনি বলেছেন, এই হাদীসটি মুনকার।) **১৮০**

কলম কানে রাখলে কথা বেশি স্মরণ হয়

হাদীস : ৪৩৩৪ ॥ হযরত শ্বায়েদ ইবনে সাবেত (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি রাসূল (স)-এর কাছে গেলাম। এই সময় তাঁর সম্মুখে ছিল একজন কাতিব, আমি শুনে পেলাম, তিনি কাতিবকে বলেছেন, কলমটি তোমার কানের উপরে রাখ। কেননা, এতে প্রয়োজনীয় কথা বেশি স্মরণে আসে। - তিরমিযী। তিনি বলেছেন, হাদীসটি গরীব এবং সনদের মধ্যেও দুর্বলতা আছে। **FJ^ - ১৪২**

যে কোন ভাষা শিক্ষা করা যায়

হাদীস : ৪৩৩৫ ॥ যায়েদ ইবনে সাবেত (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) আমাকে সুরিয়ানী (মেসেটিক) ভাষা শেখার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। অপর এক রেওয়ায়েতে আছে তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যেন আমি ইহুদীদের লেখা শিখে নিই। তিনি আরও বলেছেন, চিঠি-পত্রের ব্যাপারে আমি ইহুদীদের উপর আস্থা রাখি না। হযরত যায়েদ বলেন, অর্থমাস অতিক্রম না হতেই আমি তা শিখে ফেললাম। ফলে রাসূল (স) যখনই ইহুদীদের কাছে পত্র দিতেন তখন আমিই লেখে দিতাম। আর ইহুদীরা যখন তাঁর কাছে পত্র লিখত তখন আমিই তা তাঁকে পড়ে শুনাতাম। - (তিরমিযী)

মজলিসে প্রবেশ করেই সালাম দিবে

হাদীস : ৪৩৩৬ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমরা কেউ কোন মজলিসে পৌছবে সে যেন সালাম করে এবং যদি সেখানে বসার প্রয়োজন হয় তখন বসে পড়বে। অতপর যখন সেখান হতে প্রস্থান করবে তখন সালাম করবে। কেননা, প্রথমবারে সালাম দ্বিতীয়বারের সালাম অপেক্ষা উত্তম নয়।

- (তিরমিযী ও আবু দাউদ)

রাস্তায় বসার মধ্যে কোন কল্যাণ নেই

হাদীস : ৪৩৩৭ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় রাসূল (স) বলেছেন, রাস্তায় বসার মধ্যে কোন কল্যাণ নেই। তবে সেই ব্যক্তির জন্য কল্যাণ আছে, যে পথভোলোকে রাস্তা দেখায়, সালামের জওয়াব দেয়, চক্ষু বন্ধ রাখে এবং বোঝা বহনকারীকে সাহায্য করে। - (শরহে সুন্নাহ। আর আবু জারাইয়ের হাদীসটি সদকার ফজিলতের অধ্যায়ের উল্লেখ করা হয়েছে।) **১৮২**

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সালামের জবাবে ইয়ার হামুকাল্লাহ বলতে হয়

হাদীস : ৪৩৩৮ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন আল্লাহ্ তায়ালা হযরত আদম (আ)-কে সৃষ্টি করলেন এবং তাঁর মধ্যে রুহ ফুকলেন, তখন তিনি হাঁচি দিলেন এবং বললেন, 'আলহামদুলিল্লাহ' এই বলে আল্লাহ্র নির্দেশে তাঁর শোকর আদায় করলেন। এর জবাবে তাঁর রব বললেন, 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' হে আদম! ঐ যে দেখ! একদল ফেরেশতা বসে আছেন, তাদের কাছে যাও এবং বল আসসালামু আলাইকুম।' তিনি গিয়ে বললেন, 'আসসালামু আলাইকুম।' জওয়াবে তাঁরা বললেন, 'আলাইকাস সালামু ওয়ারাহমাতুল্লাহ'। অতপর তিনি তাঁর প্রভুর কাছে ফিরে আসলেন। তখন আল্লাহ তায়ালা বললেন, ইহাই তোমার ও তোমার সন্তানদের মধ্যে পরস্পরের সালাম ও দোয়া অতপর আল্লাহ তা'আলা আদম (আ)-কে বললেন, তখন তাঁর উভয় হাত মুষ্টিবদ্ধ অবস্থায় ছিল, এই হাতদ্বয়ের মধ্যে যেটিই তোমার ইচ্ছে পছন্দ কর। তখন আদম (আ) বললেন, আমি আমার প্রভুর ডান হাতকেই পছন্দ করলাম। অথচ আমার প্রভুর উভয়ই হাতই ডান এবং বরকতময়। তারপর আল্লাহ তায়ালা হাতের মুষ্টি খুললেন। উহার মধ্যে রয়েছে আদম ও তাঁর সন্তান-সন্ততিগণ। তখন আদম (আ) জিজ্ঞেস করলেন, হে আমার প্রভু! এরা কারা? আল্লাহ্ উত্তরে বললেন, এরা তোমার সন্তান-সন্ততিগণ। আদম (আ) দেখতে পেলেন,

তাদের প্রত্যেকেরই দু চক্ষুর মাঝখানে লেখা রয়েছে তাদের বয়স কাল। তিনি এদের মধ্যে এমন এক ব্যক্তিকে দেখতে পেলেন যে সকলের চেয়ে উজ্জ্বল অথবা বলেছেন, সে সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল। তখন আদম (আ) জিজ্ঞেস করলেন, হে আমার প্রভু! এই লোকটি কে? বললেন, ইনি তোমার পুত্র দাউদ (আ), আমি তার বয়স চল্লিশ বছর লিখেছি। তখন আদম (আ) বললেন, হে আমার প্রভু! তার বয়স আরও বৃদ্ধি করে দেন। আল্লাহ বললেন, আমি তো তার জন্য এটাই লিপিবদ্ধ করেছি। আদম (আ) বললেন, আচ্ছা! আমি আমার বয়স থেকে ষাট বছর তার জন্য দান করলাম। তখন আল্লাহ বললেন ইহা তোমার খুশি।

রাসূল (স) বলেন, অতপর যতদিন আল্লাহর ইচ্ছে ছিল ততদিন হযরত আদম (আ) বেহেশতে অবস্থান করলেন। তারপর এক সময় তাঁকে তথা থেকে বের করা হল। আদম (আ) তাঁর বয়সের বছরগুলো গণনা করছিলেন। এরপর একদিন মৃত্যুদূত এসে তাঁর কাছে উপস্থিত হলেন। আদম (আ) দূতকে বললেন, তুমি তো খুব তাড়াতাড়ি এসে গিয়েছ? কেননা আমার বয়স তো এক হাজার বৎসর লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। উত্তরে মৃত্যুদূত বললেন, হাঁ, আপনি ঠিকই বলেছেন। কিন্তু আপনি যে আপনার সন্তান দাউদ (আ)-কে ষাট বছর দান করেছেন। তখন হযরত আদম (আ) এ কথা অস্বীকার করে বসলেন। ফলে, তার সন্তানরাও অস্বীকার করে থাকে। আর আদম (আ) স্বীয় অস্বীকার ভুলে গিয়েছিলেন তাই তাঁর সন্তানরাও ভুলে যায়। রাসূল (স) বলেছেন, সেই দিন থেকে লিখে রাখা এবং সাক্ষী নির্ধারণের নির্দেশ দেয়া হয়।

- (তিরমিযী)

রাসূল (স) সবাইকে সালাম দিতেন

হাদীস : ৪৩৩৯ ॥ হযরত আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূল (স) আমাদের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন, যখন আমরা কিছু মহিলাদের সাথে বসা ছিলাম, তখন তিনি আমাদেরকে সালাম করলেন।

- (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ ও দারেম)

ছোট-বড় সবাইকে সালাম প্রদান করতে হয়

হাদীস : ৪৩৪০ ॥ হযরত তোফায়েল ইবনে উবাই ইবনে কাব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি প্রায়শ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা)-এর কাছে যাওয়া-আসা করতেন এবং ইবনে ওমর (রা)-ও তাঁকে সঙ্গে নিতেন ভোরে বাজারের দিকে যেতেন। তোফায়েল বলেন, যখন আমরা বাজারের দিকে যেতাম তখন আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা)-এর এই অভ্যাস ছিল যে, তিনি যখন কোন মামুলি দোকানদার যে কোন বিক্রেতা মিসকিন এবং অন্য কোন ব্যক্তির কাছে দিয়ে গমন করতেন তাকেই সালাম করতেন। তোফায়েল বলেন, আমার নিয়মমাসিক একদিন আমি আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা)-এর কাছে গেলাম এবং তিনি আমাকে সঙ্গে নিয়ে বাজারের দিকে যেতে চাইলেন। তখন আমি তাঁকে বললাম, আপনি বাজারে যেয়ে কী করেন? আপনি তো কোন বিক্রেতার কাছেও থামেন না। কোন পণ্যদ্রব্য সম্পর্কে জিজ্ঞেসও করেন না, কোন জিনিসের দাম-দস্তুর করেন না, এমনকি বাজারে কোন স্থানে একটু বসেনও না। সুতরাং আসুন। আমাদেরকে নিয়ে এখানে কোথাও বসুন, আমরা হাদীসের আলোচনা করি। তোফায়েল বলেন, তখন আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) আমাকে বললেন, হে পেটুক! (তোফায়েলের পেট তুলনামূলক কিছুটা বড় ছিল।) আমি শুধুমাত্র সালাম করার উদ্দেশ্যে সকালে বাজারে যাই এবং যার সাথে আমার সাক্ষাৎ হয় তাকে সালাম করি। - (মালিক ও বায়হাকী শোআবুল ইমানে)

যে সালাম দিতে কৃপণতা করে সে বেশি কৃপণ

হাদীস : ৪৩৪১ ॥ হযরত জাবের (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা এক ব্যক্তি রাসূল (স) খেদমতে এসে বলল, আমার বাগানে অমুক ব্যক্তির একটি খেজুর গাছ আছে। তার উক্ত গাছটি আমাকে কষ্ট দিতেছে। ইহা শুনে রাসূল (স) সেই লোকটিকে ডেকে আনলেন এবং বললেন, তোমার ঐ ফলদার খেজুর গাছটি আমার কাছে বিক্রি করে দাও। সে বলল, আমি বিক্রি করব না। তিনি বললেন, তা না হলে আমাকে দান কর। সে বলল আমি দানও করব না। এবার রাসূল (স) বললেন, তাহাও না হলে বেহেশতের একটি খেজুর গাছের বিনিময়ে উহা বিক্রি করে দাও। সে বলল, না। তখন রাসূল (স) বললেন, আমি তোমার চাইতে অধিক কৃপণ আর কাউকেও দেখি নি। তবে হ্যাঁ, সেই ব্যক্তিই অধিক কৃপণ যে সালাম দিতে কার্পণ্য করে। - (আহমদ ও বায়হাকী শোআবুল ইমানে)

আগে সালামকারী ব্যক্তি সবচেয়ে উত্তম

হাদীস : ৪৩৪২ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, আগে সালাম প্রদানকারী গর্ব-অহংকার হতে মুক্ত। - (বায়হাকী শোআবুল ইমানে)

হাফিজ - ২৪৬

দ্বিতীয় অধ্যায়

অনুমতি প্রার্থনার গুরুত্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

আহলে ছুফফা অনুমতি চাইলেন

হাদীস : ৪৩৪৩ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, একদা আমি রাসূল (সা)-এর সাথে গৃহে প্রবেশ করলাম এবং তিনি দুধভর্তি একটি পেয়ালা দেখতে পেলেন। তখন তিনি আমাকে বললেন, হে আবু হিরর বলে সম্বোধন করে বললেন, সুফফাবাসীদের কাছে যাও এবং তাদেরকে আমার কাছে ডেকে আন। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি গেলাম এবং তাদেরকে ডেকে আনলাম। তারা আসলেন এবং প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। তিনি তাদেরকে প্রবেশের অনুমতি প্রদান করলেন, পরে তারা প্রবেশ করল। - (বোখারী)

কারও বাড়িতে প্রবেশের পূর্বে তিনবার সালাম দিবে

হাদীস : ৪৩৪৪ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, একদা হযরত আবু মুসা আশআরী (রা) আমাদের কাছে এসে বললেন, হযরত ওমর (রা) আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। সেই মতে আমি তাঁর বাড়িতে গেলাম এবং তিনবার সালাম করলাম। কিন্তু তিনি সালামের জবাব দেন নি, তাই আমি ফিরে আসলাম। পরে হযরত ওমর (রা) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আমার কাছে আসতে তোমাকে কিসে বাঁধা দিয়েছিল? আমি বললাম, আমি অবশ্যই আপনার বাড়িতে গিয়েছিলাম এবং বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে তিনবার সালামও করেছিলাম। কিন্তু আপনারা আমার সালামের উত্তর দেননি। তাই আমি ফিরে এসেছি। কেননা, রাসূল (স) বলেছেন, তোমাদের কেউ তিনবার অনুমতি চাওয়ার পরও যদি অনুমতি না পায়, সে যেন ফিরে আসে। তখন হযরত ওমর (রা) বললেন, এই কথার ওপর তুমি প্রমাণ পেশ কর। আবু সাঈদ (রা) বলেন, তখন আমি আবু মুসা (রা)-এর সাথে হযরত উমর (রা)-এর কাছে গেলাম এবং সাক্ষ্য দিলাম, যে হাদীসটি সहीহ। - (বোখারী ও মুসলিম)

অন্যের গোপন কথাবার্তা শোনা নিষেধ

হাদীস : ৪৩৪৫ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূল (স) আমাকে বললেন, আমার পক্ষ থেকে তোমাকে অনুমতি দেয়া হল যে, তুমি দরজার পর্দা ওঠাবে এবং অন্দরে প্রবেশ করবে, আর আমার গোপন কথাবার্তা শুনে যে তৎক্ষণ আমি তোমাকে নিষেধ করি। - (মুসলিম)

সালাম জানিয়ে নাম বলতে হয়

হাদীস : ৪৩৪৬ ॥ হযরত জাবের (রা) বলেন, আমার পিতার কিছু ঋণের ব্যাপারে একবার আমি রাসূল (স)-এর কাছে আসলাম এবং দরজায় করাঘাত করলাম। তিনি বললেন, কে? আমি বললাম 'আমি'। তখন তিনি বললেন, 'আমি' যেন তিনি আমার এরূপ জওয়াব পছন্দ করলেন না। - (বোখারী ও মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সাথে আসলে অনুমতির প্রয়োজন নেই

হাদীস : ৪৩৪৭ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, নিশ্চয় রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমাদের কাউকেও ডাকা হয় এবং সে বার্তাবাহকের সাথে চলে আসে, তবে তা হবে তার জন্য অনুমতি। - আবু দাউদ। আবু দাউদের অপর এক বর্ণনায় আছে- রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, কোন ব্যক্তির কারও কাছে লোক পাঠানোই তার জন্য অনুমতি।

সালাম না দেওয়ায় রাসূল (স) ফেরত পাঠালেন

হাদীস : ৪৩৪৮ ॥ হযরত কালাদাহ ইবনে হাশ্বল (রা) বলেন, নিশ্চয় একদা হযরত সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া (রা) কিছু দুধ, ছোট একটি হরিণ শাবক ও কিছু কাঁকড়ি রাসূল (স)-এর কাছে পাঠালেন। এ সময় রাসূল (স) মস্কার উচ্চ প্রাপ্তে অবস্থান করছিলেন। কালদাহ বলেন, আমি এমনিভাবে তাঁর কাছে প্রবেশ করলাম, তাঁকে সালামও করলাম না, অনুমতিও নিলাম না। তখন রাসূল (সা) আমাকে বললেন, চলে যাও এবং পুনরায় এসে বল, আসসালামু আলাইকুম, আমি কি প্রবেশ করতে পারি? - (তিরমিযী ও আবু দাউদ)

কারো বাড়ির দরজা বরাবর দাঁড়ানো নিষেধ

হাদীস : ৪৩৪৯ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে বুসর (রা) বলেন, রাসূল (স) যখন কারও বাড়িতে যেতেন তখন সরাসরি দরজার বরাবর মুখ করে দাঁড়াতে না; বরং দরজার ডান কিংবা বাম পার্শ্বে দাঁড়াতে এবং বলতেন, আসসালামু আলাইকুম। আর তা এই কারণে যে, তৎকালে দরজার সম্মুখে পর্দা হত না। - (আবু দাউদ)

আর হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত হাদীস, রাসূল (স) বলেন, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ যিয়াফতের অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রাসূল (স)-এর কাছে রাতে গেলে অনুমতি প্রার্থনা করতে হত

হাদীস : ৪৩৫০ ॥ হযরত আলী (রা) বলেন, আমার জন্য রাসূল (স)-এর কাছে রাতে ও দিনে সর্বদা যাওয়ার অনুমতি ছিল। তবে আমি রাত্রির বেলায় তাঁর কাছে গমন করলে তিনি অনুমতিস্বরূপ গলা ঝাঁকড়াতেন। - (নাসাঈ)।

হাদীস - ৪৪ সালাম না দিলে প্রবেশের অনুমতি দিবে না

হাদীস : ৪৩৫১ ॥ হযরত জাবের (রা) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি প্রথমে সালাম না করে তোমরা তাকে প্রবেশের অনুমতি দিও না। - (বায়হাকী শোআবুল ইমানে)

মায়ের ঘরে প্রবেশ করতে অনুমতি প্রয়োজন

হাদীস : ৪৩৫২ ॥ হযরত আতা ইবনে ইয়াসার (রা) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় এক ব্যক্তি রাসূল (স)-কে জিজ্ঞেস করলেন, আমি কি আমার মায়ের কাছে যেতে অনুমতি চাইব? তিনি বললেন, হ্যাঁ। সে বলল, আমি তো তাঁর সঙ্গে একই ঘরে বাস করি। তখন রাসূল (স) বললেন, অনুমতি নিয়ে তাঁর কাছে যাবে। তুমি কি ইহা পছন্দ কর যে, তুমি তাকে উলঙ্গ দেখতে পাও? সে বলল, না। তখন তিনি বললেন, কাজেই অনুমতি নিয়েই তার কাছে যাবে।

- (মালিক মুরসালরূপে)।

তৃতীয় অধ্যায়

মুসাফাহা বা আলিঙ্গনের গুরুত্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

রাসূল (স) শিশুদের চুম্বন করতেন

হাদীস : ৪৩৫৩ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, একদা রাসূল (স) হাসান ইবনে আলী (রা)-কে চুম্বন দিলেন, তখন তাঁর কাছে হযরত আকরা ইবনে হাবেস তামিমী উপস্থিত ছিল আকরা (রা) বলল, আমার দশটি সন্তান আছে, আমি তাদের কাউকে কখনও চুমু দেইনি। রাসূল (স) তার দিকে তাকালেন, অতপর বললেন, যে লোক দয়া করে না, তার প্রতি দয়া করা হয় না। - (বোখারী ও মুসলিম)

সাহাবীদের মধ্যে মুসাফাহার প্রচলন ছিল

হাদীস : ৪৩৫৪ ॥ কাতাদাহ (র) বলেন, আমি হযরত অনাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, নিশ্চয় রাসূল (স)-এর সাহাবীগণের মধ্যে মুসাফাহার প্রচলন ছিল কি? তিনি বললেন। হ্যাঁ ছিল। - (বোখারী)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কারও সাথে দেখা হলে মুসাফাহা করতে হয়

হাদীস : ৪৩৫৫ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, এক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাদের কেউ যখন তার কোন ভাইয়ের কিংবা কোন বন্ধুর সাথে সাক্ষাৎ করে তখন কি তার জন্য মাথা নত করব? তিনি বললেন 'না'। সে আবার জিজ্ঞেস করল, তাকে কি আলিঙ্গন করব এবং চুম্বন করব? তিনি বললেন 'না'। সে পুনরায় জিজ্ঞেস করল, কি তার হাত ধরে তার সাথে মুসাফাহা করব? তিনি বললেন, 'হ্যাঁ'। - (তিরমিযী)

দুজন মুসলমানের সাথে দেখা হলে মুসাফাহা করবে

হাদীস : ৪৩৫৬ ॥ হযরত বারা ইবনে আযিব (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন দুই জন মুসলমানের পরস্পর সাক্ষাৎ হয় এবং তারা মুসাফাহা করে। পৃথক হওয়ার পূর্বেই তাদের উভয়ের গুনাহসমূহ মাফ হয়ে যায়। - আহমদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ। আবু দাউদের রেওয়ায়েতে আছে-যখন দুজন মুসলমান মিলিত হয়ে পরস্পর মুসাফাহা করে এবং আল্লাহর প্রশংসা করে তারা আল্লাহর কাছে মাফ চায়, তখন তাদের উভয়কে মাফ করে দেয়া হয়।

রোগীর কপালে হাত লাগাতে হয়

হাদীস : ৪৩৫৭ ॥ হযরত আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় রাসূল (স) বলেছেন, রোগীর পুরো শুশ্রূষা হল তোমাদের কারও হাত তার কপালে অথবা হাতের ওপর রেখে জিজ্ঞেস করবে সে কেমন আছে? আর তোমাদের সালামের পূর্ণতা হল মুসাফাহা করা। - (আহম ও তিরমিযী) অবশ্যই তিরমিযী বলেছেন হাদীসটি যঈফ) **হাফ্‌য - ১২৪৬**

রাসূল (স) কখনও খালি গায়ে থাকতেন না

হাদীস : ৪৩৫৮ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, হযরত য়ায়েদ ইবনে হারেসা অভিযান শেষে মদীনায় আগমন করলেন, তখন রাসূল (স) আমার ঘরেই ছিলেন। য়ায়েদ এসে ঘরের দরওয়াজায় টোকা দিতেই রাসূল (স) খালি গায়ে চাদর টানতে টানতে তার উদ্দেশ্যে উঠে দাঁড়ালেন। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আল্লাহর কসম! এর আগে বা পরে আমি আর কোন দিন তাঁকে এভাবে খালি গায়ে দেখি নি। অতপর তিনি তার সাথে গলাগলি করলেন এবং তাকে চুশন দিলেন। - (তিরমিযী) **হাফ্‌য - ১২৪৭**

আনন্দের আতিশয্যে একজনকে আরেকজন বুকে জড়িয়ে ধরা যায়

হাদীস : ৪৩৫৯ ॥ আইউব ইবনে বুশাইর (র) আনাযা গোত্রীয় এক ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি হযরত আবু যর (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূল (স) যখন আপনাদের সাথে সাক্ষাৎ করতেন তখন কি মুসাফাহা করতেন? তিনি বলেন, আমি যখনই তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করেছি তিনি তখনই আমার সাথে মুসাফাহা করেছেন। একদা তিনি আমাকে ডেকে পাঠালেন, কিন্তু আমি গৃহে ছিলাম না, পরে যখন আমি আসলাম তখন আমাকে সংবাদটি জানান হলো এবং আমি সঙ্গে সঙ্গে তাঁর খেদমতে উপস্থিত হলাম। সেই সময় তিনি খাটের ওপর বসা ছিলেন। তখন তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরলেন এবং ইহা ছিল অতি উত্তম! অতি উত্তম! - (আবু দাউদ) **হাফ্‌য - ১২৪৮**

হিজরতকারীর সওয়াবের প্রতি মুবারক

হাদীস : ৪৩৬০ ॥ হযরত ইকরামা ইবনে আবু জাহল (রা) বলেন, যেই দিন আমি রাসূল (স)-এর খেদমতে উপস্থিত হই তখন তিনি আমাকে দেখে বললেন, হিজরতকারী সওয়াবের প্রতি মুবারকবাদ। - (তিরমিযী)

মানুষকে চুশন দেওয়া যায়

হাদীস : ৪৩৬১ ॥ হযরত উসাইদ ইবনে হুযাইব (রা) যিনি ছিলেন আনসার গোত্রীয় তার সম্পর্কে বর্ণনাকারী বলেন, একদা তিনি লোকদের মধ্যে গল্প-গুজব করতেছিলেন এবং তাঁর স্বভাবে হাসি-ঠাট্টা ছিল, কাজেই তিনি লোকদের হাসাইতেছিলেন। এমন সময় রাসূল (স) এক খণ্ড কাঠি দ্বারা তার কোমরে খোঁচা দিলেন। তখন উসাইদ বললেন, আপনি আমাকে খোঁচা দিয়েছেন। সুতরাং আমাকে উহার প্রতিশোধ গ্রহণ করার সুযোগ দিন। তিনি বললেন, প্রতিশোধ গ্রহণ কর। উসাইদ বললেন, আপনার গায়ে তো জামা আছে অথচ আমার গায়ে জামা নেই। তখন রাসূল (স) গায়ের জামাটি তুলে ধরলেন। অমনি হযরত উসাইদ (রা) তাঁকে জড়াইয়া ধরলেন এবং তাঁর পাশে চুশন দিতে লাগলেন। আর বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! ইহা আমার ইচ্ছে ছিল। - (আবু দাউদ)

চোখের মাঝখানে চুশন করা যায়

হাদীস : ৪৩৬২ ॥ আমের শাবী (রা) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় রাসূল (স) জাফর ইবনে আবু তালিবের সাথে সাক্ষাতের সময় তাকে জড়িয়ে ধরলেন এবং তার চক্ষুদ্বয়ের মাঝখানে চুশন দিলেন- আবু দাউদ, বায়হাকী। ইমাম বায়হাকী শোআবুল ইমানে এ হাদীসটিকে মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন। আর মাসাবীহ-এর কতিপয়ে এবং শরহে সুন্নাতে বায়যী হতে মুত্তাসিল হিসেবে বর্ণিত আছে। **হাফ্‌য - ১২৫০**

রাসূল (স) মুয়ানাকা করতেন

হাদীস : ৪৩৬৩ ॥ হযরত জাফর ইবনে আবু তালিব (রা) হাবশা মূলক থেকে তাঁর প্রত্যাবর্তন ঘটনা প্রসঙ্গে বলেন, আমরা হাবশা থেকে রওয়ানা করলাম, অবশেষে মদীনায় এসে পৌছলাম। তখন রাসূল (স) আমার সাথে সাক্ষাৎ করলেন এবং আমার সাথে মুয়ানাকা করলেন। অতপর বললেন, আমি বলতে পারছি না যে, খায়বর বিজয় আমার কাছে বেশি আনন্দদায়ক, নাকি জাফরের আগমন? ঘটনাক্রমে খায়বর বিজয়ের সময় হযরত জাফরের প্রত্যাবর্তন হয়েছিল।

রাসূল (স)-এর হাতে চুশন করা যেত

হাদীস : ৪৩৬৪ ॥ হযরত য়ারে (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি আবদুল কায়েস গোত্রীয় প্রতিনিধিদের দলভুক্ত ছিলেন। তিনি বলেন, আমরা যখন মদীনায় আগমন করি তখন তাড়াহুড়া করে নিজেদের সওয়ালী হতে অবতরণ করলাম এবং, রাসূল (স) এর হাতে ও পায়ে চুশন করলাম। - (আবু দাউদ)

সন্তানকে চুষন দেয়া যায়

হাদীস : ৪৩৬৫ ॥ হযরত বারা ইবনে আযিব (রা) বলেন, হযরত আবু বকর (রা) সর্বপ্রথম মদীনায় আগমন করলে আমি তাঁর সাথে প্রবেশ করলাম। এ সময় তাঁর কন্যা আয়েশা জুরে আক্রান্ত হয়ে গিয়েছিলেন। হযরত আবু বকর তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, হে বৎস! তুমি কী অবস্থায় আছ? এ বলে তিনি তার গালে চুষন করলেন। - (আবু দাউদ)

শিশুরা আল্লাহর দেয়া সুগন্ধি

হাদীস : ৪৩৬৬ ॥ হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স)-এর কাছে একটি শিশু আনা হলো, তিনি শিশুটিকে চুষন করলেন, অতপর বললেন, তোমরা জেনে রাখ! এই সব শিশুরাই হল কার্পণ্যতা ও ভীকৃতার কারণ এবং তারা হল আল্লাহ তায়ালার দেয়া সুগন্ধি। - (শরহে সুন্নাহ) ২৫০ - ১৫৩

ফাতিমা (রা) রাসূল (স)-এর চেহারার অনুরূপ ছিলেন

হাদীস : ৪৩৬৭ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আচার-আচরণে, চাল-চলনে এবং মহৎ চরিত্রে, অপর এক বর্ণনায় আছে, আলাপ-আলোচনায় ও কথাবার্তায় ফাতিমা (রা) অপেক্ষা অন্য কাউকেও আমি রাসূল (স)-এর সাথে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ দেখতে পাইনি। ফাতিমা যখনই তাঁর কাছে আসতেন তখন তিনি দাঁড়িয়ে তাঁর হাত ধরে চুষন করতেন এবং নিজের আসনে বসাতেন। আর যখনই রাসূল (স) তাঁদের কাছে যেতেন তখন তিনিও তাঁর জন্য দাঁড়িয়ে তাঁর হাতখানা ধরে উহাতে চুষন করতেন এবং তাঁকে নিজের আসনে বসাতেন। - (আবু দাউদ)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মুসাফাহা করলে অন্তরের কষ্ট দূর হয়

হাদীস : ৪৩৬৮ ॥ আতা খোরাসানী (রা) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় রাসূল (স) বলেছেন, তোমরা পরস্পর মুসাফাহা কর, এতে অন্তরের হিংসা-বিদ্বেষ দূরীভূত হয়ে যাবে। আর পরস্পরের মধ্যে হাদিয়া আদান-প্রদান কর, এতে ভালোবাসা বৃদ্ধি পাইবে এবং বৈরিতা বিদূরিত হবে। - মালিক। ইমাম মালিক হাদীসটি মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

২৫০ - ১৫২ পরস্পর মুসাফাহা করলে গোনাহ ঝরে যায়

হাদীস : ৪৩৬৯ ॥ হযরত বারা ইবনে আযিব (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি দ্বিপ্রহরের আগে চার রাকাত নামায আদায় করে, সে যেন তা কদরের রাতে আদায় করল। আর দুজন মুসলমান যখন পরস্পর মুসাফাহা করে, তখন তাদের সব গোনাহ ঝরে যায়, ফলে কোন গোনাহই অবশিষ্ট থাকে না। - (বায়হাকী শোআবুল ঈমানে)

সন্তান কার্পণ্যতা ও কাপুরুষতার লক্ষণ

হাদীস : ৪৩৭০ ॥ হযরত ইয়ালা (রা) বলেন, একদিন হাসান ও হোছাইন (রা) দৌড়িয়ে রাসূল (স)-এর কাছে আসলেন। তখন তিনি তাদের দুজনকেই জড়িয়ে ধরলেন এবং বললেন, সন্তান হলো কার্পণ্যতা ও কাপুরুষতার কারণ।

-(আহমদ)

চতুর্থ অধ্যায়

উঠে দাঁড়িয়ে সম্মান দেখানোর গুরুত্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

নেতাকে দাঁড়িয়ে সম্মান করা

হাদীস : ৪৩৭১ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, যখন বনু কুরাইয়া হযরত সাদ ইবনে মুযায় (রা)-এর ফয়সালায় সম্মতি প্রকাশ করল তখন রাসূল (স) তাকে ডেকে পাঠালেন। আর হযরত সাদ রাসূল (স)-এর গৃহে কাছে অবস্থান করতেছিলেন। তিনি একদিন গাধার ওপরে সওয়ার হয়ে আসলেন। যখন তিনি মসজিদের কাছে পৌছলেন, তখন রাসূল (স) আনসারদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমরা তোমাদের সর্দারের প্রতি দাঁড়িয়ে যাও। - (বোখারী ও মুসলিম। এ হাদীসের বিস্তারিত বর্ণনা, 'কয়েদীদের বিধান' সম্পর্কীয় অধ্যায়ে আগেই বর্ণিত হয়েছে।)

অন্যকে উঠিয়ে তার জায়গায় বসা উচিত

হাদীস : ৪৩৭২ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, কোন ব্যক্তিকে তার বসার স্থান থেকে উঠিয়ে পরে নিজেই উক্ত স্থানে বসে পড়বে, এরূপ করবে না। বরং তোমরা স্থানটিকে প্রশস্ত ও বিস্তৃত করে নিবে। - (বোখারী ও মুসলিম)

যে স্থানে যে আগে বসে তার হক

হাদীস : ৪৩৭৩ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয়ই রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি তার বসার স্থান থেকে উঠে যায়, অতপর ঐ জায়গায় ফিরে আসে, তখন সে তার ঐ স্থানটির অধিক হকদার। - (মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সাহাবাগণ রাসূল (স)-কে দেখে দাঁড়াতে না

হাদীস : ৪৩৭৪ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, সাহাবায়ে কেরামের কাছে রাসূল (স) অপেক্ষা কোন ব্যক্তিই অধিক প্রিয় ছিল না। অথচ তারা যখন তাঁকে দেখতেন তখন দাঁড়াতে না। কেননা, তারা জানতেন যে, তিনি এটা পছন্দ করেন না। - (তিরমিযী। তিরমিযী বলেছেন, এই হাদীসটি হাসান ও সহীহ।)

রাসূল (স)-কে দেখে দাঁড়াতে নিষেধ করেছেন

হাদীস : ৪৩৭৫ ॥ হযরত মুয়াবিয়া (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি এতে আনন্দ পায় যে, লোকজন তাঁর দাঁড়ানো অবস্থায় স্থির হয়ে থাকুক, তবে সে যেন নিজের জাহান্নামে বাসস্থান নির্ধারণ করে নিল।

-(আবু দাউদ ও তিরমিযী)

আযমী লোকেরা দাঁড়িয়ে একে অপরকে সম্মান করে

হাদীস : ৪৩৭৬ ॥ হযরত আবু উমামা (রা) বলেন, একদা রাসূল (স) ভর করে ঘর থেকে বের হয়ে আসলেন। আমরা তাঁর সম্মানে উঠে দাঁড়ালাম। তখন তিনি বললেন, তোমরা আযমী লোকদের ন্যায় দাঁড়াইও না। তারা এভাবে দাঁড়িয়ে একে অপরকে সম্মান প্রদর্শন করে। - (আবু দাউদ) ১৫৬

একজনকে দেখে দাঁড়ানোর ব্যাপারে রাসূল (স) নিষেধ করেছেন

হাদীস : ৪৩৭৭ ॥ হযরত সাঈদ ইবনে আবুল হাসান (র) (হযরত হাসান বসরীর ভাই) বলেন, একদা হযরত আবু বাকরাহ (রা) কোন এক বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদানের জন্য আমাদের কাছে আগমন করলেন। তখন এক ব্যক্তি তাঁকে বসানোর জন্য নিজের আসন থেকে উঠে দাঁড়ালেন। কিন্তু হযরত আবু বাকরাহ তথায় বসতে অস্বীকার করলেন এবং বললেন রাসূল (স) এ থেকে নিষেধ করেছেন এবং রাসূল (স) এমন ব্যক্তির কাপড় দ্বারা হাত মুছতে নিষেধ করেছেন, যাকে সে কাপড় পরিধান করা হয়নি। - (আবু দাউদ) ১৫৮

বসা থেকে প্রয়োজনে উঠে গেলে সেখানে কিছু রেখে যেতে হয়

হাদীস : ৪৩৭৮ ॥ হযরত আবীদদারদা (রা) বলেন, রাসূল (স) যখন বসতেন এবং আমরাও তাঁর চারপাশে বসা থাকতাম, তখন তিনি উঠে যাওয়ার সময় পুনরায় ফিরে আসার ইচ্ছা থাকলে নিজের জুতা কিংবা পরিধানের অন্য কিছু খুলে রেখে যেতেন। এতে সাহাবাগণ বুঝতে পারতেন যে, তিনি ফিরে আসবেন, ফলে তারাও সম্মানে বসে থাকতেন। - (আবু দাউদ) ১৫৯

দুজন লোকের মাঝখানে অনুমতি ছাড়া বসা নিষেধ

হাদীস : ৪৩৭৯ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) রাসূল (স) থেকে বর্ণনা করেন, যে তিনি বলেছেন, দু জনকে ফাঁক করে তাদের অনুমতি ছাড়া উভয়ের মাঝখানে বসা জায়েয নয়। - (তিরমিযী ও আবু দাউদ)

দুজন লোকের মধ্যে বসতে হলে অনুমতি প্রয়োজন

হাদীস : ৪৩৮০ ॥ হযরত আমর ইবনে শোআইব তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন, নিশ্চয় রাসূল (স) বলেছেন, দুজন লোকের মধ্যে তাদের অনুমতি ছাড়া বসিও না। - (আবু দাউদ)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রাসূল (স) বাড়ির ভেতরে যাওয়ার পর সাহাবাগণ চলে যেতেন

হাদীস : ৪৩৮১ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) আমাদের সাথে মসজিদে বসে কথাবার্তা বলতেন। আর তিনি উঠে যেতেন তখন আমরা দাঁড়িয়ে থাকতাম, যে পর্যন্ত না আমরা দেখতে পাইতাম যে, তিনি তার স্ত্রীদের কারও ঘরে প্রবেশ করেছেন। - (বায়হাকী) ১৬০

মজলিসে কেউ উপস্থিত হলে চেপে বসতে হয়

হাদীস : ৪৩৮২ ॥ হযরত ওয়াসিলা ইবনে খাতাব (রা) বলেন, একদা এক ব্যক্তি রাসূল (স)-এর কাছে আসল, এ সময় তিনি মসজিদে বসা ছিলেন। তার আগমনে রাসূল (স) বসার স্থান থেকে কিছুটা সরে বসলেন। তখন লোকটি বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! জায়গা তো প্রশস্তই আছে, তখন রাসূল (স) বললেন, ইহা মুসলমানদের হক, যখন তাকে তার কোন মুসলমান ভাই দেখবে তখন সে তার জন্যে কিছুটা সরে জায়গা দিবে। - (বায়হাকী)

[৭৭] - ৯ ৫৭

পঞ্চম অধ্যায়

বসা, নিদ্রা ও চলাচলের গুরুত্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

এক পায়ের ওপর আরেক পা দিয়ে শোয়া নিষেধ

হাদীস : ৪৩৮৩ ॥ হযরত জাবের (রা) বলেন, রাসূল (স) কোন ব্যক্তিকে কখনো এক পায়ের ওপর অপর পা রেখে চিৎ হয়ে পিঠের ওপর শুইতে নিষেধ করেছেন। - (মুসলিম)

চিত হয়ে শোয়া নিষেধ

হাদীস : ৪৩৮৪ ॥ হযরত জাবের (রা) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় রাসূল (স) বলেছেন, কোন ব্যক্তি কখনও এভাবে চিৎ হয়ে শুইবে না যে, এক পা খাড়া করে অপর পা তার উপর রাখে। - (মুসলিম)

রাসূল (স) কাবার প্রাঙ্গণে বসতেন

হাদীস : ৪৩৮৫ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে কাবা শরিফের আঙ্গিনায় নিজের উভয় হস্ত দ্বারা 'ইহতিবা' অবস্থায় বসে থাকতে দেখেছি। - (বোখারী)

রাসূল (স) এক পায়ের ওপর অন্য পা রেখে শুয়েছেন

হাদীস : ৪৩৮৬ ॥ হযরত আব্বাদ ইবনে ভামীম (রা) তাঁর চাচা থেকে বর্ণনা করেন, আমি রাসূল (স)-কে মসজিদে চিৎ হয়ে এমনভাবে শুইতে দেখেছি যে, তাঁর এক পা অপর পায়ের ওপর রাখা ছিল। - (বোখারী ও মুসলিম)

অহংকার করা খুবই অন্যায়

হাদীস : ৪৩৮৭ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, একদা এক ব্যক্তি নকশাধারী দুখানা চাদর পরিধান করে অহংকারের সাথে চলছিল। বিতুষ্ট তার আত্মগর্ব তাঁকে অহমিকায় ফেলেছিল, ফলে তাকে যমীনে ধসিয়ে দেওয়া হয়, এখন সে কিয়ামত পর্যন্ত তাতে প্রোথিত হতে থাকবে। - (বোখারী ও মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাসূল (স) কুরফুছা অবস্থায় বসা ছিলেন

হাদীস : ৪৩৮৮ ॥ হযরত কায়লা বিনতে মাখরামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-কে মসজিদে কুরফুছা অবস্থায় বসা দেখেছেন। তিনি আরও বলেন, আমি যখন রাসূল (স)-কে এরূপ বিনুয়ী অবস্থায় দেখলাম তখন ভয়-ভীতিতে আমি কেঁপে উঠলাম। - (আবু দাউদ)

সূর্যোদয়ের আগ পর্যন্ত ফজরের নামাযের আসনে বসে থাকতে হয়

হাদীস : ৪৩৮৯ ॥ হযরত জাবের বিন সামুরা (রা) বলেন, রাসূল (স) ফজরের নামাযান্তে নামাযের স্থানে আসন পেতে বসে থাকতেন যে পর্যন্ত না খুব ভালোভাবে সূর্যোদয় হয়ে যেত। - (আবু দাউদ)

রাসূল (স) বালিশের ওপর হেলান দিয়ে বসেছেন

হাদীস : ৪৩৯০ ॥ হযরত জাবের ইবনে সামুরা (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বাম পাশে বালিশের ওপর হেলান দেয়া অবস্থায় দেখেছি। - (তিরমিযী)

রাসূল (স) উভয় হাত দিয়ে ইহতাবা করতেন

হাদীস : ৪৩৯১ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূল (স), যখন মসজিদে বসতেন তখন উভয় হাত দ্বারা ইহতাবা করে বসতেন। - (রযীন)

রাসূল (স)-এর বিশ্রাম

হাদীস : ৪৩৯২ ॥ হযরত আবু কাতাদাহ (রা) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় রাসূল (স) সফরে রাতে যখন কোথাও বিশ্রাম করতেন, তখন ডান পাশে শুইতেন। আর যখন ভোর সংলগ্নে কোথাও আরাম করতেন তখন বাহু খাড়া করে তার তালুর ওপর মাথা রেখে বিশ্রাম করতেন। - (শরহে সুন্নাহ)

রাসূল (স)-এর বিছানা কাফনের কাপড়ের মত ছিল

হাদীস : ৪৩৯৩ ॥ হযরত উম্মে সালামার পরিবারস্থ কোন এক ব্যক্তি বলেন, রাসূল (স)-এর বিছানা অনুরূপই ছিল যেকোন কাপড় তাঁর কবরে রাখা হয়েছে। আর শোয়ার সময় মসজিদ থাকত তাঁর মাথার কাছে। - (আবু দাউদ)

হাদীস - ৪৩৯৪ উপড় হয়ে শোয়া উচিত নয়

হাদীস : ৪৩৯৪ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, একদা রাসূল (স) এক ব্যক্তিকে উপড় হয়ে শুয়ে থাকতে দেখে বললেন, এভাবে শোয়া আল্লাহ তায়ালা পছন্দ করেন না। - (তিরমিযী)

উপড় হয়ে শোয়া আল্লাহ পছন্দ করেন না

হাদীস : ৪৩৯৫ ॥ হযরত ইয়াসীদ ইবনে তিখফাহ ইবনে কায়স (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি ছিলেন, আসহাবে সুফফার একজন। তিনি বলন, আমি বুক ব্যথার দরুন উপড় হয়ে শুয়েছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি আমাকে নিজের পা দ্বারা নাড়া দিয়ে বললেন, এ শোয়া আল্লাহ পছন্দ করেন না। তখন আমি তাকিয়ে দেখলাম তিনি রাসূল (স)। - (আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)

হাদীস - ৪৩৯৬ রেলিংবিহীন ছাদে শয়ন করা উচিত নয়

হাদীস : ৪৩৯৬ ॥ হযরত আলী ইবনে শাইবান (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন প্রকারের আড়াল ছাড়া অপর এক বর্ণনায় আছে-দেয়াল ছাড়া ঘরের ছাদে রাত্রি যাপন করে, তার জন্য আল্লাহর শিখায় কোন দায়িত্ব নেই।

- (আবু দাউদ)

ছাদের ওপর শোয়া উচিত নয়

হাদীস : ৪৩৯৭ ॥ হযরত জাবের (রা) বলেন, রাসূল (স) কোন ব্যক্তিকে এরূপ ছাদের ওপর ঘুমাতে নিষেধ করেছেন যেখানে কোন ঘেরাও নেই। (তিরমিযী)

মসজিদের মাঝখানে বসা উচিত নয়

হাদীস : ৪৩৯৮ ॥ হযরত হোযাইফা (রা) বলেন, মুহাম্মদ (স)-এর ভাষায় সেই ব্যক্তি অভিশপ্ত যে মসজিদের মাঝখানে যেয়ে বসে। - (তিরমিযী) ও আবু দাউদ

হাদীস - ৪৩৯৯ যে মজলিশ প্রশস্ত তাই ভালো

হাদীস : ৪৩৯৯ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন রাসূল (স) বলেছেন, সর্বোত্তম মজলিস তা যা প্রশস্ত হয়। - (আবু দাউদ)

বিক্ষিপ্ত অবস্থায় বসা উচিত নয়

হাদীস : ৪৪০০ ॥ হযরত জাবের ইবনে সামুরা (রা) বলেন, একদা রাসূল (স) তাশরীফ আনলেন, এ সময় সাহাবীগণ বসা ছিলেন। তিনি বললেন, ব্যাপার কী? আমি তোমাদেরকে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় দেখছি। - (আবু দাউদ)

শরীরে কিছু অংশ ছায়ায় রেখে বসা উচিত নয়

হাদীস : ৪৪০১ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ ছায়ায় বসে এবং পরে তার ওপর হতে উহা সরে যায়, ফলে তার শরীরের কিছু অংশ রৌদ্রে এবং কিছু অংশ ছায়ায় থাকে, তখন সে যেন সেখান থেকে উঠে যায়। - আবু দাউদ। আর শরহে সুন্নাহ আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, যদি তোমাদের কেউ ছায়ায় বসে, পরে তার ওপর থেকে ছায়া সরে যায়, তখন সে যেন অবশ্যই উক্ত স্থান থেকে উঠে যায়। কেননা, উহা শয়তানের বসার স্থান। মা'মার উক্ত হাদীসটি অনুরূপভাবে মওকুফ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

মহিলাগণ পুরুষের পিছনে বসবে

হাদীস : ৪৪০২ ॥ হযরত আবু উসাইদ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত নিশ্চয়ই একদা রাসূল (স) মসজিদের বাইরে ছিলেন, রাস্তায় পুরুষেরা মহিলাদের সাথে মিলেমিশে চলছে, এ সময় আবু উসাইদ শুনেছেন যে, রাসূল (স) মহিলাদের উদ্দেশ্যে বললেন, তোমরা পুরুষদের পেছনে চলো। রাস্তার মধ্যে দিয়ে চলা তোমাদের জন্য সমীচীন নয়; বরং রাস্তার পাশ দিয়ে চলবে। এ কথা শুনে তারা এমনভাবে প্রাচীর ঘেঁষে চলতে লাগল যে, কখনও কখনও তাদের কাপড় প্রাচীরের সাথে আটকে যেত। - (আবু দাউদ ও বায়হাকী শোআবুল ঈমানে)

মজলিসের শেষ স্থানে বসতে হয়

হাদীস : ৪৪০৩ ॥ হযরত জাবের সামুরা (রা) বলেন, যখন আমরা রাসূল (স)-এর খেদমতে আসতাম তখন আমাদের যে কেউই মজলিসের শেষ প্রান্তে বসত। - আবু দাউদ। গ্রন্থকার বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে আমের-এর হাদীসদ্বয় কিয়ামতের অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে।

দুজন মহিলার মাঝে পুরুষের চলা নিষেধ

হাদীস : ৪৪০৪ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ (স) দুজন মহিলার মাঝখানে চলে নিষেধ করেছেন। - (আবু দাউদ) **Fj^ - ৯৮৬২**

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

উপুড় হয়ে শোয়া আল্লাহ পছন্দ করেন না

হাদীস : ৪৪০৫ ॥ হযরত আবু যর (রা) বলেন, একদা রাসূল (স) আমার কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন আমি উপুড় হয়ে শোয়া ছিলাম। তিনি নিজের পা দ্বারা আমাকে ঠোকা দিলেন এবং বললেন, হে জুনদুব! এমনভাবে শোয়া দোযখীদের অভ্যাস। - (ইবনে মাজাহ)

আল্লাহর অভিশপ্ত লোকদের মত বসা উচিত নয়

হাদীস : ৪৪০৬ ॥ হযরত আমর ইবনে শারীদ (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, একদা রাসূল (স) আমার কাছ দিয়ে গমন করলেন। তখন আমি এমন অবস্থায় বসা ছিলাম যে, আমার বাম হাত ছিল আমার পিঠের পেছনে। আর ডান হাতের তালুর ওপর ভর দিয়েছিলাম। তখন তিনি আমাকে বললেন, তুমি কি এমন অবস্থায় বসে রয়েছ যেমন আল্লাহর অভিশপ্ত লোকেরা বসে? - (আবু দাউদ)

ষষ্ঠ অধ্যায়

হাঁচি ও হাই সম্পর্কে বর্ণনা

প্রথম পরিচ্ছেদ

আলহামদুলিল্লাহ না বললে হাঁচির জবাব দিতে নেই

হাদীস : ৪৪০৭ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, একদা পর পর দুই ব্যক্তি রাসূল (স)-এর কাছে হাঁচি দিল। রাসূল (স) এক ব্যক্তির হাঁচির জওয়াবে দো'আ দিলেন এবং অপর ব্যক্তির জন্য দো'আ দিলেন না। তখন লোকটি বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি এই ব্যক্তির হাঁচির জবাব দিলেন, অথচ আমার হাঁচির জওয়াব দেননি। উত্তরে তিনি বললেন, সে আলহামদুলিল্লাহ বলেছে, কিন্তু তুমি আলহামদুলিল্লাহ বলনি। - (বোখারী ও মুসলিম)

হাঁচি দেয়া আল্লাহ পছন্দ করেন

হাদীস : ৪৪০৮ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, হাঁচি দেয়াকে আল্লাহ তায়ালা পছন্দ করেন এবং হাই তোলাকে অপছন্দ করেন। সুতরাং যদি তোমাদের কেউ হাঁচি দেয় এবং সে আলহামদুলিল্লাহ বলেন, তখন এমন প্রত্যেক মুসলমানের ওপর ইয়ারহামুকাল্লাহ বলা অপরিহার্য হয়ে যায়, যে তার আলহামদুলিল্লাহ শুনেছে। আর হাই তোলা হল শয়তানের প্রভাবে। অতএব, যখন তোমাদের কারও হাই আসে, তখন যথাসম্ভব ইহা প্রতিরোধ করা উচিত। কেননা, যখন তোমাদের কেউ হাই তোলে তার মুখ খোলে তখন শয়তান উপহাসমূলক হাসে। - (বোখারী) আর মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে, তোমাদের কেউ যখন হা করে তখন তাতে শয়তান হাসে।

কেউ হাঁচি দিলে জবাব দিতে হয়

হাদীস : ৪৪০৯ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমাদের কেউ হাঁচি দেয়, তখন সে যেন আলহামদুলিল্লাহ বলে এবং তাঁর কোন ভাই অথবা সঙ্গী যেন জওয়াবে ইয়ারহামুকাল্লাহ বলে। আর যখন সে হাঁচিদাতাকে ইয়ারহামুকাল্লাহ বলবে, তখন হাঁচি দাতা যেন বলে ইয়াহদীকুমুল্লাহ ওয়া ইউসলিহ বালাকুম। - (বোখারী)

হাঁচি দিয়ে আলহামদুলিল্লাহ না বললে জবাব দিবে না

হাদীস : ৪৪১০ ॥ হযরত আবু মুসা আশআরী (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, যখন তোমাদের কেউ হাঁচি দেয় এবং পরে আলহামদুলিল্লাহ বলে আল্লাহর প্রশংসা করে, তখন তোমরা তার জওয়াব দিবে। আর যদি সে আল-হামদুলিল্লাহ না বলে, তবে তোমরাও তার জওয়াব দিও না। - (মুসলিম)

হাঁচির জওয়াব হলো ইয়ারহামুকাল্লাহ

হাদীস : ৪৪১১ ॥ হযরত সালামাহ ইবনে আকওয়া (রা) থেকে বর্ণিত এক ব্যক্তি রাসূল (স)-এর কাছে হাঁচি দিলে তিনি তাঁকে ইয়ারহামুকাল্লাহ বলতে শুনলেন। অতপর লোকটি দ্বিতীয়বার হাঁচি দিল। তখন রাসূল (স) বললেন লোকটি সর্দিতে আক্রান্ত - (মুসলিম। তবে তিরমিযীর বর্ণনায় আছে, লোকটি তৃতীয়বার হাঁচি দিলে রাসূল (স) বললেন, লোকটি সর্দিতে আক্রান্ত।)

হাই আসলে বাম হাত দিয়ে মুখ ঢাকতে হয়

হাদীস : ৪৪১২ ॥ হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমাদের কারও হাই আসে তখন সে যেন স্বীয় হাত দ্বারা নিজের মুখ বন্ধ করে রাখে। কেননা, শয়তান মুখের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। - (মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাসূল (স) হাঁচি দেয়ার সময় কাপড় দিয়ে মুখ ঢাকতেন

হাদীস : ৪৪১৩ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় রাসূল (স) যখন হাঁচি দিতেন তখন স্বীয় হাত অথবা কাপড় দ্বারা মুখমণ্ডল ঢেকে ফেলতেন এবং হাঁচির শব্দকে নিচু রাখতেন। - (তিরমিযী ও আবু দাউদ এবং তিরমিযী বলেছেন, এই হাদীসটি হাসান সহীহ।)

হাঁচির নির্দিষ্ট দোয়া পাঠ করতে হয়

হাদীস : ৪৪১৪ ॥ হযরত আবু আইউব (রা) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ হাঁচি দেয় তখন সে যেন বলে আলহামদুলিল্লাহ আলা কুল্লি হালিন। আর যে ব্যক্তি এর জওয়াব দিবে সে যেন বলে, ইয়াহামুকাল্লাহ (আল্লাহ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করুন) অতপর হাঁচিদাতা বলবে ইয়ারহামুকাল্লাহ ওয়া ইউসলিহ বালাকুম। আল্লাহ যেন তোমাকে সুপথ দেখান তোমার আত্মাকে পরিতৃপ্ত করেন। - (তিরমিযী ও দারেমী)

হাঁচির নির্দিষ্ট দোয়া পাঠ করতে হয়

হাদীস : ৪৪১৫ ॥ হযরত হেলাল ইবনে ইয়াসাক (রা) বলেন, একদা আমরা হযরত সালেম ইবনে উবাইদা (রা)-এর সঙ্গে ছিলাম। এমন সময় লোকদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি হাঁচি দিল এবং বলল, আসসালামু আলাইকুম। তখন হযরত সালেম বললেন, তোমার ওপর ও তোমার মায়ের ওপর। এতে যেন লোকটির মনে ব্যথা লাগল। তখন সালেম বললেন, জেনে রাখ। ইহা আমার নিজের পক্ষ থেকে বলিনি; বরং এটা রাসূল (স)-এর উক্তি। একদা এক ব্যক্তি তাঁর সম্মুখে হাঁচি দিয়া আসসালামু আলাইকুম বলেছিল, তখন রাসূল (স) বলেছিলেন, তোমার ওপর ও তোমার মায়ের ওপর। যখন তোমাদের কেউ হাঁচি দেয় সে যেন বলে, আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন। আর যে উত্তর দিবে সে যেন বলে, ইয়ারহামুকাল্লাহ। অতপর হাঁচিদাতা পুনরায় বলবে ইয়াগফিরুল্লাহ লী ওয়া লাকুম। - (তিরমিযী ও আবু দাউদ) ফাইফ-৯৬২

হাঁচিদাতার জবাব তিনবার পর্যন্ত দোয়া সুন্নত

হাদীস : ৪৪১৬ ॥ হযরত উবাইদা ইবনে রিফায়া (রা) রাসূল (স) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, হাঁচিদাতার হাঁচির জওয়াব তিনবার পর্যন্ত দাও। এর অধিক হাঁচি দিলে তবে তোমার ইচ্ছে জওয়াব দিতেও পার এবং নাও দিতে পার। - (আবু দাউদ ও তিরমিযী। ইমাম তিরমিযী এ হাদীসটি গরীব।) ফাইফ-৯৬৩

হাঁচির জবাব তিনবারের বেশি দিবে না

হাদীস : ৪৪১৭ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেছেন, তুমি তোমার ভাইয়ের তিনবার হাঁচির জওয়াব দাও। যদি সে এর অধিকবার হাঁচি দেয় তখন মনে করবে, সে সর্দিতে আক্রান্ত - (আবু দাউদ। রাবী বলেন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আবু হুরায়রা (রা) এ হাদীসটি রাসূল (স) থেকে মারফু পর্যায়ে বর্ণনা করেছেন।)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

হাঁচি দিলে সুন্নত পদ্ধতিতে উত্তর দিবে

হাদীস : ৪৪১৮ ॥ তাবেরী নাফে বলেন, এক ব্যক্তি হযরত ইবনে ওমর (রা)-এর কাছে হাঁচি দিল এবং বলল, 'আলহামদুলিল্লাহ ওয়াসসালামু আলা রাসূলিল্লাহ'। তখন ইবনে ওমর (রা) বললেন, আমি বলছি 'আলহামদু লিল্লাহ ওয়াসসালামু আলা রাসূলিল্লাহ'। তবে সুন্নত পদ্ধতি এমন নয়। বরং রাসূল (স) আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন, যেন আমরা বলি, 'আলহামদু লিল্লাহ আলা কুল্লি হালিন'। - (তিরমিযী। ইমাম তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি গরীব।)

সপ্তম অধ্যায়

হাসির গুরুত্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

রাসূল (স) মুচকি হাসি দিতেন

হাদীস : ৪৪১৯ ॥ হযরত জারীর ইবনে আবদুল্লাহ আল-বাজালী (রা) বলেন, আমি যখন থেকে ইসলাম গ্রহণ করেছি তখন থেকে রাসূল (স) আমাকে তাঁর কাছে আসতে বাধা প্রদান করেননি। আর তিনি যখনই আমাকে দেখতেন মৃদুভাবে মুচকি হাসতেন। - (বোখারী ও মুসলিম)

রাসূল (স) কখনো অট্টহাসি দেননি

হাদীস : ৪৪২০ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আমি কখনও রাসূলুল্লাহ (স)-কে এমনভাবে হাসতে দেখিনি যে, অট্টহাসিতে তাঁর মুখ গহ্বর ও কণ্ঠতালু পর্যন্ত দেখতে পাই, বরং তিনি শুধু মুচকি হাসতেন। - (বোখারী)

ফজরের নামাযের পর সূর্য উদয় না হওয়া পর্যন্ত বসে থাকা সুন্নত

হাদীস : ৪৪২১ ॥ হযরত জাবের ইবনে সামুরা (রা) বলেন, রাসূল (স) যেই জায়গায় ফজরের নামায আদায় করতেন সেই জায়গা থেকে সূর্য উদিত না হওয়া পর্যন্ত উঠতেন না। যখন সূর্য উদিত হত তখন উঠে দাঁড়াতেন। এ সময় সাহাবাগণ জাহেলী যুগের কথাবার্তা আলোচনা করতেন এবং হাসাহাসি করতেন, কিন্তু রাসূল (স) মৃদুভাবে মুচকি হাসতেন। - (মুসলিম) তিরমিযীর এক বর্ণনায় আছে, সাহাবাগণ কবিতা, হুদ ইত্যাদিও আবৃত্তি করতেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাসূল (স) অধিক মুচকি হাসি দিতেন

হাদীস : ৪৪২২ ॥ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে হারেস ইবনে জায (রা) বলেন, আমি রাসূল (স) অপেক্ষা অধিক মুচকি হাসতে কাউকেও দেখি নি। (তিরমিযী)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সাহাবাগণ একে অপরের কথায় হাসতেন

হাদীস : ৪৪২৩ ॥ হযরত কাতাদাহ (রা) বলেন, একবার হযরত ইবনে ওমর (রা)-কে জিজ্ঞেস করা হল, রাসূল (স) এর সাহাবীগণ কি হাসতেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তবে তাদের অন্তরে পাহাড়ের চাইতেও প্রকাণ্ড ঈমান ছিল। হযরত বেলাল ইবনে সাদ (রা) বলেন, আমি সাহাবীদেরকে এ অবস্থায় পেয়েছি, তারা তীরের লক্ষ্যস্থলের মধ্যে দৌড়াতে এবং একে অপরের কথাবার্তায় হাসতেন। আর যখন রাত নামত তখন তাঁরা আল্লাহর প্রতি অধিক ভীত ছিলেন।

-(শরহে সুন্নাহ)

অষ্টম অধ্যায়

নাম রাখার প্রতি গুরুত্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

আবদুল্লাহ ও আবদুর রহমান সবচে উৎকৃষ্ট নাম

হাদীস : ৪৪২৪ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমাদের নামসমূহের মধ্যে আল্লাহ তায়ালার কাছে সর্বাপেক্ষা প্রিয় নাম হলো আবদুল্লাহ ও আবদুর রহমান - (মুসলিম)

রাসূল (স)-এর উপনামে কারও নাম রাখা উচিত নয়

হাদীস : ৪৪২৫ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, একদা রাসূল (স) বাজারে ছিলেন এমন সময় জনৈক ব্যক্তি হে আবুল কাসেম! বলে ডাক দিল। তখন রাসূল (স) তার দিকে তাকালেন। তখন লোকটি বলল, আমি বরং ঐ ব্যক্তিকে ডেকেছি। অতপর রাসূল (স) বললেন, তোমরা আমার নামানুসারে নাম রাখতে পার, কিন্তু আমার কুনিয়াতে নাম রাখিও না। - (বোখারী ও মুসলিম)

রাসূল (স)-এর নামের সাথে মিলিয়ে নাম রাখা যায়

হাদীস : ৪৪২৬ ॥ হযরত জাবের (রা) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় রাসূল (স) বলেছেন, তোমরা আমার নামানুসারে নাম রাখ, কিন্তু আমার কুনিয়াত অনুসারে কুনিয়াত বা উপনাম রেখ না। কেননা, আমাকে বটনকারী হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে। অতএব, আমি তোমাদের মধ্যে বটন করে থাকি। - (বোখারী ও মুসলিম)

বরকতপূর্ণ নামগুলো রাখা উচিত নয়

হাদীস : ৪৪২৭ ॥ হযরত সামুয়া ইবনে জুনদুর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তুমি কখনও তোমার গোলামের নাম ইয়াসার, রাবাহ, নাজীহ, ও আফ্লাহ রেখ না। কারণ, যখন তুমি জিজ্ঞেস করবে, অমুক এখানে আছে? আর সে তথ্য উপস্থিত না থাকে, তখন কেউ বলবে, নেই। - মুসলিম। মুসলিমের অপর এক বর্ণনায় আছে- রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, তুমি তোমার গোলামের নাম রাবাহ, ইয়াসার, আফ্লাহ ও নাফে রেখ না।

রাসূল (স) নামের ব্যাপারে কোন বিধি-নিষেধ করেননি

হাদীস : ৪৪২৮ ॥ হযরত জাবের (রা) বলেন রাসূল (স) ইচ্ছে করেছিলেন, যে লোকদেরকে ইয়ালা, বরকত, আফ্লাহ, ইয়াসার ও নাফে এবং এ জাতীয় নাম রাখতে নিষেধ করবেন। অতপর আমি দেখলাম তিনি এতে নীরব রয়েছেন। অবশেষে তাঁর ওফাত হয়ে গেল। আর তিনি উহা থেকে নিষেধ করেননি। - (মুসলিম)

শাহানশাহ নামধারী লোকেরা হবে ঘৃণিত

হাদীস : ৪৪২৯ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালার কাছে কিয়ামতের দিন সর্বাপেক্ষা ঘৃণিত সেই নামওয়ালা ব্যক্তি, যার নাম রাখা হয়েছে শাহানশাহ (রাজাধিরাজ)। - বোখারী। আর মুসলিমের বর্ণনায় আছে- কিয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে সর্বাপেক্ষা কুপিত ও ঘৃণিত ব্যক্তি সেই হবে যার নাম শাহানশাহ রাখা হয়। কারণ, একমাত্র আল্লাহই হলেন বাদশাহ।

রাসূল (স) নাম পরিবর্তন করে দিলেন

হাদীস : ৪৪৩০ ॥ হযরত যয়নব বিনতে আবু সালমাহ (রা) বলেন, আমার নাম রাখা হয়েছিল বারু। তখন রাসূল (স) বললেন, নিজের পবিত্রতা নিজে জাহির করো না। তোমাদের মধ্যে কে পুণ্যবান তা আল্লাহ পাকই বেশি জানেন। তোমরা তার নাম রাখ যয়নব। - (মুসলিম)

রাসূল (স) নিজের জীবন নাম পরিবর্তন করলেন

হাদীস : ৪৪৩১ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, হযরত জুওয়াইবিয়ার নাম ছিল বারু। রাসূল (স) তাঁর নাম পরিবর্তন করে রেখেছেন, জুওয়াইবিয়া। কেননা, রাসূলুল্লাহ (স) ইহা পছন্দ করতেন না যে কেউ বলুক আল্লাহর রাসূল পুণ্যবতীর কাছ থেকে বের হয়ে গিয়েছেন। - (মুসলিম)

ওমর (রা)-এর মেয়ের নাম পরিবর্তন করা হলো

হাদীস : ৪৪৩২ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, হযরত ওমর (রা)-এর এক কন্যাকে আছিরা নামে ডাকা হতো। রাসূল (স) তার নাম পরিবর্তন করে রাখলেন জামিলা। - (মুসলিম)

রাসূল (স) মুনযির নাম রেখে দিলেন

হাদীস : ৪৪৩৩ ॥ হযরত সাহল ইবনে সাদ (রা) বলেন, যখন মুর্শ্বির ইবনে আবু উসাইদ জন্মগ্রহণ করলেন, তখন তাকে রাসূল (স) কাছে আনা হলো, তিনি তাকে নিজের উরুর ওপর রাখলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, এর নাম কী? উত্তরদাতা বললেন, অমুক। তখন রাসূল (স) বললেন, না এর নাম মুনযির। - (বোখারী ও মুসলিম)

কাউকেও আমার বান্দা বলে ডাকা উচিত নয়

হাদীস : ৪৪৩৪ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন কখনও আমার বান্দা বা আমার বান্দী না বলে। কেননা, তোমরা প্রত্যেকেই আল্লাহর বান্দা এবং তোমাদের সকল স্ত্রীগণ আল্লাহর বান্দী। বরং তোমাদের বলা উচিত; আমার গোলাম আমার জারিয়া, আমার খাদিম, আমার খাদেমা ইত্যাদি। আর কোন গোলাম যেন আপন মুনবকে আমার রব না বলে, বরং সে বলে, আমার সরদার। অপর এক বর্ণনায় আছে, সে যেন বলে, আমার সরদার ও আমার মাওলা। আরেক বর্ণনায় আছে, গোলাম যেন তার সরদারকে আমার মাওলা না বলে। কেননা, আল্লাহই তোমাদের মাওলা। - (মুসলিম)

কল্ব হলো মুমিনের অন্তর

হাদীস : ৪৪৩৫ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) রাসূল (স) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, তোমরা আব্দুরের জন্য করম শব্দ ব্যবহার করিও না। কেননা, করম হলো মুমিনের অন্তর। - (মুসলিম) মুসলিমের অপর এক বর্ণনায় হযরত ওয়ায়েল ইবনে হোজর (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তোমরা করম বলিও না; বরং এনাব ও হাবলা বলিও।

আব্দুরকে করম বলা ঠিক নয়

হাদীস : ৪৪৩৬ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমরা আব্দুরের নাম করম রেখ না এবং সে যুগের অনিষ্ট বাক্যও উচ্চারণ করিও না। কেননা, আল্লাহ তায়ালাই হলেন যুগ এর স্রষ্টা। - (মুসলিম)

যমানাকে গালি দেয়া উচিত নয়

হাদীস : ৪৪৩৭ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন যমানাকে গালি না দেয়। কেননা, আল্লাহই যমানা। - (মুসলিম)

অন্তরাখা খবিস হয়েছে এ কথা বলা উচিত নয়

হাদীস : ৪৪৩৮ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন না বলে আমার অন্তরাখা খবিস হয়ে গিয়েছে। বরং সে যেন বলে আমার মন খারাপ লাগছে। - (বোখারী ও মুসলিম) আর আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসটি ইউযিনী ইবনে আদম ঈমানের অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আবুল হাকাম নাম রাখা উচিত নয়

হাদীস : ৪৪৩৯ ॥ হযরত শোবাইহ ইবনে হানী (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, যখন তিনি তাঁর গোত্রের প্রতিনিধি দলের সাথে রাসূল (স)-এর খেদমতে উপস্থিত হলেন, তখন রাসূল (স) শুনেতে পেলেন যে, তার গোত্রের লোকেরা তাঁকে আবুল হাকাম উপনামে ডাকছে। তখন রাসূল (স) তাঁকে ডাকলেন এবং বললেন, হাকাম তো একমাত্র আল্লাহই এবং যাবতীয় হুকুম বা বিধান তাঁরই। সুতরাং তুমি কেন আবুল হাকাম উপনাম গ্রহণ করেছ? উত্তরে তিনি বললেন, আমার সম্প্রদায়ের লোকদের মধ্যে যখন কোন ব্যাপারে মতানৈক্য সৃষ্টি হয় তখন তারা আমার কাছে আসে এবং আমি তাদের মধ্যে যে ফয়সালা দেই উভয় পক্ষ সন্তুষ্টচিত্তে আমার ফয়সালা মেনে নেয়। তখন রাসূল (স) বললেন, তোমার এ কাজটি তো খুবই উত্তম। আচ্ছা! তোমার কোন সন্তান আছে? তিনি বললেন হ্যাঁ। শোরাইহ, মুসলিম ও আবদুল্লাহ নামে আমার তিন ছেলে আছে। রাসূল (স) জিজ্ঞেস করলেন, এদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ কে? তিনি বলেন, আমি জবাব দিলাম, শোরাইহ। তিনি বললেন, তবে তুমি আজ থেকে আবু শোরাইহ। - (আবু দাউদ, নাসাঈ)

আজদা নাম শয়তানের

হাদীস : ৪৪৪০ ॥ মাসরুক বলেন, একদা আমি হযরত ওমর (রা)-এর সাথে সাক্ষাৎ করলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কে? বললাম, আমি মাসরুক ইবনে আজদা। তখন হযরত (রা) বললেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, আজদা হলো শয়তান। - (আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ) **১৬৮০ - ১৬৮৪**

কিয়ামতের দিন পিতার নামে ডাকা হবে

হাদীস : ৪৪৪১ ॥ হযরত আবুদদারদা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে তোমাদের নাম এবং পিতার নাম ধরে ডাকা হবে। সুতরাং তোমরা নিজের ভালো নাম রাখবে। - (আহমদ ও আবু দাউদ) **১৬৮৫ - ১৬৮৬**

রাসূল (স)-এর নাম ও উপনাম এক সাথে রাখতে নিষেধ করেছেন

হাদীস : ৪৪৪২ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় রাসূল (স) তাঁর নাম ও উপনাম একমাত্র একই ব্যক্তির জন্য রাখতে নিষেধ করেছেন। যেমন, মুহাম্মদ আবুল কাসেম। - (তিরমিযী)

রাসূল (স)-এর উপনামের উপনাম রাখতে নিষেধ করেছেন

হাদীস : ৪৪৪৩ ॥ হযরত জাবের (রা) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমরা আমার নামে নাম রাখবে তখন আমার কুনিয়াতে কুনিয়াত রেখ না। - (তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ। তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি গরীব। আর আবু দাউদের বর্ণনায় আছে, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার নামে নাম রাখে সে যেন আমার কুনিয়াতে নিজের কুনিয়াত না রাখে। আর যে আমার কুনিয়াতে কুনিয়াত রাখে সে যেন আমার নামানুসারে নাম না রাখে। **[১৬৮৭] ! - ****

আবুল কাসেম নাম রাসূল (স) পছন্দ করেন নি

হাদীস : ৪৪৪৪ ॥ হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, একদা এক মহিলা এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি একটি পুত্র সন্তান জন্ম দিয়েছি এবং তার নাম মুহাম্মদ ও কুনিয়াত আবুল কাসেম রেখেছি, অতপর আমাকে বলা হয়েছে আপনি নাকি ইহা পছন্দ করেন না। তখন তিনি বললেন, কিসে আমার নাম হালাল করল আর আমার কুনিয়াত হারাম করল? অথবা তিনি বলেছেন, কিসে আমার কুনিয়াত হারাম করল আর আমার নাম হালাল করল? - (আবু দাউদ)। ইমাম মুহীউদ্দীন ইবনে হাজারি বলেছেন, হাদীসটি গরীব। **১৬৮৭ - ১৬৮৯**

রাসূল (স)-এর ইস্তেকালের পর তাঁর উপনামে নাম রাখা যাবে

হাদীস : ৪৪৪৫ ॥ মুহাম্মদ ইবনে হান্নাফিয়াহ তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে তিনি বলেছেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার ওফাতের পর যদি আমার কোন পুত্র সন্তান জন্মলাভ করে তবে কি আমি আপনার নামানুসারে তার নাম এবং আপনার কুনিয়াত নামানুসারে তার উপনাম রাখতে পারব? তিনি বললেন, হ্যাঁ। - (আবু দাউদ)

শাক-সবজির নামানুসারে নাম রাখলেন

হাদীস : ৪৪৪৬ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, একদা আমি কিছু শাক-সবজি তুলেছিলাম সুতরাং রাসূল (স) সেই সবজির নামানুসারে আমার কুনিয়াত রেখেছিলেন। - (তিরমিযী)। তিনি বলেন, এই হাদীসটি এই সূত্র ছাড়া অন্য কোন সূত্রে বর্ণিত হয়নি। তবে মাসাবীহ-এর গ্রন্থকার বলেছেন, হাদীসটি সहीহ। **হাদীস - ৯৬৮**

রাসূল (স) খারাপ নাম পরিবর্তন করলেন

হাদীস : ৪৪৪৭ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, নিশ্চয় রাসূল (স) খারাপ নাম পরিবর্তন করে দিতেন।

- (তিরমিযী)

আছরাম নাম রাখা উচিত নয়

হাদীস : ৪৪৪৮ ॥ বশীর ইবনে মায়মুন তার চাচা উসামা ইবনে আখদারী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, একদা রাসূল (স)-এর খেদমতে একদল লোক আসল। তাদের মধ্যে এমন এক ব্যক্তি আসল যাকে আছরাম বলে ডাকা হতো। রাসূল (স) তাকে জিজ্ঞেস করলেন তোমার নাম কী? সে বলল, আছরাম। তখন তিনি বললেন, বরং তুমি যুরআহ। - আবু দাউদ। এবং তিনি বলেন, রাসূল (স) আছ, আবীয, আতালাহ শয়তান, হাকাম, গোরাব, হোবাব ও শিহাব প্রভৃতি নাম পরিবর্তন করেছিলেন। আবার আবু দাউদ আরও বলেন, সংক্ষিপ্ত করার উদ্দেশ্যে আমি এগুলোর বর্ণনাসূত্র পরিহার করেছি।

যাআমু নাম ভালো নয়

হাদীস : ৪৪৪৯ ॥ হযরত আবু মাসউদ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি আবু আবদুল্লাহকে অথবা আবু মাসউদ (রা)-কে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি যাআমু শব্দ সম্পর্কে রাসূল (স)-কে কী বলতে শুনেছেন, তিনি বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, ইহা মানুষের খুবই মন্দ বাহন। - (আবু দাউদ)। এবং তিনি বলেছেন, আবু আবদুল্লাহ হলো হযরত হোয়াইফা (রা)-এর কুনিয়াত।

কথা বলার সময় সতর্ক থাকতে হয়

হাদীস : ৪৪৫০ ॥ হযরত হোয়াইফা (রা) রাসূল (স) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, যা কিছু আল্লাহ চাহেন এবং অমুক ব্যক্তি চায়, তোমরা এরূপ বাক্য বলিও না বরং বল যা কিছু আল্লাহ চাহেন অতপর অমুকে চায়। - (আহমদ ও আবু দাউদ)

মুনাফিককে সর্দার বলা উচিত নয়

হাদীস : ৪৪৫১ ॥ হযরত হোয়াইফা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) বলেছেন, তোমরা কোন মুনাফিককে সর্দার নেতা বলিও না। কেননা, যদি তোমরা তাকে নেতা হিসেবে গ্রহণ কর তা হলে তোমরা তোমাদের রবকে অসন্তুষ্ট করলে। - (আবু দাউদ)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ**হাযন নাম ভালো নয়**

হাদীস : ৪৪৫২ ॥ হযরত হামীদ ইবনে জুরাইর ইবনে শায়রা (রা) বলেন, একদা আমি হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যাব (রা)-এর কাছে বসা ছিলাম। তখন তিনি আমাকে বর্ণনা করলেন যে, তাঁরা দাদা হাযন একদিন রাসূলুল্লাহ (স)-এর খেদমতে আগমন করলেন। তখন রাসূল (স) জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নাম কী? জওয়াবে বললেন, আমার নাম 'হাযন'। রাসূল (স) বললেন, না বরং তোমার নাম 'সাহল'। তখন আমার দাদা বললেন, আমার পিতা আমার যেই নাম রেখেছেন আমি পরিবর্তন করব না। ইবনে মুসাইয়্যাব বলেন, ইহার পর থেকে আমাদের পরিবারে কঠোরতা চলে আসছে। - (বোখারী)

রাসূল (স)-এর নামানুসারে নাম রাখা যায়

হাদীস : ৪৪৫৩ ॥ হযরত আবু ওহাব যুশামী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমরা রাসূলদের নামানুসারে নাম রাখবে। আর আল্লাহ তায়ালার কাছে আবদুল্লাহ ও আবদুর রহমান নামই সর্বাপেক্ষা প্রিয়। আর অর্থ ও বাস্তবতার দিক দিয়ে হারেস ও হাম্মাম সর্বাধিক সত্য নাম এবং সবচাইতে মন্দ হরব ও যুররাহ। - (আবু দাউদ)

নবম অধ্যায়

কবিতা পাঠ ও বক্তৃতা প্রসঙ্গ

প্রথম পরিচ্ছেদ

রাসূল (স) কবিতা শুনতেন

হাদীস : ৪৪৫৪ ॥ হযরত আমর ইবনে শারীদ (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, একদিন রাসূল (স)-এর সওয়ারীর পেছনে আরোহণ করলাম। তখন তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, উমাইয়্যা ইবনে আবু সালাতের কোন কবিতা আমার জানা আছে কি? বললাম জী হ্যাঁ। তিনি বললেন, আচ্ছা শোনাও। তখন আমি তা থেকে একটি পংক্তি আবৃত্তি করলাম। এবারও তিনি বললেন, আরও শোনাও। অবশেষে আমি তাঁকে একশত পংক্তি আবৃত্তি করে শুনালাম। - (মুসলিম)

যা কিছু হয় আল্লাহর রাস্তায়ই হওয়া উচিত

হাদীস : ৪৪৫৫ ॥ হযরত জুনদুর (রা) থেকে বর্ণিত, কোন এক যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (স) উপস্থিত ছিলেন, তাতে তাঁর একটি আঙ্গুলী জখমে রক্তাক্ত হয়ে পড়ে। তখন তিনি বললেন, তুমি একটি আঙুল ছাড়া আর কিছুই নয়, তুমি রক্তাক্ত হয়েছে ঠিকই। তবে যা কিছু হয়েছে তা আল্লাহর রাস্তায় হয়েছে। - (বোখারী ও মুসলিম)

কবিতার মাধ্যমে মুশরিকদের ভৎসনা করার নির্দেশ

হাদীস : ৪৪৫৬ ॥ হযরত বারা ইবনে আযেব (রা) বলেন, রাসূল (স) বনী কুরাইযার দিন হযরত হাসসান ইবনে সাবেত (রা)-কে বললেন, তুমি মুশরিকদের ভৎসনা কর। হযরত জিবরাঈল তোমার সঙ্গে আছেন। আর রাসূল (স) হযরত হাসসানকে বলতেন, তুমি আর পক্ষ থেকে মুশরিকদের প্রতিবাদ কর। ইয়া আল্লাহ! তুমি রুহুল কুদ্স দ্বারা তার সাহায্য কর। - (বোখারী ও মুসলিম)

কুরাইশদের দুর্নামজনিত কবিতা আবৃত্তি করার উপদেশ

হাদীস : ৪৪৫৭ ॥ হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, তোমরা কুরাইশদের দুর্নামজনিত কবিতা আবৃত্তি কর। কেননা, এটা তাদের জন্য তীরের আঘাত অপেক্ষা অধিক বেদনাদায়ক। - (মুসলিম)

কবিতার দ্বারা কাফেরদেরকে নিন্দা করলে জিব্রাইল সাহায্য করেন

হাদীস : ৪৪৫৮ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে হযরত হাসসান (রা)-কে বলতে শুনেছি, তুমি যে পর্যন্ত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে মোকাবিলা করতে থাকবে সেই পর্যন্ত জিবরাঈল তোমার মদদ করতে থাকবেন। হযরত আয়েশা আরও বলেন, আমি রাসূল (স)-কে এ কথা বলতে শুনেছি, হাসসান কাফেরদের নিন্দা করে নিজেও পরিতৃপ্তি পেয়েছে এবং অপরকেও তৃপ্তি দান করেছে। - (মুসলিম)

কোন বক্তৃতা যাদুর মত কাজ করে

হাদীস : ৪৪৫৯ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, একদা পূর্বাঞ্চলের দু'জন লোক এলো এবং বক্তৃতা করল। লোকেরা তাদের বক্তৃতায় খুবই মুগ্ধ হলো। তখন রাসূল (স) বললেন, কোন কোন বক্তৃতা জাদুর মত।

- (বোখারী)

কোন কোন কবিতা ভালো

হাদীস : ৪৪৬০ ॥ হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা) বলেন রাসূল (স) বলেছেন, কোন কোন কবিতা সঠিক জ্ঞানপূর্ণ। - (বোখারী)

কথার মধ্যে অতিরঞ্জিত করা উচিত নয়

হাদীস : ৪৪৬১ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাউদ (রা) বলেন, কথায় অতিরঞ্জিতকারী ধ্বংস হয়েছে। তিনি এই বাক্যটি তিনবার বলেছেন। - (মুসলিম)

আল্লাহ ছাড়া সবকিছুই বাতিল

হাদীস : ৪৪৬২ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) রাসূল (স) বলেন, কবির কথার মধ্যে রাসূলদের কথাটিই সর্বাপেক্ষা সত্য। তার উক্তি জেনে রাখ! আল্লাহ ছাড়া সবকিছুই বাতিল। - (বোখারী ও মুসলিম)

আল্লাহ হেদায়েত না করলে হেদায়েত পাওয়া যাবে না

হাদীস : ৪৪৬৩ ॥ হযরত বারা (রা) বলেন, খন্দকের দিন রাসূল (স) নিজেও মাটি সরাচ্ছিলেন। এমনকি তাঁর বক্ষ ধূলাবৃত হয়ে গিয়েছিল। এ সময় তিনি এ ছন্দগুলো আবৃত্তি করছিলেন, আল্লাহর কসম! যদি আল্লাহ আমাদেরকে হেদায়েত দান না করতেন তবে আমরা হেদায়েত পেতাম না, আর সদকা দিতাম না, আর নামাযও পড়তাম না। সুতরাং হে আল্লাহ! আমাদের প্রতি প্রশান্তি নাযিল কর। আর যখন আমরা শত্রুর মুখোমুখি হই তখন আমাদের পাদসমূহ সুদৃঢ় রাখ। কাফেররা আমাদের ওপর সীমা লঙ্ঘন করেছে। আর যখন তারা বিপর্যয়ে নিক্ষেপ করার সংকল্প করে, তখন আমরা তা কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করি। এ চরণগুলো আবৃত্তি করবার সময় আবাইনা আবাইনা শব্দ খুব উচ্চ স্বরে বলতেন।

- (বোখারী ও মুসলিম)

পরকালের জীবন ছাড়া আর কোন জীবন নেই

হাদীস : ৪৪৬৪ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, আহ্মাদের যুদ্ধে যখন মুহাজির ও আনসারগণ পরিখা খনন করছিলেন এবং মাটি সরাচ্ছিলেন তখন তাঁরা উচ্চারণ করতে লাগলেন, আমরা তারাই যারা রাসূল (স)-এর হাতে জিহাদের জন্য বাইয়াত গ্রহণ করেছি, যে পর্যন্ত আমরা জীবিত থাকব। আর তাদের প্রতি উত্তরে রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, হে আল্লাহ! পরকালের জীবন ছাড়া আর কোন জীবনই নেই। সুতরাং তুমি আনসার মুহাজিরদের ক্ষমা করে দাও। - (বোখারী ও মুসলিম)

পূজা দ্বারা পেট ভর্তি হওয়া কবিতা থেকে উত্তম

হাদীস : ৪৪৬৫ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) রাসূল (স) থেকে বলেছেন, কোন ব্যক্তির পেট কদর্য পূজা দ্বারা পরিপূর্ণ হওয়া যা দেহকে নষ্ট করে দেয়, কবিতা অশ্লীল দ্বারা ভর্তি হওয়া অপেক্ষা উত্তম। - (বোখারী ও মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মুমিন রসনা ও তলোয়ার দিয়ে জিহাদ করে

হাদীস : ৪৪৬৬ ॥ হযরত কাব ইবনে-মালিক (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-কে জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহ তা'আলা কবিতা সম্পর্কে যা নাযিল করেছেন তা তো তিনি নাযিল করেছেন। তখন রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, মু'মিন তার তলোয়ার ও রসনা উভয়টি দ্বারা জিহাদ করে। সেই সত্তার কসম! যার হাতে আমার প্রাণ। তোমরা কাফেরদেরকে কবিতার দ্বারা এমনভাবে আঘাত কর যেভাবে তীর দ্বারা করা হয়। - শরহে সুন্নাহ। আর ইবনে আবদুল বারের ইসতিয়ার কিতাবে রয়েছে যে, তিনি আরম্ভ করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ (স) কবিতা সম্পর্কে আপনি কী আদেশ করেন? জওয়াবে তিনি বললেন, নিশ্চয় মুমিন তার তরবারি ও রসনা দ্বারা জিহাদ করে।

লজ্জা এবং কম কথা বলা ঈমানের দুটি শাখা

হাদীস : ৪৪৬৭ ॥ হযরত আবু উমামা (রা) রাসূলুল্লাহ (স) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, লজ্জা ও কম কথা বলা ঈমানের দুটি শাখা। আর অশ্লীল ও অসার কথা বলা মুনাফেকীর দু শাখা। - (তিরমিযী)

উত্তম চরিত্রের লোক রাসূল (স)-এর নিকটবর্তী

হাদীস : ৪৪৬৮ ॥ হযরত আবু সালাবা খোশানী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, কিয়ামতের দিন তোমাদের মধ্যে আমার কাছে সবচাইতে প্রিয়তম এবং আমার সর্বাপেক্ষা নিকটতম সেই ব্যক্তি হবে, যে তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম চরিত্রের অধিকারী। আর আমার কাছে সবচেয়ে ঘৃণিত এবং আমার থেকে সবচেয়ে দূরবর্তী সেই ব্যক্তি হবে, তোমাদের মধ্যে যার চরিত্র খারাপ। অর্থাৎ অহেতুক বক্বক্ব করে, ঠাট্টা-বিদ্বেষের ছলে গাল পেঁচিয়ে কথা বলে এবং কথাবার্তা নিয়ে নিজেকে বড় করে জাহির করে। - (বায়হাকী)। আর তিরমিযী হযরত জাবের (রা) থেকে অনুরূপই বর্ণনা করেছেন, আর তাঁর বর্ণনায় আছে, লোকেরা জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা তো 'সারসারুম', ও 'মুতা শাদ্বিকন'-এর অর্থ বুঝলাম, তবে 'মুতাফাইহেকুন' কারা? তিনি বললেন, যারা অহংকারী।

কিয়ামতের আলামত বর্ণনা

হাদীস : ৪৪৬৯ ॥ হযরত সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, ঐ সময় পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যে পর্যন্ত না এমন একদল লোকের আবির্ভাব হবে যারা নিজের রসনার সাহায্যে এমনভাবে ভক্ষণ করবে, যেভাবে গাভী তার মুখের সাহায্যে ভক্ষণ করে। - (আহমদ)

আল্লাহ পাক বাকচাতুর্যকে ঘৃণা করেন

হাদীস : ৪৪৭০ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত আছে রাসূল (স) বলেছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়াল মানুষের বাক-চাতুর্যকে ঘৃণা করেন যেই বাক-চাতুর্য প্রদর্শন করতে গিয়ে জিহ্বাকে এমনভাবে নাড়াতে থাকে, যেমন গরু তার জিহ্বা নাড়ায়। - (তিরমিযী ও আবু দাউদ। তিরমিযী বলেছেন, এ হাদীসটি গরীব।)

কথার সাথে কাজের মিল থাকিতে হবে

হাদীস : ৪৪৭১ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে রাতে আমার মে'রাজ হয়েছিল তখন আমি এমন একদল লোকের কাছ দিয়ে গমন করলাম যাদের জিহ্বা আঙনের কাঁচি দ্বারা কাটা হচ্ছিল। তখন আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে জিব্বারাইল! এরা কারা? তিনি বললেন, এরা আপনার উম্মতের সেই সব বক্তা, যারা এমন কথা বলত যার ওপর নিজেরা আমল করত না। - (তিরমিযী। ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি গরীব।)

যার বক্তৃতায় মানুষ সম্মোহিত হয় তার ফরয আমলও কবুল হবে না

হাদীস : ৪৪৭২ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি কথার এমন মারপ্যাচের শিক্ষা গ্রহণ করল যাতে পুরুষদের অথবা বলেছেন, মানুষদের অন্তরকে সম্মোহিত ও মুগ্ধ করতে পারে, কিয়ামতের দিন আদ্যাহ তায়াল্লা তার কোন ফরয বা নফল কবুল করবে না। - (আবু দাউদ) **যঈহু - ৯৬৯**

বক্তৃতার মধ্যে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করবে

হাদীস : ৪৪৭৩ ॥ হযরত আমর ইবনে আস (রা) একদিন বলেন, একদা এক ব্যক্তি দাঁড়াল এবং লম্বা বক্তৃতা দিল। তখন আমর বললেন, যদি সে তার বক্তৃতায় মধ্যমপন্থা অবলম্বন করত তবে খুবই ভালো হতো। আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বললেন, আমি ভালো মনে করি, অথবা বলেছেন, আমাকে আদেশ করা হয়েছে, আমি যেন কথা সংক্ষেপ করি। কেননা, সংক্ষেপ কথাই উত্তম। - (আবু দাউদ)

কোন কোন বিদ্যা মূর্খতার নামান্তর

হাদীস : ৪৪৭৪ ॥ হযরত সাখরা ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে বুরাইদা তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, কোন কোন বক্তৃতা জাদুবিশেষ। আর কোন কোন বিদ্যা মূর্খতার নামান্তর। আর কোন কোন কাব্য-কবিতা হিকমত পূর্ণ এবং কোন কোন কথা দুর্ভোগের কারণ। - (আবু দাউদ)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ **যঈহু - ৯৭০**

কবিতা আবৃত্তি করলে হযরত জিব্বারাইল (আ) সাহায্য করেন

হাদীস : ৪৪৭৫ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) হযরত হাসানানের জন্য মসজিদে নববীতে মিসর স্থাপন করতেন। তিনি তাতে দাঁড়িয়ে রাসূল (স)-এর পক্ষ থেকে গর্বের কবিতা আবৃত্তি করতেন অথবা বলেছেন, তাঁর পক্ষ থেকে মুশরিকদের প্রতিবাদমূলক কবিতা পাঠ করতেন। এবং রাসূল (স) বলতেন, নিশ্চয় আদ্যাহ তায়াল্লা রুহুল কুদস দ্বারা হাসানানকে সাহায্য করেন, যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি রাসূল (স)-এর পক্ষ থেকে প্রতিবাদ করতে থাকেন অথবা বলেছেন, গর্ব প্রকাশ করতে থাকেন। - (বোখারী)

গান পরিবেশনে নারীদের মন দুর্বল হয়

হাদীস : ৪৪৭৬ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, আনশাশা নামে রাসূল (স)-এর একজন উট চালনার গায়ক ছিল। তার কণ্ঠস্বর ছিল খুব মধুর। একদিন রাসূল (স) তাকে বললেন, হে আনশাশা! আরও ধীরে ধীরে। কাঁচগুলো ভেঙে না। হযরত কাতাদাহ (রা) বলেন, কাঁচ নারীদের দুর্বলতা। - (বোখারী ও মুসলিম)

কবিতার মধ্যে ভালো-মন্দ আছে

হাদীস : ৪৪৭৭ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, একদা রাসূল (স)-এর কাছে কবিতা সম্পর্কে আলোচনা করা হলো। তখন রাসূল (স) বললেন, এতেও এক প্রকার ভাব প্রকাশ। তবে এর ভালোটি ভালো এবং মন্দটি মন্দ। - (দারাকুতনী)। তবে ইমাম শাফে'রী তাবেয়ী উরওয়া থেকে মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

গান হলো শয়তানের কাজের অনুরূপ

হাদীস : ৪৪৭৮ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, একদা আমি রাসূল (স) এর সাথে আরজ নাম এক বস্তির মধ্যে সফর করছিলাম। এ সময় জুনৈক কবি কবিতা আবৃত্তি করতে করতে সামনে উপস্থিত হলো। তখন রাসূল (স) বললেন, এ শয়তানটিকে পাকড়াও কর। অথবা বললেন, এ শয়তানটিকে থামিয়ে দাও। অতপর বললেন, কোন ব্যক্তির উদর কবিতা দ্বারা পরিপূর্ণ হওয়া অপেক্ষা পূঁজ দ্বারা ভর্তি হওয়া অনেক উত্তম। (মুসলিম)

গান মানুষকে মুনাফেকীতে লিপ্ত করে

হাদীস : ৪৪৭৯ ॥ হযরত জাবের (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, গান মানুষের অন্তরে এমনভাবে মুনাফেকী উৎপাদন করে যেমন পানি শস্য উৎপাদন করে। - (বায়হাকী) **যঈহু - ৯৭২**

রাসূল (স) বাঁশির সুর পছন্দ করতেন না

হাদীস : ৪৪৮০ ॥ নাফে বলেন, একদা কোন এক পথে আমি হযরত ইবনে ওমর (রা)-এর সাথে ছিলাম। এ সম তিনি বাঁশীর সুর শুনতে পেলেন। তখনই তিনি নিজের দুই আঙুল দুই কানের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলেন এবং সেই রাস্তা থেকে অন্য আরেক দিকে সরে গেলেন। বহুদূর যাওয়ার পর আমাকে বললেন, হে নাফে! এখন কি তুমি কোন কিছু শুনতে পাও? আমি বললাম না। এবার তিনি উভয় কান থেকে আঙুল সরিয়ে ফেললেন। অতপর বললেন, একবার রাসূল (স)-এর সাথে ছিলাম। তখন তিনি বাঁশীর আওয়াজ শুনতে পেলেন এবং আমি যা করেছি তিনিও করলেন। নাফে বলেন, তখন আমি ছোট ছিলাম। - (আহমদ ও আবু দাউদ)

দশম অধ্যায়

গীবত ও জিহ্বার সংযমের প্রতি গুরুত্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

কাফের বলে গালি দেয়া উচিত নয়

হাদীস : ৪৪৮১ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি তার কোন মুসলমান ভাইকে কাফের বলবে তবে তা তাদের যে কোন একজনের দিকে প্রত্যাবর্তন করবে। - (বোখারী ও মুসলিম)

কাউকে ফাসেক বলবে না

হাদীস : ৪৪৮২ ॥ হযরত আবু যর গিফারী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে ফাসেক বলবে না এবং কুফরীর অপবাদও দেবে না। কেননা, যদি সে ব্যক্তি আসলে সেরূপ না হয় তবে তার অপবাদ নিজের ওপর প্রত্যাবর্তন করবে। - (বোখারী)

কাউকেও কাফের বলে ডাকা উচিত নয়

হাদীস : ৪৪৮৩ ॥ হযরত আবু যার (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি কাউকেও কাফের বলে ডাকে অথবা আল্লাহর দূশমন বলে, অথচ যাকে বলা হল, সে তা নয়, তখন উক্ত বাক্যটি তার নিজের ওপর প্রত্যাবর্তন করবে।

- (বোখারী ও মুসলিম)

যে প্রথমে গালি দেবে তার ওপরই বর্তাবে

হাদীস : ৪৪৮৪ ॥ হযরত আনাস ও আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (স) বলেছেন, এমন দুই ব্যক্তি যারা পরস্পর গাল-মন্দ করল, তখন উক্ত গালির পাপ সেই ব্যক্তির ওপরই অর্পিত হবে, যে প্রথমে গালি দিয়েছে, যে পর্যন্ত না নির্ঘাতিত ব্যক্তি সীমাতিক্রম করে। - (মুসলিম)

দুইটি বস্তুর সংশোধন করলে সে বেহেশতী

হাদীস : ৪৪৮৫ ॥ হযরত সাহল ইবনে সাদ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার কাছে তার দু চোয়াল এর মধ্যস্থিত এবং তার দু পায়ের মধ্যস্থিত বস্তুর যিহাদার হবে, তবে আমি তার জন্য বেহেশতের যিহাদার হব।

- (বোখারী)

কথার দ্বারা আল্লাহ মানুষের মর্যাদা বৃদ্ধি করেন

হাদীস : ৪৪৮৬ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, বান্দা এমন কথা বলে যাতে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি রয়েছে, অথচ সে তার গুরুত্ব জানে না, কিন্তু আল্লাহ তায়াল্লা এর দ্বারা তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন। পক্ষান্তরে বান্দা কোন সময় এমন কথাও বলে যাতে আল্লাহ তায়াল্লা সন্তুষ্টি রয়েছে, অথচ সে তার অনিষ্টতা জানে না, কিন্তু সেই কথাই তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করে। - (বোখারী) বোখারী ও মুসলিমের অপর এক বর্ণনায় আছে, এ কথাই তাকে দোযখের এতো গভীরে নিক্ষেপ করে যতটা দূরত্ব রয়েছে পূর্ব এবং পশ্চিমের মধ্যে।

মুসলমানকে হত্যা করা কুফরী, গালি দেয়া ফাসেকী

হাদীস : ৪৪৮৭ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কোন মুসলমানকে গাল-মন্দ করা ফাসেকী, আর হত্যা করা কুফরী। - (বোখারী ও মুসলিম)

কারও প্রতি অভিসম্পাত দেয়া উচিত নয়

হাদীস : ৪৪৮৮ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, কোন সিদ্ধিকের পক্ষে অধিক অভিসম্পাতকারী হওয়া সমীচীন নয়। - (মুসলিম)

লানতকারী কিয়ামতে সাক্ষ্য দিতে পারবে না

হাদীস : ৪৪৮৯ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, অধিক লানতকারী কিয়ামতের দিন সাক্ষ্যদাতা ও সুপারিশকারী থাকতে পারবে না। - (মুসলিম)

মানুষ ধ্বংস হয়েছে এ কথা বলা উচিত নয়

হাদীস : ৪৪৯০ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন কোন ব্যক্তি বলে, মানুষ ধ্বংস হয়ে গিয়েছে, তখন সে নিজেই সর্বোচ্চ বেশি ধ্বংসপ্রাপ্ত। - (মুসলিম)

দ্বিমুখী লোক সবচেয়ে খারাপ

হাদীস : ৪৪৯১ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমরা কিয়ামতের দিন সর্বাপেক্ষা মন্দ লোক ঐ ব্যক্তিকে পাবে, যে দুমুখো। সে এক মুখ নিয়ে এদের কাছে আসে এবং অপর মুখ নিয়ে অন্যের কাছে আসে।

- (বোখারী ও মুসলিম)

চোগলখোর বেহেশতে প্রবেশ করবে না

হাদীস : ৪৪৯২ ॥ হযরত হোয়াইফা (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, চোগলখোর ব্যক্তি বেহেশতে প্রবেশ করবে না। - (বোখারী ও মুসলিম। অবশ্য মুসলিমের অপর এক বর্ণনায় কান্তাতুন-এর পরিবর্তে নাম্বামুন শব্দ রয়েছে।)

সত্য পুণ্যের দিকে নেয় আর পুণ্য নেয় বেহেশতে

হাদীস : ৪৪৯৩ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমরা সত্যকে আঁকড়ে ধর। কেননা, সত্য পুণ্যের দিকে নিয়ে যায়। আর পুণ্য বেহেশতের দিকে নিয়ে যায়। আর যে ব্যক্তি সর্বদা সত্য কথা বলে এবং সত্য বলতে চেষ্টা করে, আল্লাহ তায়ালার কাছে তাকে সিদ্ধিক (সত্যবাদী) বলে লিপিবদ্ধ করা হয়। আর তোমরা মিথ্যা নিয়ে বেঁচে থাক। মিথ্যা পাপাচারের পথে নিয়ে যায় এবং পাপাচার দোষখের দিকে নিয়ে যায়। যে ব্যক্তি সর্বদা মিথ্যা কথা বলে এবং মিথ্যা বলতে চেষ্টা করে, আল্লাহ তায়ালার দরবারে তাকে কায্যাব বলে লিপিবদ্ধ করা হয়। - বোখারী ও মুসলিম। মুসলিমের অপর এক বর্ণনায় আছে, সত্যবাদিতা একটি পুণ্যময় কাজ। আর পুণ্য জান্নাতের পথে নিয়ে যায়। আর মিথ্যা হলো মহাপাপ। পাপ জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়।

মানুষের মধ্যে আপস-মীমাংসা করা ভালো কাজ

হাদীস : ৪৪৯৪ ॥ হযরত উম্মে কুলসুম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি মানুষের মধ্যে আপস-মীমাংসা করে দেয় সে মিথ্যাবাদী নয়। বস্তুত সে ভালো কথা বলে এবং উত্তম কথাই আদান-প্রদান করে। - (বোখারী ও মুসলিম)

অত্যাধিক প্রশংসা করা উচিত নয়

হাদীস : ৪৪৯৫ ॥ হযরত মিকদাদ ইবনে আসওয়াদ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমরা অত্যাধিক প্রশংসাকারীদের দেখবে তখন তাদের মুখে মাটি নিক্ষেপ করবে। - (মুসলিম)

কারও সামনে প্রশংসা করা উচিত নয়

হাদীস : ৪৪৯৬ ॥ হযরত আবু বাকরা (রা) বলেন, একদা এক ব্যক্তি রাসূল (স)-এর সামনে আর এক ব্যক্তির প্রশংসা করল। তখন রাসূল (স) বললেন, তোমার অমঙ্গল হোক। তুমি তো তোমার ভাইয়ের গলা কেটে দিলে। এ কথাটি তিনি তিনবার বললেন। তারপর বললেন, যদি তোমাদের কেউ কারও প্রশংসা করতে হয়, তখন এরূপ বলবে, আমি অমুক ব্যক্তি সম্পর্কে এরূপ ধারণা পোষণ করি। প্রকৃত অবস্থা আল্লাহই জানেন। আর এও তখন বলবে-যখন প্রকৃতভাবে বিশ্বাস করবে যে, ঐ ব্যক্তি এরূপ। আর কারও পূত-পবিত্রতা বর্ণনায় আল্লাহ তায়ালার ওপর বাড়াবাড়ি করবে না। - (বোখারী ও মুসলিম)

গীবত হলো জঘন্য পাপ

হাদীস : ৪৪৯৭ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, একদা রাসূল (স) সাহাবীদের জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি জান, গীবত কি? তারা বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল অধিক অবগত। তিনি বললেন, তোমার কোন ভাই সম্পর্কে এমন কথা বলা যা সে অপছন্দ করে। জিজ্ঞেস করা হলো, আমি যা বলি যদি আমার ভাইয়ের মধ্যে তা বিদ্যমান থাকে,

তখন আপনার কি অভিমত? তখন তিনি বললেন, তুমি যা বল তার মধ্যে তা থাকলে তুমি তার গীবত করলে, আর যদি তার মধ্যে তা না থাকে যা তুমি বল, তখন তুমি তার মিথ্যা অপবাদ রটালে। - মুসলিম। মুসলিমের অপর এক বর্ণনায় আছে, যদি তুমি তোমার ভাইয়ের ব্যাপারে এমন কিছু বল যা তার মধ্যে বর্তমান আছে, তবে তুমি তার গীবত করলে। আর যদি এমন কিছু বল যা তার মধ্যে নেই, তখন তুমি তার মিথ্যা অপবাদ রটালে।

কারও সম্পর্কে খারাপ ধারণা করা উচিত নয়

হাদীস : ৪৪৯৮ ॥ হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি রাসূল (স)-এর কাছে সাক্ষাতের অনুমতি চাইল। তখন রাসূল (স) বললেন, তোমরা তাকে অনুমতি দাও। লোকটি হল নিজ গোত্রের মন্দ ব্যক্তি। যখন সে বসল, তখন রাসূলুল্লাহ (স) হাসি-খুশি চেহারায় তার সাথে সাক্ষাৎ করলেন এবং মৃদু হাস্যে তার সাথে কথাবার্তা বললেন। অতপর লোকটি যখন চলে গেল তখন হযরত আয়েশা (রা) জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এ লোকটি সম্পর্কে প্রথমে আপনি এমন এমন উক্তি করলেন। আবার আপনি হাসি-খুশি চেহারায় মৃদুহাস্য সহকারে তার সাথে কথাবার্তাও বললেন। তখন রাসূল (স) বললেন, আচ্ছা তুমি কখন আমাকে অশ্লীলভাষী পেয়েছ? কিয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে সেই ব্যক্তিই মন্দ বলে সাব্যস্ত হবে যার অনিষ্টের ভয়ে লোকেরা তাকে পরিত্যাগ করেছে। - (বোখারী ও মুসলিম)

নিজের কুকর্ম বলে বেড়ান উচিত নয়

হাদীস : ৪৪৯৯ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যারা নিজের কৃত অপকর্ম প্রকাশ্যে বলে বেড়ায় তারা ছাড়া আমার সমস্ত উম্মত ক্ষমার অন্তর্ভুক্ত। এটা কতই না নির্লজ্জ ব্যাপার যে, কোন লোক রাতের বেলায় একটি খারাপ কাজ করল, আর আল্লাহ তায়ালা তাকে গোপন রাখলেন, অথচ ভোর হতেই সে লোক সমাজে বলে বেড়ায় যে, হে অমুক! বিগত রাতে আমি এই এই কাজ করেছি। বস্তৃত সে রাতটি এভাবে যাপন করেছিল যে, তার প্রভু তার দোষটি ঢেকে রেখেছিলেন। কিন্তু সে ভোরে আল্লাহর পর্দাটি উন্মুক্ত করে দিল। - (বোখারী ও মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মিথ্যা পরিত্যাগকারী বেহেশতে যাবে

হাদীস : ৪৫০০ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি না-হক মিথ্যা পরিত্যাগ করে তার জন্য বেহেশতের এক প্রান্তে প্রাসাদ তৈরি করা হবে এবং যে ব্যক্তি ন্যায়ের ওপর থাকবে ঝগড়াঝাটি পরিহার করে, তার জন্য বেহেশতের মধ্যস্থলে প্রাসাদ তৈরি করা হবে। আর যে ব্যক্তি নিজের চরিত্রকে উত্তমভাবে গড়ে তোলে তার জন্য বেহেশতের সর্বোচ্চ স্থানে প্রাসাদ নির্মাণ করা হবে। - তিরমিযী এবং তিনি বলেন, এ হাদীসটি হাসান। অনুরূপ শরহে সুন্নাহ এত্বেও রয়েছে। তবে মাসাবীহতে তাকে গরীব বলা হয়েছে।

খোদাভীতি ও উত্তম চরিত্র মানুষকে বেহেশতে পৌছাবে

হাদীস : ৪৫০১ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমরা কি জান! কোন জিনিস মানুষকে সবচাইতে বেশি বেহেশতে প্রবেশ করাবে? তা হলো খোদাভীতি ও উত্তম চরিত্র। তোমরা কি জান, মানুষকে কোন জিনিস সবচাইতে বেশি দোষে প্রবেশ করাবে? তা হলো দুটি ছিদ্রপথ। একটি মুখ এবং অপরটি লজ্জাস্থান।

- (তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)

কোনক্রমেই খারাপ কথা বলা উচিত নয়

হাদীস : ৪৫০২ ॥ হযরত বেলাল ইবনে হাসের (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কোন ব্যক্তি উত্তম কথা বলে, কিন্তু সে তার মর্যাদা সম্পর্কে ওয়াকিফ নয়। তার জন্য আল্লাহ তায়ালা তাঁর সাথে সাক্ষাৎ লাভের দিবস পর্যন্ত নিজের সন্তুষ্টি লিপিবদ্ধ করবেন। আর কোন ব্যক্তি মন্দ কথা বলে, কিন্তু সে জানে না যে, তা তাকে কোথায় নিয়ে পৌছাবে। তার জন্য আল্লাহ তায়ালা তাঁর সাথে সাক্ষাৎ দিবস পর্যন্ত নিজের অসন্তুষ্টি লিপিবদ্ধ করবেন। - শরহে সুন্নাহ। ইমাম মালিক, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ হাদীসটি অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

মানুষকে হাসানোর জন্য মিথ্যা বলা জায়েয নেই

হাদীস : ৪৫০৩ ॥ হযরত বাহ্য ইবনে হাকীম তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি অর্থাৎ তার দাদা বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, সেই ব্যক্তির জন্য ধ্বংস যে কথা বলে এবং জনতাকে হাসানোর জন্যে মিথ্যে বলে। তার জন্যে ধ্বংস, তার জন্যে ধ্বংস। - (আহমদ, তিরমিযী, আবু দাউদ ও দারেমী)

মানুষকে হাসানোর জন্যে মিথ্যা কথা বললে সে দোষে যাবে

হাদীস : ৪৫০৪ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কোন বান্দা এমন একটি কথা উচ্চারণ

করে, আর তাতে শুধু লোকজনকে হাসাবার উদ্দেশ্যেই বলে। ফলে এ কথার দরুন সে এতখানি দূরে নিক্ষিপ্ত হবে যতখানি দূরত্ব রয়েছে আসমান ও যমীনের মধ্যে। বহুত বান্দার পায়ের পিছলানো অপেক্ষা তার মুখের পিছলানো বেশি হয়ে থাকে। - (বায়হাকী) **১১৫২০ - ১১৭২**

নীরব ব্যক্তিই সবচেয়ে ভালো

হাদীস : ৪৫০৫ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি নীরব রয়েছে সে মুক্তি পেয়েছে। - (আহমদ, তিরমিযী, দারেমী ও বায়হাকী)

নিজের জিহ্বাকে আয়ত্তে রাখলে বেহেশতে যেতে পারবে

হাদীস : ৪৫০৬ ॥ হযরত উকবা ইবনে আমের (রা) বলেন, একদা আমি রাসূল (স)-এর সাথে সাক্ষাৎ করলাম এবং বললাম, নাজাতের উপায় কী? তিনি বললেন, নিজের জিহ্বাকে আয়ত্তে রাখ, নিজের ঘরে পড়ে থাক এবং নিজের পাপের জন্য রোদন কর। - (আহমদ ও তিরমিযী)

মানুষ ভোরে উঠলে জিহ্বা বলতে থাকে আমাকে সংযত রাখ

হাদীস : ৪৫০৭ ॥ হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রা) রাসূল (স)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, যখন আদম সন্তান ভোরে ওঠে তখন তার অঙ্গসমূহ জিহ্বাকে বিনয়ের সাথে বলে, আমাদের সম্পর্কে আল্লাহকে ভয় কর। কেননা, আমরা সবাই তোমার সাথে জড়িত। সুতরাং তুমি ঠিক থাকলে আমরাও ঠিক থাকব। আর তুমি বাঁকা হলে আমরাও বাঁকা হয়ে পড়বো। - (তিরমিযী)

নিরর্থক বস্তু পরিহার করা উচিত

হাদীস : ৪৫০৮ ॥ হযরত আলী ইবনে হোসাইন (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, মানুষের ইসলামের সৌন্দর্য হলো ঐসব কিছু পরিহার করা যা নিরর্থক। - মালিক, আহমদ ও ইবনে মাজাহ হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে এবং তিরমিযী ও বায়হাকী ও শোআবুল ইমানে আলী ও আবু হুরায়রা (রা) উভয় থেকে বর্ণনা করেছেন।

কায় ও সম্পর্কে বেহেশতের সুসংবাদ বলা উচিত নয়

হাদীস : ৪৫০৯ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, একদা সাহাবীদের মধ্যে থেকে এক ব্যক্তির মৃত্যু হলো, তখন জনৈক ব্যক্তি বললেন, তোমার বেহেশতের সুসংবাদ। তখন রাসূল (স) বললেন, তুমি জানো না, এমনও তো হতে পারে যে, সে নিরর্থক কথাবার্তা বলেছে অথবা সে এমন ব্যাপারে কার্পণ্য করেছে যা না করলেও তার কিছুই কমে যেত না। - (তিরমিযী) **১১৫২০ - ১১৭৬**

জিহ্বা হল সবচেয়ে ভয়ংকর

হাদীস : ৪৫১০ ॥ হযরত সুফিয়ান ইবনে আবদুল্লাহ মাকফী (রা) বলেন, একদা আমি আরয করলাম ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার জন্য যেই জিনিসগুলো ভয়ের কারণ বলে আপনি মনে করেন তার মধ্যে সর্বাধিক ভয়ংকর কোনটি? বর্ণনাকারী বলেন, তখন তিনি নিজের জিহ্বা ধরলেন এবং বললেন, এটিই। - (তিরমিযী। এবং তিনি একে সহীহ বলেছেন)।

মিথ্যা বললে ফেরেশতা দূরে সরে যায়

হাদীস : ৪৫১১ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন কোন বান্দা মিথ্যা বলে, তখন তার দুর্গন্ধে ফেরেশতা তার কাছ থেকে এক মাইল দূরে চলে যায়। - (তিরমিযী) **১১৫২০ - ১১৭৮**

সবচেয়ে বেশি বিশ্বাসঘাতক হলো মিথ্যাবাদী

হাদীস : ৪৫১২ ॥ হযরত সুফিয়ান ইবনে আসাদ হায়রামী (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, সবচাইতে বড় বিশ্বাসঘাতক হলো এই যে, তুমি তোমার কোন মুসলমান ভাইকে কোন কথা বল, সে তাকে সত্য বলে বিশ্বাস করে নেয়, অথচ তুমি তা মিথ্যাবাদী। - (আবু দাউদ) **১১৫২০ - ১১৭৯**

দুমুখো ব্যক্তির জিহ্বা হবে আগুনের

হাদীস : ৪৫১৩ ॥ হযরত আশ্বার (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে দ্বিমুখী, কিয়ামতের দিন তার মুখে আগুনের জিহ্বা হবে। - (দারেমী)

মুমিন ব্যক্তি অশ্লীল গালমন্দকারী হতে পারে না

হাদীস : ৪৫১৪ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, মুমিন ব্যক্তি ভর্ৎসনাকারী, অভিসম্পাতকারী, অশ্লীল গাল-মন্দকারী ও নির্লজ্জ হতে পারে না। - তিরমিযী ও বায়হাকী। বায়হাকীর অপর এক বর্ণনায় আছে, অশ্লীল ও বেহায়াপনাপূর্ণ আচরণকারী হতে পারে না। - (ইমাম তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি গরীব)।

কোন ঈমানদার অভিসম্পাত দিতে পারে না

হাদীস : ৪৫১৫ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কোন ঈমানদার ব্যক্তি অভিসম্পাতকারী হতে পারে না। অপর এক বর্ণনায় আছে, কোন ঈমানদারের পক্ষে অভিসম্পাতকারী হওয়া সমীচীন নয়।

- (তিরমিযী)

আল্লাহর গযব পড়বে এ কথা বলা উচিত নয়

হাদীস : ৪৫১৬ ॥ হযরত সামুরা ইবনে জুন্ব (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমরা পরস্পর এভাবে অভিসম্পাত করবে না, তোমার ওপর আল্লাহর লানৎ/ আল্লাহর অভিসম্পাত পতিত হোক এবং তুমি দোযখে প্রবেশ কর, এভাবে বদ-দোআ করবে না। অপর এক বর্ণনায় আছে, তোমাকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হউক এ বলে বদ-দোয়া করবে না। - (তিরমিযী)

লানৎ করলে আকাশের দরজা বন্ধ হয়ে যায়

হাদীস : ৪৫১৭ ॥ হযরত আবদদারদা (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, যখন বান্দা কোন জিনিসের ওপর লানৎ করে তখন উক্ত লানৎ বাক্যটি আকাশের দিকে উঠে যায়। কিন্তু তার জন্য আকাশের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেয়া হয়। অতপর উহা যমিনের দিকে অবতীর্ণ হয় এবং এখানের দরজাসমূহও বন্ধ করে দেয়া হয়। তারপর ডান দিকে ও বাম দিকে যায়। আর যখন সেখানেও কোন স্থান পায় না তখন তার দিকে প্রত্যাবর্তন করে যার ওপর লানৎ করা হয়েছে, যদি সে লানতের উপযোগী হয়, অন্যথায় লানৎকারীর দিকেই ফিরে আসে। - (আবু দাউদ)

যা লানতের উপযোগী নয় তাকে লানৎ করা জায়েয নেই

হাদীস : ৪৫১৮ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, একদা বাতাসে এক ব্যক্তির চাদর উড়িয়ে নিল, তখন সে তাকে লানৎ করল। এ কথা শুনে রাসূল (স) বললেন, বাতাসকে লানৎ করো না। কেননা, তা তো আদিষ্ট। বস্তুত যে ব্যক্তি এমন কিছুকে লানৎ করল যা লানতের উপযোগী নয়, তবে ঐ লানৎ তার প্রতি ফিরে আসবে। - (তিরমিযী ও আবু দাউদ)

একজনের মন্দ কথা বলে অন্যের মনে খারাপ ধারণা সৃষ্টি করা উচিত নয়

হাদীস : ৪৫১৯ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমার সাহাবীদের মধ্যে কেউ কারও কোন মন্দ কথা আমাকে পৌছাবে না। কেননা, আমি এটাই ভালোবাসি যে, আমি তোমাদের কাছে এমন অবস্থায় উপস্থিত হই যে, তখন আমার অন্তর পরিষ্কার ও স্বচ্ছ থাকবে। - (আবু দাউদ) যহুফ - ১৮৮

কারো সম্পর্কে কুটনামী করা উচিত নয়

হাদীস : ৪৫২০ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বললাম, সাফিয়া, সম্পর্কে আপনাকে এটুকু বলাই যথেষ্ট যে, সে এরূপ এরূপ। তিনি এর দ্বারা বুঝাতে চাইছিলেন যে, তিনি বেঁটে। রাসূল (স) বললেন, যদি তোমার এ কথাতে সমুদ্রের সাথে মিশিয়ে দেয়া হয় তবে তা সমুদ্রের রং পরিবর্তন করে দেবে।

- (আহমদ, তিরমিযী ও আবু দাউদ)

নির্লজ্জতা কোন জিনিসকে কলুষিত করে

হাদীস : ৪৫২১ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কোন জিনিসে নির্লজ্জতা তাকে কলুষিত করে। আর কোন জিনিসে লাজুকতা তাকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে। - (তিরমিযী)

কাউকে লজ্জা দেয়া উচিত নয়

হাদীস : ৪৫২২ ॥ হযরত খালেদ ইবনে মাদান হযরত মুয়ায (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি তার মুসলমান ভাইকে কোন অপরাধের জন্য লজ্জা দেয়, সেই লজ্জাদাতা উক্ত অপরাধটি না করা পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করবে না। অর্থাৎ ঐ অপরাধের ওপর তিরস্কার করে যা থেকে সে তওবা করেছে, উক্ত অপরাধটি না করা পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করবে না। - তিরমিযী। ইমাম তিরমিযী বলেন, এ হাদীসটি গরীব। এর সনদ মুত্তাসিল নয়। কেননা খালেদ ইবনে মাদান বর্ণনাকারী সাহাবী হযরত মুয়ায ইবনে জাবালের সাক্ষাৎ লাভ করেননি।

মানুষের বিপদ দেখে আনন্দিত হওয়া উচিত নয়

হাদীস : ৪৫২৩ ॥ হযরত ওয়াসিলা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তুমি তোমার কোন মুসলমান ভাইকে বিপদগ্রস্ত দেখে আনন্দ প্রকাশ করিও না। এমনও হতে পারে, আল্লাহ তায়ালা তার প্রতি অনুগ্রহ করবেন এবং তোমাকে সেই বিপদে ফেলবেন। - (তিরমিযী। এবং তিনি বলেন, হাদীসটি হাসান ও গরীব) যহুফ - ১৭৮

রাসূল (স) বলেছেন তিনি কাউকেও বিদ্রূপ করা পছন্দ করেন না

হাদীস : ৪৫২৪ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমি কারও বিদ্রূপ বা অনুরূপ আচরণ করা পছন্দ করি না, যদিও আমার জন্য এরূপ হয়। - (তিরমিযী তিনি বলেছেন হাদীসটি সহীহ)।

মুর্খ বেদুঈনের দোয়ার ব্যাপারে রাসূল (স)-এর বক্তব্য

হাদীস : ৪৫২৫ ॥ হযরত জুন্বু (রা) বলেন, একদা এক বেদুঈন এসে তাঁর উট বসিয়ে তাকে বাঁধলেন। তারপর মসজিদে প্রবেশ করে রাসূলুল্লাহ (স)-এর পেছনে নামায আদায় করলেন। নামাযের সালাম ফিরানোর পর সওয়ারীর কাছে এসে তার বাঁধন খুলল। অতপর উটের পিঠে আরোহণ করে সশব্দে বলল, হে আল্লাহ! আমার প্রতি এবং মুহাম্মদ (স)-এর প্রতি রহম করো, কিন্তু আমাদের প্রতি রহমতে কাউকেও শামিল করো না। একথা শুনে রাসূল (স) বললেন, তোমাদের কি ধারণা? এই বেদুঈন লোকটি বেশি মুর্খ না কি তার উটটি? তোমরা কি শুনি সে কি বলল? সকলে উত্তর দিলেন, জি হ্যাঁ, শুনেছি। - (আবু দাউদ। হযরত আবু হুরায়রা কর্তৃক বর্ণিত كفى بالمرء كذبا الخ হাদীসটি باب الاعتصام এর প্রথম পরিচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে। ৫২৫০ - ১৭৭১)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ফাসেক ব্যক্তির প্রশংসা করলে আল্লাহ নারাজ হন

হাদীস : ৪৫২৬ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন কোন ফাসেক ব্যক্তির প্রশংসা করা হয় তখন আল্লাহ তায়ালা রাগান্বিত হন এবং তজ্জনা আল্লাহর আরশ কেঁপে ওঠে। - (বায়হাকী) ৫২৫০ - ১৬৮০

মুমিন এর স্বভাবে খেয়ানত আচরণ থাকতে পারে না

হাদীস : ৪৫২৭ ॥ হযরত আবু উমামা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, মুমিনের স্বভাবে খেয়ানত এবং মিথ্যাচারিতা ছাড়া সকল ধরণের আচরণ থাকতে পারে। - আহমদ। আর বায়হাকী শোআবুল ইমানে হযরত সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস থেকে বর্ণনা করেছেন। ৫২৫০ - ১৬৮১

মুমিন মিথ্যাবাদী হতে পারে না

হাদীস : ৪৫২৮ ॥ হযরত সাফওয়ান ইবনে সুলাইম (রা) থেকে বর্ণিত আছে, একদা রাসূল (স)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, মুমিন কি ভীরা হতে পারে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তাঁকে আরও জিজ্ঞেস করা হলো, মুমিন কি কৃপণ হতে পারে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আবার জিজ্ঞেস করা হলো, মুমিন কি মিথ্যাবাদী হতে পারে? তিনি বললেন, না। - মালিক। আর বায়হাকী শোআবুল ইমানে মুরসালরূপে। ৫২৫০ - ১৬৮২

শয়তান মানুষের মধ্যে এসে মিথ্যা কথা বলে

হাদীস : ৪৫২৯ ॥ হযরত ইবনে উমর (রা) বলেন, শয়তান মানুষের আকৃতি ধারণ করে কোন সম্প্রদায়ের কাছে আসে এবং মিথ্যা কথা বলে। যখন সেই লোকজন ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় তখন তাদের মধ্য হতে কেউ বলে, আমি এ কথা এক ব্যক্তিকে বলতে শুনেছি, তার চেহারা চিনি। কিন্তু তার নাম জানি না। - (মুসলিম)

অসৎ সঙ্গের চেয়ে নিঃসঙ্গ অনেক ভালো

হাদীস : ৪৫৩০ ॥ হযরত ইমরান ইবনে হিযান (র) বলেন, একদা আমি হযরত আবু যর (রা)-এর কাছে এলাম এবং তাঁকে একখানা কালো চাদর জড়ানো অবস্থায় একাকী মসজিদে পাইলাম। তখন বললাম, হে আবু যর! এ একাকিত্ব কীরূপ? তিনি বললেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, অসৎসঙ্গ অপেক্ষা একাকী থাকা অধিক উত্তম এবং একাকী বসে থাকার চাইতে সৎসঙ্গ উত্তম। নিশ্চূপ থাকা থেকে ভালো কথা শিক্ষা দেয়া উত্তম এবং খারাপ কিছু শিক্ষা দেয়া অপেক্ষা নীরব থাকা উত্তম। ৫২৫০ - ১৬৮৩

নীরবতা পালন করা ইবাদতের তুল্য

হাদীস : ৪৫৩১ ॥ হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, কোন ব্যক্তির নীরবতার ওপর কায়েম থাকা ষাট বছরের নফল এবাদত থেকেও উত্তম। ৫২৫০ - ১৬৮৪

খোদাভীতি সবচেয়ে বড় উপদেশ

হাদীস : ৪৫৩২ ॥ হযরত আবু যর (রা) বলেন, একদা আমি রাসূল (স)-এর খেদমতে উপস্থিত হলাম, অতপর তিনি দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করলেন। শেষ পর্যায়ে আমি আরম্ভ করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে কিছু উপদেশ দিন। তিনি বললেন, আমি তোমাকে খোদা-ভীতির উপদেশ দিতেছি, এ তোমার যাবতীয় কাজকে অধিক সৌন্দর্যমণ্ডিত করবে। আমি বললাম আরও অধিক কিছু বলুন। তিনি বললেন, কোরআন তেলাওয়াত ও মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তায়ালায় যিকরকে নিজের জন্য বাধ্যতামূলক করে নাও। এটা তোমার জন্য উর্ধ্ব আকাশে স্মরণযোগ্য এবং পৃথিবীতে তোমার জন্য আলো

হবে। আমি পুনরায় বললাম, আরও অধিক কিছু বলুন। তিনি বললেন, নীরবতা দীর্ঘ কর। কেননা, এ শয়তানকে দূরে সরিয়ে দেবে এবং ধীনি কাজে তোমার সহায়ক হবে। আমি আরও বললাম, আরও অধিক কিছু বলুন। তিনি বললেন, অধিক হাসা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখ। কেননা, এ অন্তরকে মেরে ফেলে এবং চেহারার জ্যোতি বিদূরিত করে দেয়। আমি আরও বললাম, আরও অধিক কিছু বলুন। তিনি বললেন, ন্যায় কথা বল, যদিও তা কারও কাছে তিক্ত হয়। আরও বললাম, আরও কিছু বলুন। তিনি বললেন, আল্লাহর রাস্তায় কাজ করতে কোন নিন্দাকারীর নিন্দাকে ভয় কর না। আরও বললাম, আরও অধিক কিছু বলুন। তিনি বললেন, নিজের মধ্যে যে দোষ-ত্রুটি তুমি জান তা যেন তোমাকে অন্য লোকের দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করা থেকে বিরত রাখে। **যাইন - ১৮৫**

সচ্চরিত্রতা ও দীর্ঘ নীরবতা সবচেয়ে উত্তম আমল

হাদীস : ৪৫৩৩ ॥ হযরত আনাস (রা) রাসূল (স) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, হে আবু যর! আমি কি তোমাকে এমন দুটি স্বভাবের কথা বলে দেব না, যা বহন করা খুবই সহজ এবং মাপের পাল্লায় অতীব ভারী? আমি বললাম, জি হ্যাঁ, বলুন। তিনি বললেন, দীর্ঘ নীরবতা ও সচ্চরিত্রতা। সেই সত্তার কসম! যার হাতে আমার প্রাণ, বান্দার এই দুটি কাজের মত উত্তম কাজ আর নেই।

সিদ্দিক ভর্ৎসনাকারী হতে পারে না

হাদীস : ৪৫৩৪ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, একদা রাসূল (স) হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা)-এর কাছে দিয়ে গমন করলেন। এ সময় তিনি নিজের একটি গোলামকে ভর্ৎসনা করছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (স) তাঁর দিকে তাকালেন এবং বললেন, ভর্ৎসনাকারীও আবার সিদ্দিকও? কাবা ঘরের রবের কসম! একই ব্যক্তির মধ্যে এ দুই স্বভাব একত্রিত হতে পারে না। হযরত আবু বকর (রা) সেই দিনই কিছু গোলাম আয়াদ করে দিলেন। অতপর রাসূলুল্লাহ (স)-এর খেদমতে এসে বললেন, আমি ভবিষ্যতে এ রকম কাজ আর করব না। - উপরোক্ত পাঁচটি হাদীস বায়হাকী শোআবুল ইমানে বর্ণনা করেন।

জিহ্বা মানুষকে ধ্বংস করে

হাদীস : ৪৫৩৫ ॥ আসলাম (রা) বলেন, একদা হযরত ওমর (রা) হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা)-এর কাছে গেলেন, তখন তিনি নিজের জিহ্বা টানছিলেন, হযরত ওমর (রা) বললেন, এটাই আমাকে ধ্বংসের স্থানসমূহে অবতীর্ণ করেছে। - (মালিক)

ছয়টি জিনিস থেকে বেঁচে থাকলে বেহেশতী

হাদীস : ৪৫৩৬ ॥ হযরত উবাদাহ ইবনে সামেত (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, তোমরা নিজেদের পক্ষ থেকে আমাকে ছয়টি বিষয়ের জামানত দাও, আমি তোমাদের জন্য বেহেশতের জামিন হব। ১। তোমরা যখন কথাবার্তা বল তখন সত্য বলবে। ২। যখন ওয়াদা কর তা পূর্ণ করবে। ৩। যখন তোমাদের কাছে আমানত রাখা হয় তা আদায় করবে। ৪। নিজেদের লজ্জাস্থানকে হেফাজতে রাখবে। ৫। আপন দৃষ্টিকে অবনীত রাখবে এবং ৬। আপন হস্তকে অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখবে। - (আহমদ ও বায়হাকী)

আল্লাহর উত্তম ও নিকৃষ্ট বান্দা


হাদীস : ৪৫৩৭ ॥ হযরত আবদুর রহমান ইবনে গনম ও আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, তারাই আল্লাহর উত্তম বান্দা, যাদেরকে দেখলে আল্লাহর স্মরণ হয়। পক্ষান্তরে তারাই আল্লাহর নিকৃষ্ট বান্দা যারা চোগলখোরী করে বেড়ায়। বন্ধুদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে এবং পূত-পবিত্র লোকদের প্রতি অপবাদজনিত প্রয়াস পায়। আহমদ ও বায়হাকী শোআবুল ইমানে। **যাইন - ১৮৬**

গীবত করলে রোযা নষ্ট হয়ে যায়

হাদীস : ৪৫৩৮ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, একদা দু জন লোক যোহর অথবা আসরের নামায আদায় করল এবং তারা উভয়েই ছিল রোযাদার। রাসূল (স) নামায সমাপন করে বললেন, তোমরা উভয়েরই যাও, আবার অযু কর ও নামায পড় এবং তোমাদের রোযা পূর্ণ করে অন্য কোন দিন তা কাযা কর। তারা জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তিনি বললেন, তোমরা অমুক ব্যক্তির গীবত করেছ। - (বায়হাকী) **যাইন - ১৮৭**

গীবত ব্যভিচার থেকেও জঘন্য

হাদীস : ৪৫৩৯ ॥ হযরত আবু সাঈদ ও জাবের (রা) তাঁরা উভয়ে বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, গীবত ব্যভিচার থেকেও জঘন্য। সাহাবীরা আরও বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! গীবত কীভাবে ব্যভিচার হতে জঘন্য? তিনি বললেন, কোন ব্যক্তি ব্যভিচার করে, অতপর তওবা করে, আল্লাহ তায়ালা তার তওবা কবুল করেন। অপর এক বর্ণনায় আছে, অতপর

সে তওবা করে, ফলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন। কিন্তু গীবতকারীকে আল্লাহ তায়ালা ক্ষমা করেন না। যে পর্যন্ত না যার গীবত করা হয়েছে, সে ক্ষমা করে দেয়। হযরত আনাস (রা)-এর বর্ণনায় আছে, রাসূল (স) বলেছেন, যিনাকারী তওবা করে, কিন্তু গীবতকারী তওবা নেই। - (বায়হাকী) **হাফিয - ১১৮৮** 

যার গীবত করবে তার মাগফেরাত কামনা করতে হয়

হাদীস : ৪৫৪০ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, গীবতের কাফ্ফারা হলো যার গীবত তুমি করেছ তার জন্যে তুমি মাগফিরাত কামনা কর। এভাবে বলবে- হে আল্লাহ! আমাদেরকে এবং তাকে ক্ষমা কর। - (বায়হাকী, তিনি তাঁর দাওয়াতুল কবীর গ্রন্থে বলেছেন, হাদীসটি সনদ সূত্র ঠিক) **হাফিয - ১১৮৯**

একাদশ অধ্যায় অঙ্গীকার বা প্রতিশ্রুতি

প্রথম পরিচ্ছেদ

রাসূল (স)-এর ঋণ পরিশোধ করলেন আবু বকর (রা)

হাদীস : ৪৫৪১ ॥ হযরত জাবের (রা) বলেন, যখন রাসূল (স) ইন্তেকাল করলেন এবং আবু বকর (রা)-এর কাছে হযরত আলা ইবনে হাযরামী (রা)-এর তরফ থেকে মালামাল এল, তখন হযরত আবু বকর (রা) বললেন, রাসূল (স)-এর উপর যদি কারও ঋণ থাকে অথবা কারও সাথে তাঁর পক্ষ থেকে কোন ওয়াদা থাকে তবে তারা যেন আমার কাছে আসে। হযরত জাবের (রা) বলেন, আমি বললাম, রাসূল (স) আমাকে ওয়াদা দিয়েছিলেন যে, আমাকে এতগুলো, এতগুলো দেবেন। অর্থাৎ, তিনি তিনবার হস্তদ্বয় প্রসারিত করেছিলেন। জাবের (রা) বলেন, অতপর আবু বকর (রা) আমাকে এক অঞ্জলি দিলেন, আমি শুনে দেখলাম ভাতে পাঁচশত দিরহাম রয়েছে। তখন তিনি বললেন, এ পরিমাণ আরও দুবার লও। - (বোখারী ও মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মৃত্যুর পূর্বে রাসূল (স)-এর চুল কিছুটা সাদা হয়েছিল

হাদীস : ৪৫৪২ ॥ হযরত আবু জাহাইফা (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে দেখেছি, তিনি ছিলেন, ফর্সা, তার চুলে কিছুটা শুভ্রতা দেখা দিয়েছিল। আর হাসান ইবনে আলী (রা) ছিলেন তাঁর সাদৃশ্য। আর তিনি আমাদেরকে তেরটি জোয়ান উট প্রদান করতে আদেশ করেছিলেন। পরে একসময় আমরা সেইগুলো আনতে গেলে আমাদের কাছে তাঁর ওফাতের সংবাদ পৌঁছাল। সুতরাং তখন আর আমাদেরকে কিছুই দেয়া হলো না। অতপর যখন হযরত আবু বকর (রা)-এর কাছে যার কোন প্রতিশ্রুতি রয়েছে, সে যেন আমার কাছে আসে। বর্ণনাকারী বলেন, তখন আমি দাঁড়লাম এবং কথটি জানালাম। অতপর তিনি আমাদেরকে তা প্রদান করতে নির্দেশ দিলেন।

ওয়াদা করলে তিন দিন এক জায়গায় অবস্থান করতে হয়

হাদীস : ৪৫৪৩ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবু হাস্মা (রা) বলেন, রাসূল (স)-এর নব্বয়তপ্রাপ্তির আগে আমি তাঁর কাছে থেকে কিছু খরিদ করেছিলাম, যার কিছু মূল্য পরিশোধ আমার ওপর বাকি রয়ে গিয়েছিল। আমি তাঁকে কথা দিলাম যে, তা এ স্থানে নিয়ে আসছি। কিন্তু আমি ভুলে গেলাম। তিন দিন পর আমার স্মরণ হলো। এসে দেখলাম তিনি উক্ত স্থানেই আছেন। অতপর বললেন, তুমি আমাকে তো কষ্টে ফেলেছিলে, আমি তিন দিন যাবৎ এ স্থানে তোমারই অপেক্ষা করছি। - (আবু দাউদ) **হাফিয - ১১৯০**

যদি নিয়ত থাকে বিশেষ অসুবিধার কারণে সম্ভব না হলে গোনাহ হবে না

হাদীস : ৪৫৪৪ ॥ হযরত যার্বদ ইবনে আরকমা (রা) রাসূল (স) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, যখন কোন ব্যক্তি তার কোন মুসলমান ভাইকে কোন বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দেয় এবং নিয়ত রাখে যে, তা পূরণ করবে। কিন্তু পরে কোন কারণে তা পূরণ করতে পারেনি। এবং যথাসময়ে এসে ওয়াদা রক্ষা করতে পারল না, এতে তার কোন গোনাহ হবে না। **হাফিয - ১১৯১**

-(আবু দাউদ ও তিরমিযী)।

ওয়াদা করে তা রক্ষা না করলে গোনাহ হয়

হাদীস : ৪৫৪৫ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমের (রা) বলেন, একদা আমার মা আমাকে ডাকলেন, তখন রাসূল (স) আমাদের ঘরে বসেছিলেন। মা আমাকে বললেন, এদিকে এস, আমি তোমাকে একটি জিনিস দেব। তখন রাসূল

(স) আমার মাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি তাকে কী দিতে ইচ্ছে করেছ? বললেন, আমি তাকে একটি খেজুর দিতে ইচ্ছে করেছি। তখন রাসূল (স) তাকে বললেন, জেনে রাখ! যদি তুমি তাকে তা না দিতে, তবে তোমার আমলনামায় একটি মিথ্যা লেখা হত। (আবু দাউদ ও বায়হাকী শোআবুল ইমানে)।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নামাযের উদ্দেশ্যে ওয়াদা ভঙ্গ করলে গোনাহ হবে না

হাদীস : ৪৫৪৬ ॥ হযরত য়ায়েদ ইবনে আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বললেন, যদি কোন ব্যক্তি আসবে বলে কোন এক লোকের সাথে ওয়াদা করে থাকে, এর পর অপর ব্যক্তি সে স্থানে নামাযের সময় পর্যন্ত আসেনি। আর এ লোকটি নামাযের উদ্দেশ্যে চলে গেল, এমতাবস্থায় তার কোন গোনাহ হবে না। - (রযীন)

দ্বাদশ অধ্যায়

হাসি-ঠাটা ও কৌতুক

প্রথম পরিচ্ছেদ

রাসূল (স) হাসি-তামাশা করতেন

হাদীস : ৪৫৪৭ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) আমাদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা রাখতেন। এমনকি একদিন আমার ছোট ভাইকে বললেন, হে আবু উমাইর! তোমার ছোট বুলবুলিটির কী হলো? তার একটি ছোট বুলবুলি পাখি ছিল তার সাথে সে খেলা করত যা মারা গিয়েছিল। - (বোখারী ও মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সত্য কৌতুক করা যায়

হাদীস : ৪৫৪৮ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, একদা সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি আমাদের সাথে কৌতুকময় কথাবার্তা বলেন। তিনি বললেন, হ্যাঁ, তবে আমি যা বলি সত্যই বলে থাকি। - (তিরমিযী)

উষ্ট্রীই বাচ্চা প্রসব করে থাকে

হাদীস : ৪৫৪৯ ॥ হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তি রাসূল (স)-এর কাছে একটি সওয়ারী চাইল। তখন তিনি বললেন, আচ্ছা, আমি তোমাকে আরোহণের জন্য একটি উষ্ট্রীর বাচ্চা প্রদান করব। তখন সে বলল, উষ্ট্রীর বাচ্চা দিয়ে কী করব? জবাবে রাসূল (স) বললেন, উট তো উষ্ট্রীই প্রসব করে। - (তিরমিযী ও আবু দাউদ)

রাসূল (স) দু কানওয়ালা বলে ডাক দিতেন

হাদীস : ৪৫৫০ ॥ হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, একদা রাসূল (স) তাকে লক্ষ্য করে বললেন, ওহে! দু কানওয়ালা। - (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

বেহেশতে যুবক-যুবতী প্রবেশ করবে

হাদীস : ৪৫৫১ ॥ হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, একদা রাসূল (স) জনৈক বৃদ্ধা মহিলাকে বললেন, কোন বৃদ্ধা বেহেশতে প্রবেশ করবে না। তখন বৃদ্ধা জিজ্ঞেস করল, তাদের কী হয়েছে? উক্ত বৃদ্ধাটি কোরআন পড়ছিল। তখন রাসূল (স) বললেন, তুমি কি কুরআন মজীদে এ আয়াত পাঠ করনি।

انا انشانهن انشاء فجعلنا هن ابقارا

অর্থ : আমরা তাদেরকে (মহিলাদেরকে) বেহেশতের মধ্যে দ্বিতীয়বার পয়দা করব এবং তাদেরকে কুমারী বানাব। - রযীন। শরহে সুন্নাহ কিভাবে মাসাবীহ শব্দ অনুযায়ী বর্ণনা করা হয়েছে।

কুৎসিত হাবশীও রাসূল (স)-এর কাছে ছিল

হাদীস : ৪৫৫২ ॥ হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, যাহের ইবনে হারাম নামক একজন বেদুঈন রাসূল (স)-এর জন্য মফস্বল থেকে হাদিয়া আসত। আর যখন সে যাওয়ার ইচ্ছে করত তখন রাসূল (স) তাকে কিছু শহরের জিনিসপত্র দিতেন। রাসূল (স) বললেন, যাহের আমাদের গ্রাম আর আমরা তার শহর। রাসূল (স) তাকে খুবই ভালোবাসতেন। অবশ্য সে ছিল কুৎসিত। একদা রাসূল (স) বাজারে আসলেন, এ সময় যাহের তার পণ্য বিক্রয় করছিল। তখন রাসূল (স) তার পেছন থেকে জড়িয়ে ধরলেন। সে রাসূল (স)-কে দেখছিল না। তখন যাহের বলে উঠল ইনি কে? আমাকে ছেড়ে দিন। অতপর সে আড়চোখে তাকিয়ে রাসূল (স)-কে চিনতে পারল। তখন তার পিঠ রাসূল (স)-এর বুকের সাথে

লাগিয়ে রাখতে কসূর করল না। এদিকে রাসূল (স) বলতে লাগল এ গোলমালটি কে খরিদ করবে? তখন সে বলল ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহর কসম! আপনি আমাকে সস্তার বস্তু হিসেবে পেলেন? তখন রাসূল (স) বললেন, কিন্তু তুমি আল্লাহর কাছে সস্তার বস্তু নও। - (শরহে সুন্নাহ)

রাসূল (স)-এর সাথে এক সাহাবী কৌতুক করলেন

হাদীস : ৪৫৫৩ ॥ হযরত আওফ ইবনে মালিক আশজারী বলেন, তাবুকের যুদ্ধের সময় আমি রাসূল (স)-এর কাছে এলাম, তখন তিনি একটি চামড়ার তাঁবুর মধ্যে ছিলেন। আমি সালাম করলাম। তিনি আমার সালামের জওয়াব দিলেন এবং বললেন, ভেতরে এস। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি কি আমার গোটা শরীরটি নিয়েই প্রবেশ করব? তিনি বললেন, ইয়া, তোমার গোটা শরীরটি নিয়েই। অতপর আমি প্রবেশ করলাম। এ হাদীসের অধস্তন রাবী উসমান ইবনে আবুল আতেকা বলেন, তাঁবুটি অতি ছোট হওয়ার কারণে বর্ণনাকারী আওফ ইবনে মালিক কৌতুকচ্ছলে বলেছিলেন, আমি কি আমার গোটা শরীরটি নিয়েই প্রবেশ করব? - (আবু দাউদ)

স্বামী-স্ত্রীর বিবাদ দ্রুত মীমাংসা করা উচিত

হাদীস : ৪৫৫৪ ॥ হযরত নোমান ইবনে বশীর (রা) বলেন, একদা হযরত আবু বকর (রা) রাসূল (স)-এর গৃহে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। এ সময় তিনি হযরত আয়েশা (রা)-এর উচকণ্ঠ শুনতে পেলেন। ভেতরে প্রবেশ করে তিনি হযরত আয়েশাকে ধরে তাঁকে চড় মারার জন্য উদ্যত হলেন এবং বললেন, সাবধান! ভবিষ্যতে যেন আর কখনও রাসূল (স) তাকে বাধা দিয়েছিলেন। অতপর আবু বকর (রা)-এর সামনে তাকে উচ্চৈশ্বরে কথা বলতে না দেখি। তখন রাসূল (স) তাকে বাধা দিয়েছিলেন। অতপর আবু বকর রাগান্বিত অবস্থায় বের হয়ে গেলেন। যখন আবু বকর (রা) বের হয়ে গেলেন তখন রাসূল (স) স্ত্রী আয়েশাকে বললেন, তুমি দেখলে, এ ব্যক্তির হাত থেকে আমি তোমাকে কিভাবে বাঁচলাম? বর্ণনাকারী বলেন, এ ঘটনার পর কয়েক দিন যাবৎ আবু বকর (রা) রাসূল (স)-এর বাড়ীতে আসা থেকে বিরত রইলেন। অতপর একদিন আবু বকর (রা) প্রবেশের অনুমতি চাইলেন এবং প্রবেশ করে দেখলেন, তাদের উভয়ের মধ্যে আপসের মধ্যে শরীক করে নাও, যেমন তোমাদের লড়াইয়ের মধ্যে শরীক করেছিল। উত্তরে রাসূল (স) বললেন, আমরা তাই করলাম। আমরা তাই করলাম। - (আবু দাউদ)

ঝগড়া বিবাদ করা ইসলামে নিষেধ

হাদীস : ৪৫৫৫ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, তোমরা কোন মুসলমান ভাইয়ের সাথে ঝগড়া-বিবাদ করবে না, ঠাট্টা করবে না এবং এমন ওয়াদা করবে না যা রক্ষা করতে পারবে না। - (তিরমিযী এবং তিনি বলেছেন, হাদীসটি গরীব)।

যঈন - ৯৯২

ত্রয়োদশ অধ্যায়

অহংকার এবং পক্ষপত্তিত্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

মুত্তাকী ও খোদাতীক লোক সবচেয়ে সম্মানিত

হাদীস : ৪৫৫৬ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, একদা রাসূল (স)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, কোন্ লোকটি সর্বাপেক্ষা সম্মানিত? তিনি বললেন, যে লোক আল্লাহ তায়ালায় কাছে সর্বাপেক্ষা মোত্তাকী বা খোদাতীক, সেই অধিক সম্মানিত। তারা বললেন, আমরা এ দৃষ্টিকোণ থেকে জিজ্ঞেস করিনি। তখন তিনি বললেন, সর্বাপেক্ষা সম্মানিত ব্যক্তি হলেন, আল্লাহর রাসূল ইউসুফ (আ) যিনি আল্লাহর রাসূল ইয়াকুব (আ)-এর পুত্র, যিনি আল্লাহর রাসূল ইসহাক (আ)-এর পুত্র, যিনি আল্লাহর খলীল হযরত ইবরাহীম (আ)-এর পুত্র। আবার তারা বললেন, আমরা এ দৃষ্টিকোণ থেকে জিজ্ঞেস করিনি। তখন তিনি বললেন, তবে তোমরা কি আরবদের বংশ-গোত্র সম্পর্কে আমার কাছে জানতে চেয়েছ? তারা বললেন, জি-হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন, তোমাদের যারা জাহেলিয়াত যুগে উত্তম ছিল তারা ইসলামী যুগেও উত্তম; যখন তারা ধীন ইসলামের জ্ঞান অর্জন করবে। - (বোখারী ও মুসলিম)

শরীফের চেয়ে শরীফ

হাদীস : ৪৫৫৭ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, শরীফ ইবনে শরীফ ইবনে শরীফ ইবনে হলেন, ইউসুফ ইবনে ইয়াকুব ইবনে ইসহাক ইবনে ইবরাহীম। - (বোখারী)

রাসূল (স) ছিলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ

হাদীস : ৪৫৫৮ ॥ হযরত বারা ইবনে আযেব (রা) বলেন, হোনাইনের যুদ্ধের দিন আবু সুফিয়ান ইবনে হারেস (রা) রাসূল (স)-এর খচরের লাগাম ধরে রেখেছিলেন। যখন মুশরিকরা তাকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলল, তখন তিনি নিচে অবতরণ করলেন এবং বলতে লাগলেন, আমি সত্য নবী, এতে মিথ্যার লেশমাত্র নেই, আমি আবদুল মুত্তালিবের পুত্র। বর্ণনাকারী বলেন, সেই দিন তাঁর চাইতে দৃঢ় আর কাউকেও দেখা যায় নি। - (বোখারী ও মুসলিম)

সৃষ্টি শ্রেষ্ঠ হযরত ইবরাহীম (আ)

হাদীস : ৪৫৫৯ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, একদা এক ব্যক্তি রাসূল (স)-এর খেদমতে এল এবং তাঁকে লক্ষ্য করে বলল, হে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ! তখন রাসূল (স) বললেন, তিনি তো হলেন হযরত ইবরাহীম। - (মুসলিম)

খ্রিষ্টানরা হযরত ইসা (আ)-কে নিয়ে বাড়াবাড়ি করেছে

হাদীস : ৪৫৬০ ॥ হযরত ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, খ্রিষ্টানরা মরিয়মের পুত্র ইসা (আ)-এর প্রশংসায় যেভাবে বাড়াবাড়ি করেছে, তোমার আমার ব্যাধারে অনুরূপ বাড়াবাড়ি কর না। প্রকৃতপক্ষে আমি তো আল্লাহর একজন বান্দা। সুতরাং তোমরা আমাকে আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূলই বল। - (বোখারী ও মুসলিম)

পরস্পর পরস্পরের প্রতি বিনয়ী হওয়ার নির্দেশ

হাদীস : ৪৫৬১ ॥ হযরত ইয়ায ইবনে হিমার মুজাশ্বিয়া (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা অহীর মাধ্যমে আমাকে আদেশ করেছেন, তোমরা পরস্পর বিনয়ী হও। এমনকি একে অন্যের ওপরে যেন গর্ব না করে এবং একজন যেন আরেকজনের ওপর যুলুম না করে। - (মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বাপ-দাদার গর্ব করা উচিত নয়

হাদীস : ৪৫৬২ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, লোকজন যেন তাদের বাপ-দাদার ওপর গর্ব করা থেকে বিরত থাকে। যারা মরে গেছে দোযখের অঙ্গার হয়ে গিয়েছে। অন্যথায় আল্লাহ তায়ালা তার কাছ থেকে ময়লার কীট অপেক্ষা ঘৃণিত হবে যে কীট নিজের নাক দ্বারা ময়লাকে দোলা দেয়। নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা তোমাদের থেকে জাহেলিয়াতের আহমকি এবং বাপ-দাদার গর্ব দূরীভূত করে দিয়েছেন। অতএব মানুষ পরহেযগার মুমিন হবে অথবা পাপী-দুর্ভাগা হবে। মানবকুল সকলেই আদমের সন্তান। আর আদম মাটির তৈরি। - (তিরমিযী ও আবু দাউদ)

রাসূল (স) মহা মর্যাদাবান ব্যক্তি

হাদীস : ৪৫৬৩ ॥ হযরত মুতাররিফ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে শিখ্খির (রা) বলেন, একবার আমি বনু আমরের প্রতিনিধি দলের মধ্যে রাসূল (স)-এর খেদমতে গলাম এবং আমরা বললাম, আপনি আমাদের সরদার। তখন তিনি বললেন, সরদার তো আল্লাহই। আমরা বললাম, আপনি আমাদের মধ্যে মহামর্যাদাবান এবং দানের দিক দিয়েও সুমহান। তখন রাসূল (স) বললেন, তোমরা এরূপ কথা বলতে পার কিংবা এর চাইতেও কম, তবে লক্ষ্য রাখবে, শয়তান যেন তোমাদেরকে তার পথে চালাতে না পারে। - (আহমদ ও আবু দাউদ)

তাকওয়া অবলম্বন ভদ্রতার পরিচয়

হাদীস : ৪৫৬৪ ॥ হযরত হাসান বসরী (র.) হযরত সায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, মান-মর্যাদা হল ধন-সম্পদ, আর ভদ্রতা হল তাকওয়া অবলম্বন করা। - (তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)

জাহেলী যুগের ওপর গর্ব করা উচিত নয়

হাদীস : ৪৫৬৫ ॥ হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবু উক্বা (রা) থেকে বর্ণনা করেন এবং তিনি ছিলেন, পারস্যের অধিবাসী আযাদকৃত গোলাম। তিনি বলেন, আমি রাসূল (স)-এর সাথে ওহদ যুদ্ধে উপস্থিত ছিলাম। তখন আমি এক মুশরিককে আঘাত করলাম এবং বললাম, এ আঘাত আমার তরফ থেকে নাও। আমি হলাম পারস্যের একজন গোলাম। এই সময় রাসূল (স) আমার দিকে তাকালেন এবং বললেন তুমি কেন এ কথা বললে না, এটি আমার তরফ থেকে নাও, আমি হলাম একজন আনসারী গোলাম। - (আবু দাউদ) ৫২৫০ - ১১১৬

নিজের গোত্রের লোকও অন্যায্য করলে প্রশ্রয় দেবে না

হাদীস : ৪৫৬৬ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) রাসূল (স) থেকে বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি অন্যায্যের ওপরে আপন গোত্রের সাহায্য করে, তার দৃষ্টান্ত সেই উটের মত যা কুপে পতিত হয়েছে, অতপর তার লেজ ধরে টানা হয়েছে।

- (আবু দাউদ)

অন্যায় করলে নিজের গোত্রের লোককে সহায়তা করা যাবে না

হাদীস : ৪৫৬৭ ॥ হযরত ওয়াসিলা ইবনে আসকা (রা) বলেন, একদা আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আসাবিয়াত কী? তিনি বললেন, অন্যায় কাজে তোমার স্ব-গোত্রের সহায়তা করা - (আবু দাউদ) ২৫৬৮-১১৪

অন্যায়ের প্রতিরোধকারী সবচেয়ে উত্তম

হাদীস : ৪৫৬৮ ॥ সুরাকা ইবনে মালিক ইবনে জোশমা (রা) বলেন, একদা রাসূল (স) আমাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন এবং বললেন, তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই উত্তম যে নিজ গোত্রের পক্ষ থেকে প্রতিরোধ করে, যে পর্যন্ত না সে কোন গুনাহে লিপ্ত হয়। - (আবু দাউদ) Fj^ - ১১৫

অন্যায়ের পক্ষে থাকা ইসলামে নিষেধ

হাদীস : ৪৫৬৯ ॥ হযরত জুবাইর ইবনে মুতায়িম (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি লোকদের আসাবিয়াতের দিকে ডাকে, নিজেও আসাবিয়াতের সমর্থনে যুদ্ধ করে এবং আসাবিয়াতের সমর্থনে মৃত্যুবরণ করে সে ব্যক্তি আমাদের দলের নয়। - (আবু দাউদ) Fj^ - ১১৬

জাণতিক বস্তুর প্রেমে পড়া উচিত নয়

হাদীস : ৪৫৭০ ॥ হযরত আবুদদারদা (রা) রাসূল (স) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, বস্তুর প্রেম তোমাকে অন্ধ ও বধির করে ফেলে। - (আবু দাউদ) ২৫৬৮-১১৭

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নিজের গোত্রের লোকদের ভালোবাসা যায়

হাদীস : ৪৫৭১ ॥ সিরিয়ার ফিলিস্তিনের অধিবাসী উবাদাহ ইবনে কাসীর- তিনি তাঁর আপন গোত্রীয় 'ফাসালীহ' নামক এক মহিলা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি, একদা আমি রাসূল (স)-কে জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! কোন ব্যক্তির আপন গোত্রীয় লোকদের ভালোবাসা কি আসাবিয়াত বা সাম্প্রদায়িকতার অন্তর্ভুক্ত? তিনি বললেন, না; বরং সাম্প্রদায়িকতা হল কোন ব্যক্তি নিজের গোত্রকে তার যুলুমের ওপর সাহায্য-সহায়তা করা। - (আহমদ ও ইবনে মাজাহ) ২৫৬৮-১১৮

মানুষ সবাই হযরত আদম (আ)-এর সন্তান

হাদীস : ৪৫৭২ ॥ হযরত উকবা ইবনে আমের (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমাদের বংশ পরিচয় এমন কোন বস্তু নয়, যে, তার কারণে তোমরা অন্যকে মন্দ বলবে। তোমরা সকলেই আদমের সন্তান। সেরের পালি পালির সমান, যাকে তোমার পূর্ণ করনি। দ্বীন ও তাকওয়া ছাড়া একজনের ওপর আরেকজনের কোনই মর্যাদা নেই। বস্তুত কোন ব্যক্তি মন্দ হওয়ার জন্য অগ্নীল ভাষী ও কৃপণ হওয়াই যথেষ্ট। - (আহমদ ও বায়হাকী)

চতুর্দশ অধ্যায়

সৎকাজ ও সৎব্যবহার

প্রথম পরিচ্ছেদ

সৌজন্যমূলক আচরণ পাওয়ার অধিকারী হলেন মাতা

হাদীস : ৪৫৭৩ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, একদা এক ব্যক্তি আরয বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা সাহচর্যে কে সর্বাপেক্ষা অধিক সৌজন্যমূলক আচরণ পাওয়ার অধিকারী? তিনি বললেন, তোমার মাতা। সে জিজ্ঞেস করল, তারপর কে? তিনি বললেন, তোমার মাতা। সে পুনরায় জিজ্ঞেস করল, তারপর কে? তিনি বললেন, তোমার মাতা। সে পুনরায় জিজ্ঞেস করল, তারপর কে? তিনি বললেন, তোমার পিতা। অপর এক বর্ণনায় আছে, তিনি বললেন, তোমার মাতা, তারপর তোমার মাতা, তারপর তোমার মাতা, অতপর তোমার পিতা। অতপর তোমার নিকটতম ব্যক্তিবর্গ। - (বোখারী ও মুসলিম)

পিতা-মাতা জীবিত থাকলে বেহেশত অর্জন করা যায়

হাদীস : ৪৫৭৪ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তার নাসিকা ধূলিসাৎ হউক। তার নাসিকা ধূলিসাৎ হউক। তার নাসিকা ধূলিসাৎ হউক। জিজ্ঞেস করা হল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! কে সে? তিনি বললেন, যে ব্যক্তি নিজের মাতা-পিতার কোন একজনকে অথবা উভয়জনকে তাদের বার্বক্য অবস্থায় পেল, অথচ সে বেহেশতে প্রবেশ করল না। - (মুসলিম)

মাতা-পিতা মুশরিক হলেও তাদের সাথে সদাচরণ করতে হবে

হাদীস : ৪৫৭৫ ॥ হযরত আসমা বিনতে আবু বকর (রা) বলেন, কুরাইশদের সাথে মুসলমানদের সন্ধির সময় আমার মা মুশরিকা অবস্থায় আমার কাছে এলেন। আমি রাসূল (স)-এর কাছে জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার মা আমার কাছে এসেছে, কিন্তু তিনি ইসলামের প্রতি বীতশ্রদ্ধা। এমতাবস্থায় আমি কি তার সাথে সদাচরণ করব? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তার সাথে সদ্যবহার কর। - (বোখারী ও মুসলিম)

আল্লাহই মানুষের প্রকৃত বন্ধু

হাদীস : ৪৫৭৬ ॥ হযরত আমর ইবনুল আস (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, অমুকের পিতার সন্তানগণ আমার বন্ধু নয়; বরং আল্লাহ এবং পুণ্যবান মুমিনগণই আমার প্রকৃত বন্ধু। তবে ঐ সকল লোকদের সাথে আমার প্রকৃত বন্ধু। তবে ঐ সকল লোকদের সাথে আমার আত্মীয়তার সম্পর্ক আছে। সদ্যবহার দ্বারা আমি তা সিক্ত রাখি। - (বোখারী ও মুসলিম)

মায়ের অবাধ্যতা ইসলামে হারাম করা হয়েছে

হাদীস : ৪৫৭৭ ॥ হযরত মুগীরা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের ওপর মায়ের অবাধ্যতা, কন্যাদের জীবন্ত প্রোথিতকরণ, কৃপণতা ও ভিক্ষাবৃত্তি হারাম করেছেন। আর তোমার জন্য বৃথা তর্ক-বিতর্ক, অধিক জিজ্ঞেসবাদ এবং সম্পদ বিনষ্টকরণ মাকরুহ করেছেন। - (বোখারী ও মুসলিম)

পিতা-মাতাকে গালি দেওয়া কবিরী গোনাহ

হাদীস : ৪৫৭৮ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন কোন ব্যক্তির আপন পিতা-মাতাকে গালি দেয়া কবীরী গুনাহসমূহের অন্যতম। তারা বললেন, কোন ব্যক্তি কি তার নিজের পিতা-মাতাকে গালি দেয়? তিনি বললেন, হ্যাঁ, এক ব্যক্তি আরেক ব্যক্তির পিতাকে গালি দেয়, ফলে সেই ব্যক্তি পাল্টা ঐ ব্যক্তির পিতাকে গালি দেয়। অনুরূপভাবে এক ব্যক্তি আর এক ব্যক্তির মাকে গালি দেয়, তখন সেই ব্যক্তি পাল্টা ঐ ব্যক্তির মাকে গালি দেয়। - (বোখারী ও মুসলিম)

পিতার অবর্তমানে পিতার বন্ধুদের সাথে সদ্যবহার করবে

হাদীস : ৪৫৭৯ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন রাসূল (স) বলেছেন, কোন ব্যক্তির সর্বোত্তম নেক কাজসমূহের অন্যতম নেক কাজ হল পিতার অবর্তমানে তার পিতার বন্ধু-বান্ধবদের সাথে সদাচরণ করা। - (মুসলিম)

আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সদ্যবহার করলে আয় বৃদ্ধি পায়

হাদীস : ৪৫৮০ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি স্বীয় জীবিকার বৃদ্ধি এবং দীর্ঘায়ু কামনা করে, সে যেন আত্মীয়-স্বজনদের সাথে উত্তম ব্যবহার করে। - (বোখারী ও মুসলিম)

আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখলে আল্লাহ খুশি হন

হাদীস : ৪৫৮১ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা সমস্ত মাখলুককে সৃষ্টি করলেন, আর যখন এ থেকে অবসর হলেন, তখন 'রেহম' (আত্মীয়তা) উঠে দাঁড়িয়ে রাহমানুর রাহিম আল্লাহর কোমর ধরল। আল্লাহ বললেন, থাক কি চাও? রেহম আরম্ভ করল, তা হল আত্মীয়তা ছিন্নকারী থেকে তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনাকারীর স্থান। আল্লাহ তায়ালা বললেন, তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও, যে ব্যক্তি তোমার সম্পর্ক বহাল রাখবে আমিও তার সাথে সম্পর্ক রাখব। আর যে তোমাকে ছিন্ন করবে আমিও তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করব। রেহম আরম্ভ করল, হ্যাঁ, রাজি আছি। হে আমার প্রভু! আল্লাহ বললেন, আচ্ছা, তোমার সাথে আমার এ অঙ্গীকার রইল। - (বোখারী ও মুসলিম)

রক্তের সম্পর্ক ছিন্ন করা মুসলমানের কাজ নয়

হাদীস : ৪৫৮২ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, রেহম শব্দটি রহমান থেকে উদ্ভূত। এই কারণে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, যে ব্যক্তি তোমাকে মিলিয়ে রাখে আমিও তাকে আমার সাথে মিলিয়ে রাখব। আর যে ব্যক্তি তোমাকে ছিন্ন করে আমিও তাকে ছিন্ন করে দেব। - (বোখারী)

রেহেম আল্লাহর আরশের সাথে ঝুলন্ত থাকে

হাদীস : ৪৫৮৩ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, রেহেম আল্লাহর আরশের সাথে ঝুলন্ত রয়েছে এবং তা বলে, যে আমাকে নিজের সাথে মেলাবে আল্লাহও তাকে মেলাবেন। আর যে আমাকে ছিন্ন করবে আল্লাহও তাকে ছিন্ন করবেন। - (বোখারী ও মুসলিম)

টীকা

হাদীস নং : ৪৫৮৭ ॥ এটা ষষ্ঠ হিজরীতে হোদায়বিয়ার সন্ধির পরের ঘটনা। অমুসলিম পিতা-মাতার প্রতি শুধু সদাচরণ নয়, বরং প্রয়োজনে তাদের ভরণ-পোষণ করাও মুসলমান সন্তানের ওপর ওয়াজিব।

আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী দোষখের অধিবাসী

হাদীস : ৪৫৮৪ ॥ হযরত জুবাইর ইবনে মুতয়িম (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না। - (বোখারী ও মুসলিম)

আত্মীয়তা ছিন্ন করলে প্রতিষ্ঠা করতে হবে

হাদীস : ৪৫৮৫ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, সেই ব্যক্তি আত্মীয়তা রক্ষাকারী নয়, যে শুধু বিনিময়ে তাই পালন করে। বরং সেই ব্যক্তিই আত্মীয়তা রক্ষাকারী যার সাথে তা ছিন্ন করার পর সে তা পুনস্থাপন করে। - (বোখারী)

সবার সাথে সদাচরণ করতে হবে

হাদীস : ৪৫৮৬ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, একদা এক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার এমন কতিপয় আত্মীয়-স্বজন আছে আমি তাদের সাথে সদাচরণ করি, কিন্তু তারা আমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে। আমি তাদের সাথে সদ্যবহার করি, অথচ তারা আমার সাথে সদ্যবহার করে। আমি তাদের ব্যবহারে ঐর্ষ্যধারণ করি, কিন্তু তারা আমার সাথে মূর্খতা প্রদর্শন করে। উত্তরে রাসূল (স) বললেন, তুমি যেক্ষণ বললে, যদি তুমি এরূপ আচরণই করে থাক, তবে তুমি যেন তাদের মুখের ওপর গরম ছাই নিক্ষেপ করছ। আর তুমি যতক্ষণ পর্যন্ত এ নীতির ওপর বহাল থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমার সাথে একজন সাহায্যকারী থাকবেন যিনি তাদের ক্ষতিকে প্রতিরোধ করবেন।

- (মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দোয়া তকদীর ফেরাতে পারে

হাদীস : ৪৫৮৭ ॥ হযরত সাওবান (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, দোয়া ছাড়া অন্য কিছুই তকদীরকে ফেরাতে পারে না। পুণ্য ছাড়া অন্য কিছুই আয়ুকে বাড়াতে পারে না, আর কৃত পাপই মানুষকে জীবিকা থেকে বঞ্চিত করে।

- (ইবনে মাজাহ)

মায়ের সাথে উত্তম আচরণের প্রতিফল বেহেশত

হাদীস : ৪৫৮৮ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমি জান্নাতে প্রবেশ করলাম এবং সেখানে কুরআন তেলাওয়াত শুনতে পেলাম। তখন জিজ্ঞেস করলাম, এ ব্যক্তি কে? ফেরেশতারা বললেন, হারেসা ইবনে নোমান (রা)। তোমাদের পুণ্যের প্রতিদান এরূপই। তোমার পুণ্যের প্রতিদান এইরূপই। সে তার মায়ের সাথে সর্বাপেক্ষা উত্তম আচরণ করত। - (শরহে সুন্নাহ, বায়হাকী)

অপর এক বর্ণনায় 'আমি জান্নাতে প্রবেশ করলাম'-এর স্থলে 'আমি ঘুমিয়েছিলাম এবং নিজেকে বেহেশতে দেখলাম' আছে।

পিতা-মাতার সন্তুষ্টির মধ্যে আল্লাহর সন্তুষ্টি

হাদীস : ৪৫৮৯ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, মাতা-পিতার সন্তুষ্টির মধ্যেই আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং মাতা-পিতার অসন্তুষ্টির মধ্যে আল্লাহর অসন্তুষ্টি নিহিত। - (তিরমিযী)

পিতা-মাতা হলেন বেহেশতের মধ্যম দরজা

হাদীস : ৪৫৯০ ॥ হযরত আবুদদারদা (রা) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে বলল, আমার স্ত্রী আছে, আর আমার মা আমাকে আদেশ করেন যে, আমি তাকে তালাক দিয়ে দিই। তখন আবুদদারদা বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি মাতা-পিতা হলেন বেহেশতের দরজাসমূহের মধ্যম দরজা। এখন তোমার ইচ্ছে দরজাটিকে রক্ষা কর অথবা তাকে নষ্ট কর। - (তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)

মাতা সর্বাধিক সদাচরণ পাওয়ার অধিকারী

হাদীস : ৪৫৯১ ॥ হযরত বাহয ইবনে হাকীম তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি আরয় করলাম ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি কার সাথে সর্বাধিক উত্তম আচরণ করব? তিনি বললেন, তোমার মায়ের সাথে। আমি পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম, তারপর কার সাথে? তিনি বললেন, তোমার মায়ের সাথে। আমি পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম, তারপর কার সাথে? তিনি তৃতীয়বারও বললেন, তোমার মায়ের সাথে। আমার পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম তারপর কার সাথে? তিনি বললেন, তোমার পিতার সাথে। অতপর পর্যায়ক্রমে নিকটতম আত্মীয়-স্বজনের সাথে।

- (তিরমিযী ও আবু দাউদ)

রেহেম শব্দটি আল্লাহর নামের সাথে সংশ্লিষ্ট

হাদীস : ৪৫৯২ ॥ হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, মহান কল্যাণময় আল্লাহ তায়াল্লা বলেছেন, আমি আল্লাহ আমি রহমান, রেহেমকে আমিই সৃষ্টি করেছি। আর রেহেম শব্দটি আমি আমার রহমান নাম থেকে নিঃসৃত করেছি। সুতরাং যে ব্যক্তি আত্মীয়তাকে সংযোজিত করবে, আমি তাকে সংযোজিত করব। আর যে তা ছিন্ন করবে, আমিও তাকে বিচ্ছিন্ন করে দেব। - (আবু দাউদ)

আত্মীয়তা ছিন্নকারীদের ওপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হয় না

হাদীস : ৪৫৯৩ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফ (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, সেই সম্প্রদায়ের ওপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হয় না যাদের মধ্যে আত্মীয়তা ছিন্নকারী বিদ্যমান রয়েছে। - (বায়হাকী) ১৫৬-১১১

পিতা-মাতার বিরুদ্ধাচারণকারী দোষখী

হাদীস : ৪৫৯৪ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, এহসান করে খোঁটাদানকারী, মাতা-পিতার বিরুদ্ধাচারণকারী ও মদপানকারী বেহেশতে প্রবেশ করবে না। - (নাসাই ও দারেমী)

আত্মীয়তার বন্ধনে দীর্ঘ জীবন লাভ হয়

হাদীস : ৪৫৯৫ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমরা নিজেদের বংশসমূহের এ পরিমাণ অর্জন কর যাতে তোমরা নিজেদের আত্মীয়তার হক আদায় করতে পার। কেননা, আত্মীয়তা রক্ষার দ্বারা আপনজনদের মধ্যে সম্প্রীতি, ধন-সম্পদে সমৃদ্ধি ও দীর্ঘ জীবন লাভ হয়। - (তিরমিযী)। তিনি বলেছেন, হাদীসটি গরীব)

খালা মায়ের সমতুল্য মর্যাদা পাবে

হাদীস : ৪৫৯৬ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি রাসূল (স)-এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি একটি জবন্য পাপ করেছি। সুতরাং আমার জন্য তওবার কোন ব্যবস্থা আছে কি? তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কোন খালা জীবিত আছে কি? সে বলল, হ্যাঁ। তখন রাসূল (স) বললেন যাও, তাঁর খেদমত কর। - (তিরমিযী)

পিতার মৃত্যুর পর দোয়া করতে হয়

হাদীস : ৪৫৯৭ ॥ হযরত আবু উসাইদ সায়েদ (রা) বলেন, একদা আমরা রাসূল (স)-এর কাছে ছিলাম, এমন সময় বনু সালেমা গোত্রের এক ব্যক্তি এসে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার পিতা-মাতার মৃত্যুর পরও কি তাদের প্রতি সদাচরণ করার কোন কিছু অবশিষ্ট আছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তাদের জন্য দোয়া ও ইসতেগফার করা, তাদের মৃত্যুর পর তাদের কৃত ওয়াদা পূরণ করা, শুধু তাদের সন্তুষ্টির জন্য আত্মীয়দের সাথে সদ্ব্যবহার করা এবং তাদের বন্ধু-বান্ধবদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা। - (আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)। ১৫৬-১১১০০০

দুধ মাতার প্রতি রাসূল (স)-এর সদাচরণ

হাদীস : ৪৫৯৮ ॥ হযরত আবু তোফায়েল (রা) বলেন, আমি দেখলাম, রাসূল (স) জেয়েররানা নামক স্থানে গোশত বন্টন করেছেন। এমন সময় হঠাৎ একজন মহিলা এল, এমনকি সে রাসূল (স)-এর নিকটবর্তী হল। তখন তিনি নিজের চাদরখানা তার জন্য বিছিয়ে দিলেন। অতপর মহিলাটি তার ওপর বসে পড়ল। বর্ণনাকারী বলেন, আমি লোকদের কাছে জানতে চাইলাম এ মহিলাটি কে? তারা বললেন, ইনি তাঁর সেই মা যিনি তাঁকে দুধ পান করিয়েছেন।

১৫৬-১১১০০০

-(আবু দাউদ)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নেক কাজের দরুন গুহার পাথর সরে গেল

হাদীস : ৪৫৯৯ ॥ হযরত ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, একদা তিন ব্যক্তি পথ চলছিল, এমন সময় তারা বুষ্টির কবলে পড়ল এবং একটি পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নিল। তৎক্ষণাৎ পাহাড় থেকে একখানা প্রকাণ্ড পাথর এসে মুখে পতিত হওয়ায় তাদের গুহার পথ বন্ধ হয়ে গেল। তখন তাদের একজন আরেকজনকে বলল, তোমরা নিজেদের এমন কোন নেক কাজকে স্মরণ কর যা একমাত্র আল্লাহ তায়াল্লার উদ্দেশ্যেই করেছে। আর সেই কাজটিকে উসিলা করে আল্লাহ তায়াল্লার কাছে প্রার্থনা কর। আশা করা যায় তার উসিলায় তিনি এই বিপদ দূর করে দেবেন। অতপর তাদের একজন বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার অতি বৃদ্ধ পিতা-মাতা ছিল এবং আমার ছোট ছোট কয়েকটি বাচ্চাও ছিল। আমি তাদের জন্য মেঘ-দুধা চরাতিম। আর যখন সন্ধ্যায় তাদের কাছে ফিরে আসতাম তখন তাদের জন্য দুধ দোহন করে আনতাম। কিন্তু আমি আমার সন্তানদেরকে পান করানোর আগেই প্রথমে আমার পিতা-মাতাকে পান করাতাম। ঘটনাক্রমে চারণবৃন্দ আমাকে দূরে নিয়ে গেল। ফলে ঘরে পৌছতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। তখন আমি তাদেরকে ঘুমন্ত

অবস্থায় পেলাম। কিন্তু আমি প্রতিদিনের মত আজও দুধ দোহন করলাম এবং দুধের পাত্র নিয়ে তাদের কাছে এলাম এবং পাত্র হাতে তাদের শিয়রের কাছে দাঁড়িয়ে রইলাম। তাদেরকে ঘুম থেকে জাগানো ভালো মনে করলাম না। আর তাদের আগে বাচ্চাদেরও দুধ পান করানোও ভালো মনে করলাম না। অথচ বাচ্চাগুলো ক্ষুধার তাড়নায় আমার পায়ের কাছে কাঁদছিল। অবশেষে ভোর পর্যন্ত আমার ও তাদের অবস্থা এভাবে বিদ্যমান রইল। অবশেষে ঘুম থেকে জাগার পর তাদেরকেই আগে দুধ পান করলাম। ইয়া আল্লাহ! যদি তুমি জান যে, এ কাজটি আমি একমাত্র তোমার সন্তুষ্টির জন্য করেছিলাম, তা হলে তার উসিলায় আমাদের জন্য এতটুকু পথ করে দাও যে আকাশ দেখতে পারি। তখন আল্লাহ তায়ালা পাথরটিকে এই পরিমাণ সরিয়ে দিলেন যে, তারা আকাশ দেখতে পেল। দ্বিতীয় জন বলল, আমার এক চাচাত বোন ছিল, তাকে আমি অত্যধিক ভালোবাসতাম যতটা পুরুষেরা মহিলাদের ভালোবাসতে পারে। আমি তাকে উপভোগ করতে চাইলাম। সে তা অস্বীকার করল, যে পর্যন্ত না আমি তাকে একশত দীনার প্রদান করি। অতপর আমি চেষ্টা করতে লাগলাম, অবশেষে একশত দীনার সংগ্রহ করে তার সাথে সাক্ষাৎ করলাম। তারপর যখন আমি তার দুই পায়ের মাঝখানে বসলাম, সে বলল, হে আল্লাহর বান্দা! আল্লাহ তায়ালাকে ভয় কর, মোহর কুলিও না। (অর্থাৎ আমার কুমারিত্ব নষ্ট করো না) তৎক্ষণাৎ আমি তাকে ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। হে আল্লাহ! যদি তুমি জান, এ কাজটি আমি একমাত্র তোমার সন্তুষ্টির জন্য করেছি, তবে আমাদের জন্য তার উসিলায় পথ মুক্ত করে দাও। তখন আল্লাহ তায়ালা তাদের জন্য পাথরটি আরও কিছু সরিয়ে দিলেন। তৃতীয় জন বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি এক ব্যক্তিকে এক ফরক টুকরী পরিমাণ চাউলের দ্বিন্ময়ে মজুর নিয়োগ করেছিলাম। যখন সে কাজ সম্পাদন করল, তখন বলল, আমাকে আমার প্রাপ্য দিয়ে দাও। আমি তার পাওনা তাকে পেশ করলাম। সে তা অবহেলা করে ফেলে চলে গেল। অবশেষে আমি তাকে চাষাবাদে লাগলাম এবং পরিশেষে তা দ্বারা অনেকগুলো গরু ও রাখাল যোগাড় করলাম। এরপর একদা সে আমার কাছে এল এবং বলল, আল্লাহ তায়ালাকে ভয় কর আমার ওপর অবিচার করো না। আমাকে আমার পাওনা দিয়ে দাও। আমি বললাম, এই গরুগুলো এবং উহার রাখালসমূহ নিয়ে যাও। সে বলল, আল্লাহ পাককে ভয় কর, আমার সাথে উপহাস কর না। তখন আমি বললাম, আমি তোমার সাথে ঠাটা করছি না। ঐ গরুগুলো তার রাখালসমেত নিয়ে যাও। অতপর সে ঐগুলো নিয়ে চলে গেল। ইয়া আল্লাহ! যদি তুমি জান যে, এই কাজটি আমি তোমার সন্তুষ্টির জন্যই করেছিলাম, তবে তার উসিলায় এখন যতখানি বাকি রয়েছে তা খুলে দাও। অতপর আল্লাহ তায়ালা পাথরখানি সরিয়ে অবশিষ্ট অংশ উন্মুক্ত করে দিলেন।

-(বোখারী ও মুসলিম)

পিতা জীবিত থাকলে জিহাদ ফরয নয়

হাদীস : ৪৬০০ ॥ মুয়াবিয়া ইবনে জাহিমাহ (র.) থেকে বর্ণিত, একদা আমার পিতা জাহিমাহ রাসূল (স)-এর খেদমতে এসে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি জিহাদে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছা করেছি। অতএব এ ব্যাপারে আমি আপনার সাথে পরামর্শ করতে এসেছি। তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমার মা জীবিত আছেন কি? সে বলল, হ্যাঁ আছেন। তিনি বললেন, যাও, মায়ের খেদমতে নিজেকে নিয়োগ কর। কেননা, জান্নাত তার পায়ের কাছে।

-(আহমদ, নাসাঈ ও বায়হাকী)

পিতার ইচ্ছায় স্ত্রীকে তালাক দিল

হাদীস : ৪৬০১ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, আমার বিবাহ বন্ধনে এমন একজন মহিলা ছিল যাকে ভালোবাসতাম। অথচ ওমর (রা) তাকে অপছন্দ করতেন। একদা তিনি আমাকে বললেন, তুমি তাকে তালাক দাও, কিন্তু আমি অস্বীকার করলাম। অতপর ওমর (রা) রাসূল (স)-এর কাছে এসে তাঁকে ঘটনাটি বললেন। তখন রাসূল (স) আমাকে বললেন, তুমি তাকে তালাক দিয়ে দাও। -(তিরমিযী ও আবু দাউদ)

পিতা-মাতাই হল সন্তানের বেহেশত-দোষখ

হাদীস : ৪৬০২ ॥ হযরত আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি এসে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সন্তানের উপর পিতা-মাতার কি হুক বা দাবি আছে? তিনি বললেন, তারা উভয়ই তোমার বেহেশতও এবং দোষখও।

২৫২৫ - ২০০২

-(ইবনে মাজাহ)

পিতা-মাতার জন্য দোয়া করলে সন্তান মুক্তি পেতে পারে

হাদীস : ৪৬০৩ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কোন বান্দার পিতা-মাতা উভয়জন কিংবা তাদের একজন এমন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করল যে, সে তাদের অবাধ্য ছিল। কিন্তু তাদের মৃত্যুর পর সে-ই তাদের জন্য ক্ষমা চায়, ইসেগফার করে। অবশেষে আল্লাহ তায়ালা তাকে পুণ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত করেন। -(বায়হাকী)

যে পিতা-মাতার নাফরমান অবস্থায় ভোর করে সে দোযখের

দুটি দরজা খুলে দেয়

হাদীস : ৪৬০৪ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি পিতা-মাতার ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালায় আদেশের অনুগত থাকে ভোর করে সে যেন তার জন্য বেহেশতের দুখানা দরজা খোলা অবস্থায় ভোর করল, যদি একজন থেকে থাকে তবে একখানা দরজা খোলা অবস্থায় ভোর করল। আর যে ব্যক্তি মাতা-পিতার ব্যাপারে আল্লাহর নাফরমান হিসেবে ভোর করে, সেই ভোরেই তার জন্য দোযখের দুখানা দরজা খোলা থাকে। আর যদি একজনের ব্যাপারে অবাধ্য থেকে থাকে তখন দোযখের একটি দরজা খোলা থাকে। তখন জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, যদি তারা উভয়ে পুত্রের ওপর যুলুম করে? তিনি বললেন, যদিও তারা তার ওপর যুলুম করে, যদিও তারা তার ওপর যুলুম করে, যদিও তারা তার ওপর যুলুম করে। -(বায়হাকী) FJA ১০০৪

সন্তান পিতা-মাতার প্রতি দৃষ্টি দিলে আল্লাহ বান্দার

প্রতি রহমতের দৃষ্টি দেন

হাদীস : ৪৬০৫ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যখন কোন সদাচরণকারী সন্তান আপন মাতা-পিতার প্রতি রহমতের দৃষ্টিতে তাকায়, তখন আল্লাহ তায়ালা তার প্রতিটি দৃষ্টির বিনিময়ে তার আমলনামায় একটি 'মকবুল হজ্জ' লিপিবদ্ধ করেন। সাহাবিরা জিজ্ঞেস করুলেন, যদি সে দৈনিক একশতবার দৃষ্টি করেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আল্লাহ অতি মহান, অতি পবিত্র। -(বায়হাকী) (প্রমাণ) - ১০০৫

হাদীস : ৪৬০৬ ॥ হযরত আবু বাকরা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, প্রত্যেক গুনাহ থেকে আল্লাহ তায়ালা যতটা ইচ্ছে করেন ক্ষমা করে দেন। কিন্তু পিতা-মাতার নাফরমানী ক্ষমা করেন না; বরং তার শাস্তি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে মৃত্যুর পূর্বে পার্থিব জীবনেই প্রদান করেন। -(বায়হাকী) ১১৫২ - ১০০৬

বড় ভাইয়ের অধিকার পিতার সমতুল্য

হাদীস : ৪৬০৭ ॥ হযরত সাঈদ ইবনে আস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যেমন পিতার অধিকার তার সন্তানের ওপর রয়েছে, তেমনি বড় ভাইয়ের অধিকার ছোট ভাইয়ের ওপর রয়েছে। -(বায়হাকী) ১১৫২ - ১০০৭

পঞ্চদশ অধ্যায়

সৃষ্টির প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ

প্রথম পরিচ্ছেদ

যে মানুষকে দয়া করে না তাকে আল্লাহ দয়া করবেন না

হাদীস : ৪৬০৮ ॥ হযরত জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা সেই ব্যক্তির উপর অনুগ্রহ করেন না যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি দয়া করে না। -(বোখারী ও মুসলিম)

শিশুদের চুষন করলে অন্তর নরম হয়

হাদীস : ৪৬০৯ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, একদা এক বেদুঈন রাসূল (স)-এর খেদমতে আসল। তখন সে বলল, তোমরা কি শিশুদেরকে চুষন কর? আমরা তো শিশুদের চুষন করি না। তখন রাসূল (স) বললেন, যদি আল্লাহ তায়ালা তোমার অন্তর থেকে স্নেহ-মমতা বের করে ফেলেন তবে আমি কি তাতে বাধা দিতে সক্ষম হব?

-(বোখারী ও মুসলিম)

সন্তানের প্রতি পিতামাতার স্নেহ পরিমাপ করা যায় না

হাদীস : ৪৬১০ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, একদা এক মহিলা আমার কাছে এল এবং তার সাথে ছিল দুটি কন্যা। মহিলাটি আমার কাছে কিছু ভিক্ষা চাইল, তখন আমার কাছে একটি খেজুর ছাড়া কিছুই ছিল না। আমি তা-ই তাকে দিয়ে দিলাম, অতপর সে তাকে তার উভয় কন্যার মধ্যে ভাগ করে দিল এবং তা থেকে সে নিজে কিছুই খেল না। তারপর সে উঠে চলে গেল। এমন সময় রাসূল (স) প্রবেশ করলেন। আমি ঘটনাটি তাঁকে বললাম, তখন তিনি বললেন, যে এ সমস্ত কন্যাদের ব্যাপারে সমস্যায় পড়েছে এবং তাদের সাথে উত্তম আচরণ করেছে। তবে এ কন্যারা তার জন্য দোযখের আগুন হতে অন্তরায় হবে। -(বোখারী ও মুসলিম)

* নবী সন্তানদের নাফরমান হলে সন্তান নরম হইবে এবং সন্তান নরম হইলে সন্তান নরম হইবে।

দুটি কন্যাকে লালন-পালন করলে রাসূল (স)-এর সাথে থাকবে

হাদীস : ৪৬১১ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি দুটি কন্যার বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়া পর্যন্ত লালন-পালনের দায়িত্ব পালন করবে, আমি ও সেই ব্যক্তি কিয়ামতের দিন এভাবে একত্রে থাকব। এ বলে তিনি নিজের আঙুলগুলো মিলালেন। -(মুসলিম)

বিধবা ও মিসকিনদের তত্ত্বাবধান করা জিহাদের সমতুল্য

হাদীস : ৪৬১২ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, বিধবা ও মিসকিনদের তত্ত্বাবধানকারী আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীর মত। রাবী বলেন, আমার ধারণা, রাসূল (স) এও বলেছেন। রাত্রি জাগরণকারী যে অলসতা করেন এবং ঐ রোযাদারের মত যে কখনও রোযা ভঙ্গ করে না। -(বোখারী ও মুসলিম)

ইয়াতীমদের দায়িত্ব নিলে আল্লাহ রাসূল (স) খুশি হন

হাদীস : ৪৬১৩ ॥ হযরত সাহল ইবনে সাদ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমি ও ইয়াতীমের দায়িত্ব বহনকারী, সেই ইয়াতীম নিজের নিকটতম আত্মীয়েরই হউক বা অন্য কারও হউক, বেহেশতে এরূপ হবে। ইহা বলে তিনি নিজের শাহাদৎ ও মধ্যমা আঙ্গুলী দ্বারা ইশারা করলেন এবং উভয়ের মধ্যে কিঞ্চিৎ ফাঁক রাখলেন। -(বোখারী)

ঈমানদার প্রতি সহানুভূতি দেখাতে হয়

হাদীস : ৪৬১৪ ॥ হযরত নোমান ইবনে বশীর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তুমি ঈমানদারকে তাদের পারস্পরিক সহানুভূতি, বন্ধুত্ব ও দয়া-অনুগ্রহের ক্ষেত্রে একটি দেহের মত দেখবে। যখন দেহের কোন অঙ্গ অসুস্থ হয় তখন সমস্ত শরীর তার জন্য বিন্দ্রি ও জ্বরে আক্রান্ত হয়। -(বোখারী ও মুসলিম)

সকল মুমিন এক ব্যক্তির মত

হাদীস : ৪৬১৫ ॥ হযরত নোমান ইবনে বশীর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, সকল মুমিন এক ব্যক্তির মত, যদি তার চক্ষু অসুস্থ হয় তখন তার সর্বাঙ্গ অসুস্থ হয়ে পড়ে। আর যদি তার মাথা ব্যথা হয় তখন তার সমস্ত দেহই ব্যথিত হয়। -(মুসলিম)

একজন মুমিন আরেকজন মুমিনের ঘরের মত

হাদীস : ৪৬১৬ ॥ হযরত আবু মুসা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, একজন মুমিন আর একজন মুমিনের জন্য এক গৃহের মত, যারা একাংশ অপরাংশকে সুদৃঢ় রাখে। অতপর তিনি এক হাতের আঙুলগুলো অপর হাতের আঙুলের মধ্যে প্রবিষ্ট করালেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

দানের জন্য সুপারিশ করলেও সওয়াব আছে

হাদীস : ৪৬১৭ ॥ হযরত আবু মুসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স)-এর কাছে যখন কোন ভিক্ষুক বা অভাবী আসত তখন তিনি সাহাবীদেরকে বলতেন, তোমরা সুপারিশ কর, এতে তোমাদেরকে সওয়াব দেয়া হবে। আল্লাহ তায়ালা তাঁর রাসূলের মুখ দিয়ে যে ফয়সালা চান তা জারি করেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

অত্যাচারী হলেও তাকে সাহায্য করা উচিত

হাদীস : ৪৬১৮ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তুমি তোমার ভাইকে সাহায্য কর, চাই সে অত্যাচারী হোক বা অত্যাচারিত হোক। তখন এক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! অত্যাচারিতকে তো সাহায্য করব, কিন্তু অত্যাচারীকে কীভাবে সাহায্য করব? তিনি বললেন, তাকে যুলুম থেকে বিরত রাখ। এ হল তার প্রতি তোমার সাহায্য।

-(বোখারী ও মুসলিম)

মুসলমানের ওপর জুলুম করবে না

হাদীস : ৪৬১৯ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত রাসূল (স) বলেছেন, মুসলমান মুসলমানের ভাই, সে তার ওপর জুলুম করবে না এবং তাকে ধ্বংসের দিকে ফেলে দেবে না। যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের অভাবে সাহায্য করবে, আল্লাহ তায়ালা তার অভাবে সাহায্য করবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দুঃখ-কষ্ট দূর করবে, আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের দিন তার বিপদসমূহের কোন একটি বড় বিপদ দূর করে দেবেন। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখবে, আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের দিন তার দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখবেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

টীকা

হাদীস নং ৪৬০৫ ॥ অপর এক হাদীসে আছে, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি বড়দেরকে সম্মান এবং ছোটদেরকে স্নেহ করে না সে আমাদের দলভুক্ত নয়। রাসূল (স) বেদুইনের কথা শুনে সন্তুষ্ট প্রকাশ করেছেন।

কোন মুসলমানকে লজ্জিত করবে না

হাদীস : ৪৬২০ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই। কাজেই তার ওপর জুলুম করবে না, তাকে লজ্জিত করবে না এবং তাকে হীন মনে করবে না। খোদাভীতি এখানেই একথা বলে তিনি তিনবার নিজের বুকের দিকে ইঙ্গিত করলেন। তিনি আরও বলেছেন, কোন ব্যক্তির মন্দ কাজ করার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে নিজের কোন মুসলমান ভাইতে হয়ে জানে। বস্তুত একজন মুসলমানের সবকিছুই অপর মুসলমানের জন্য হারাম। অর্থাৎ জান-মাল ও ইজ্জত-আবরু। -(মুসলিম)

তিন প্রকারের লোক বেহেশতে যাবে

হাদীস : ৪৬২১ ॥ হযরত ইয়ায ইবনে হিমার (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তিন প্রকারের লোক বেহেশতবাসী। ১। এমন শাসক যে ইনসাফকারী, দানশীল এবং যাকে সং কাজের যোগ্যতা দান করা হয়েছে। ২। এমন ব্যক্তি যিনি দয়ালু, নিকটতম ও অন্যান্য মুসলমানের প্রতি কোমল প্রাণবিশিষ্ট। ৩। যে সৎচরিত্রের অধিকারী এবং পারিবারিক দায়িত্ব থাকা সত্ত্বেও ভিক্ষা থেকে বেঁচে থাকে।

পাঁচ প্রকারের লোক জাহান্নামী। ১। দুর্বল জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি, যে নিজের স্থূল-বুদ্ধির কারণে নিজেকে কুকর্ম থেকে ফিরিয়ে রাখতে পারে না। এ সেই সমস্ত লোকদের অন্তর্ভুক্ত যারা তোমাদের অধীনস্থ চাকর-বাকর। তারা স্ত্রী-পরিবার চায় না এবং মালেরও জ্ব্বেপ করে না। ২। ঐ খেয়ানতকারী যার লোভ-লালসা থেকে গোপনীয় জিনিসও রক্ষা পায় না। তুচ্ছ জিনিস ইইলেও আত্মসাৎ করে। ৩। এমন ব্যক্তি যে তোমাকে তোমার পরিজন ও মাল-সম্পদের মধ্যে ধোঁকায় ফেলার জন্য সকাল-সন্ধ্যা ফিকিরে থাকে। ৪। কার্পণ্যতা ও মিথ্যাবাদিতা; এবং ৫। দুশ্চরিত্র ও অশ্লীল বাক্যলাপকারীর কথাও বর্ণনা করেছেন। -(মুসলিম)

নিজের জন্য যা পছন্দ করবে অন্যের জন্যও তা পছন্দ করবে

হাদীস : ৪৬২২ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, সেই মহান সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ। কোন বান্দা ঈমানদার হবে না যে পর্যন্ত সে নিজের কোন মুসলমান ভাইয়ের জন্য তা পছন্দ করবে না যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে। -(বোখারী ও মুসলিম)

প্রতিবেশীর প্রতি অন্যান্যকারী দোষখী

হাদীস : ৪৬২৩ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহর কসম! সে ঈমানদার নয়। আল্লাহর কসম! সে ঈমানদার নয়। আল্লাহর কসম! সে ঈমানদার নয়। জিজ্ঞেস করা হল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সে কে? তিনি বললেন, যার প্রতিবেশী তার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ না থাকে। -(বোখারী ও মুসলিম)

যার অনিষ্ট থেকে প্রতিবেশী নিরাপদ নয় সে জাহান্নামী

হাদীস : ৪৬২৪ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না যার অনিষ্ট থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ না থাকে। -(মুসলিম)

হযরত জিবরাঈল (আ) প্রতিবেশী সম্পর্কে উপদেশ দিতেন

হাদীস : ৪৬২৫ ॥ হযরত আয়েশা (রা) ও ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, হযরত জিবরাঈল (আ) সর্বদা আমাকে প্রতিবেশী সম্পর্কে উপদেশ দিয়ে থাকেন। এমনকি আমার এই ধারণা হচ্ছিল যে, অচিরেই তিনি প্রতিবেশীকে ওয়ারিশ করে দেবেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

তিনজন একত্রে থাকলে দুজন চুপে কথা বলবে না

হাদীস : ৪৬২৬ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমরা তিনজন একত্রে থাকবে, তখন একজনকে বাদ দিয়ে দুই জনে চুপে চুপে কথা বলবে না। অন্যান্য লোকের সাথে মিলিত না হওয়া পর্যন্ত। ইহা এই জন্য যে, এ তাকে দুশ্চিন্তায় ফেলতে পারে। -(বোখারী ও মুসলিম)

অকপট আচরণের নামই ইসলাম

হাদীস : ৪৬২৭ ॥ হযরত তামীম দারী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) তিনবার বলেছেন, অকপট আচরণের নামই হীন। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, কার জন্য? তিনি বললেন, আল্লাহ তায়ালার জন্য, তাঁর কিতাবের জন্য, তাঁর রাসূলের জন্য, মুসলমানের নেতৃত্বে ব্যক্তিদের জন্য এবং সাধারণ মুসলমানের জন্য। -(মুসলিম)

নামায প্রতিষ্ঠায় অঙ্গীকার করা উচিত

হাদীস : ৪৬২৮ ॥ হযরত জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-এর হাতে নামায প্রতিষ্ঠা, যাকাত প্রদান এবং প্রত্যেক মুসলমানের কল্যাণ কামনা করার অঙ্গীকার করে বায়আত করলাম। -(বোখারী ও মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

হতভাগ্যদের অন্তর থেকে দয়া উঠিয়ে নেয়া হয়

হাদীস : ৪৬২৯ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, দয়াবান ব্যক্তিদের প্রতি আল্লাহ রাহমানুর রাহীম দয়া করেন। অতএব তোমার পৃথিবীবাসীদের প্রতি দয়া কর, আসমানের যিনি আছেন তিনি তোমাদের প্রতি দয়া করবেন। -(আবু দাউদ ও তিরমিযী)

মানুষের প্রতি দয়া করলে আল্লাহ দয়া করেন

হাদীস : ৪৬৩০ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, দয়াবান ব্যক্তিদের প্রতি আল্লাহ রাহমানুর রাহীম দয়া করেন। অতএব তোমার পৃথিবীবাসীদের প্রতি দয়া কর, আসমানের যিনি আছেন তিনি তোমাদের প্রতি দয়া করবেন। -(আবু দাউদ ও তিরমিযী)

ছোটদের স্নেহ করা উচিত

হাদীস : ৪৬৩১ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে আমাদের ছোটদের স্নেহ করে না, বড়দেরকে সম্মান করে না, ভালো কাজের আদেশ করে না এবং খারাপ কাজ থেকে নিষেধ করে না, সে আমাদের দলভুক্ত নয়। -(তিরমিযী এবং তিনি বলেছেন এ হাদীসটি গরীব) **৫৫৬-২০০৬**

বার্ষিক্যের কারণে বৃদ্ধকে সম্মান করতে হয়

হাদীস : ৪৬৩২ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন রাসূল (স) বলেছেন, যে যুবক কোন বৃদ্ধকে বার্ষিক্যের কারণে সম্মান করবে, নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা তার বৃদ্ধাবস্থায় এমন লোক নিয়োজিত করবেন, যে তাকে সম্মান করবে। -(তিরমিযী)

কুরআন সংরক্ষণকারীকে সম্মান করা উচিত **৫৫৬-২০০৬**

হাদীস : ৪৬৩৩ ॥ হযরত আবু মুসা আশআরী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, বৃদ্ধ মুসলমানকে সম্মান করা এবং এমন কুরআন সংরক্ষণকারীকে সম্মান করা, যে তাতে বাড়াবাড়ি এবং উহার হক আদায়ে ত্রুটি করে না এবং ন্যায়পরায়ণ শাসককে সম্মান করা আল্লাহকে সম্মান করারই অন্তর্ভুক্ত। -(আবু দাউদ ও বায়হাকী)

যে ঘরে ইয়াতিম আছে সে ঘর উত্তম

হাদীস : ৪৬৩৪ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, মুসলমানদের সেই ঘরটিই সর্বোত্তম, যেখানে কোন ইয়াতিম আছে এবং তার সাথে ভালো আচরণ করা হয়। আর মুসলমানদের সেই ঘরটি সর্বাপেক্ষা মন্দ, যাতে কোন ইয়াতিম আছে, অথচ তার দুর্ব্যবহার করা হয়। -(ইবনে মাজাহ) **৫৫৬-২০০৭**

ইয়াতিমের মাথায় হাত বুলালে চুলের পরিমাণ সওয়াব হয়

হাদীস : ৪৬৩৫ ॥ হযরত আবু উমামা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালায় সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কোন ইয়াতিমের মাথায় হাত বুলাবে, যে সমস্ত চুলের ওপর দিয়ে তার হাত অতিক্রম করবে তার প্রতিটির বিনিময়ে তার জন্য সওয়াব লেখা হবে। আর যেই বক্তি তত্ত্বাবধানে লালিত-পালিত ইয়াতিম বালক-বালিকার সাথে ভালো আচরণ করবে, আমি ও সেই ব্যক্তি বেহেশতে এ দুটির মত হব। এ বলে তিনি নিজের আঙুলী দুটি মিলিত করলেন। -(আহমদ ও তিরমিযী। এবং তিরমিযী বলেছেন এ হাদীসটি গরীব) **৫৫৬-২০০৮**

যে ইয়াতিমকে খাওয়ান সে বেহেশতী

হাদীস : ৪৬৩৬ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন ইয়াতিমকে নিজের খানাপিনাতে শামিল কলে, আশ্রয় দেয়, আল্লাহ তায়ালা তার জন্য নিশ্চয় বেহেশত ওয়াজিব করে দেবেন যে পর্যন্ত না সে এমন কোন গুনাহ করে যা মার্জনার যোগ্য নয়। আর যে ব্যক্তি তিনটি কন্যা অথবা এ পরিমাণ বোনের প্রতিপালন করবে অর্থাৎ, তাদেরকে আদব-কায়দা শিক্ষা দেবে এবং স্নেহ করবে যে পর্যন্ত না তাদেরকে আল্লাহ পাক পরমুখাপেক্ষিতা থেকে মুক্ত করেন, তার জন্য আল্লাহ পাক বেহেশত অবধারিত করবেন। তখন জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! দুটির বেলায়ও কি অনুরূপ সওয়াব পাবে? তিনি বললেন, দু জনের ব্যাপারেও সেই সওয়াব পাবে। রাবী বলেন, এমনকি যদি তারা একজনের ব্যাপারেও জিজ্ঞেস করতেন, তবে একজন সম্পর্কেও তিনি তা-ই বলতেন। তিনি আরও বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা যার দুইটি মূল্যবান প্রিয় বস্তু নিয়ে গিয়েছে, তার জন্য বেহেশত অবধারিত। কেউ জিজ্ঞেস করল, সেই প্রিয় বস্তু দুটি কী? তিনি বললেন, তার চক্ষুদ্বয়। -(শরহে সুন্নাহ) **৫৫৬-২০০৯**

সন্তানকে আদব শিক্ষা দেওয়া উচিত

হাদীস : ৪৬৩৭ ॥ হযরত জাবের ইবনে সামুরা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কোন ব্যক্তি তার সন্তানকে একটি আদব শিক্ষা দেয়া এক সা খাদ্য সদকা করা অপেক্ষা উত্তম। -(তিরমিযী। এবং তিনি বলেছেন, এ হাদীসটি গরীব এবং এ হাদীসের সূত্রে নাসেহ নামীয় বর্ণনাকারী মুহাদ্দেসীনের কাছে নির্ভরযোগ্য নহে)

সন্তানকে উত্তম শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়া উচিত

হাদীস : ৪৬৩৮ ॥ আইউব ইবনে মুসা তার পিতার মাধ্যমে তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল (স) বলেছেন, কোন পিতা তার পুত্রকে শিষ্টাচার অপেক্ষা অধিক শ্রেয় কোন বস্তু দান করতে পারে না। - (তিরমিযী ও বায়হাকী শোআবুল ইমানে। তিরমিযী বলেছেন, আমার মতে হাদীসটি মুরসাল) **ফাঃ ২০১৪**

বিধবা মহিলা কিয়ামতের দিন মর্যাদা পাবে

হাদীস : ৪৬৩৯ ॥ হযরত আওফ ইবনে মালিক আশজারী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমি ও কালো গুণ্ডায়বিশিষ্ট মহিলা কিয়ামতের দিন এভাবে হব। রাবী ইয়াযীদ ইবনে যোবাঈ নিজের মধ্যমা ও তর্জনী আঙুলের প্রতি ইঙ্গিত করে দেখালেন। অর্থাৎ সে এমন মহিলা যার স্বামী নেই। অথচ সে মর্যাদাশীলা ও রূপসী হওয়া সত্ত্বেও ইয়াতিম সন্তানদের লালন-পালনের উদ্দেশ্যে নিজেকে বন্দি করে রেখেছেন, যে পর্যন্ত না তারা পৃথক হয়ে যায় বা মৃত্যুবরণ করে। **ফাঃ ২০১৫**

-(আবু দাউদ)

কন্যার তুলনায় পুত্রকে প্রাধান্য দিতে নেই

হাদীস : ৪৬৪০ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যার একটি কন্যা বা বোন আছে, সে তাকে জীবন্ত প্রোথিত করেনি এবং তাকে তুচ্ছও মনে করেনি; আর তার ওপর পুত্র সন্তানকে প্রাধান্যও দেয়নি, আল্লাহ তায়ালা তাকে বেহেশতে প্রবেশ করাবেন। - (আবু দাউদ) **ফাঃ ২০১৬**

কারণ সামনে অন্যের গীবত করলে নিষেধ করা উচিত

হাদীস : ৪৬৪১ ॥ হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তির সামনে তার কোন মুসলমান ভাইয়ের গীবত করা হয়, আর সে তার সাহায্য করার ক্ষমতা রাখে এবং সে তার সাহায্য করে, আল্লাহ তায়ালা ইহ ও পরকালে তার সাহায্য করবেন। আর যদি সে সাহায্য না করে অথচ সে তার সাহায্য করার ক্ষমতা রাখত, আল্লাহ তায়ালা তাকে ইহকালে ও পরকালে পাকড়াও করবেন। - (শরহে সুন্নাহ) **ফাঃ ২০১৭**

কারণ অনুপস্থিতিতে গীবত করা উচিত নয়

হাদীস : ৪৬৪২ ॥ হযরত আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি তার কোন মুসলমান ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তার মাংস খাওয়া থেকে অন্যকে প্রতিহত করবে, তখন আল্লাহ তায়ালা তার ওপর এই দায়িত্ব হয়ে যায় যে, তাকে দোষখের আগুন থেকে মুক্ত করে দেন। - (বায়হাকী ও শোআবুল ইমানে) **ফাঃ ২০১৮**

একজন অন্যজনকে অপমান করলে তাকে নিষেধ করা উচিত

হাদীস : ৪৬৪৩ ॥ হযরত আবুদদারদা (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, যে কোন মুসলমান তার কোন মুসলমান ভাইয়ের মান-সম্মান বিনষ্ট করা থেকে অন্যকে বিরত রাখে, তখন আল্লাহ তায়ালা তার ওপর অপরিহার্য হয়ে যায় যে, কিয়ামতের দিন তিনি তার ওপর থেকে দোষখের আগুন প্রতিহত করবেন। অতপর রাসূল (স) কুরআনের এ আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন **كَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرَ الْمُؤْمِنِينَ** **ফাঃ ২০১৯**

অর্থ- এবং ঈমানদারদের সাহায্য করা আমার উপর অপরিহার্য কর্তব্য। - (শরহে সুন্নাহ)

ইজ্জতহানির আশঙ্কায় সাহায্য পরিত্যাগ করা উচিত নয়

হাদীস : ৪৬৪৪ ॥ হযরত জাবের (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যে কোন মুসলমান তার কোন মুসলমান ভাইয়ের এমন জায়গায় সাহায্য পরিত্যাগ করবে যেখানে তার সম্মানের লাঘব হচ্ছে, ইজ্জতহানি হচ্ছে, আল্লাহ তায়ালা এমন জায়গায় তার সাহায্য পরিত্যাগ করবেন যেখানে সে নিজেকে সাহায্য করার আকাঙ্ক্ষা করবে। আর যে কোন মুসলমান তার কোন মুসলমান ভাইয়ের এমন স্থানে সাহায্য করবে, যেখানে সে অসম্মানিত হচ্ছে বা তার ইজ্জতহানি হচ্ছে, আল্লাহ তায়ালা তাকে এমন স্থানে সাহায্য করবেন, যেখানে সে নিজেকে সাহায্য করার প্রত্যাশা রাখে। **ফাঃ ২০২০**

-(আবু দাউদ)

মুসলমানের দোষ গোপন রাখতে হয়

হাদীস : ৪৬৪৫ ॥ হযরত উকবা ইবনে আমের (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ দেখে তাকে গোপন রাখল, সে ঐ ব্যক্তির মতই যে জীবন্ত প্রোথিত কোন কন্যাকে বাঁচাল। - (আহমদ ও তিরমিযী এবং তিনি বলেছেন হাদীসটি সহীহ।) **ফাঃ ২০২১**

এক মুসলমানের জন্য অপরাধ মুসলমান আয়ানাস্বরূপ

হাদীস : ৪৬৪৬ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, জেমানদের প্রত্যেকেই আপন মুসলমান ভাইয়ের জন্য আয়ানাস্বরূপ। সুতরাং যখন তার মধ্যে খারাপ কিছু দেখে তখন যেন সে তা দূর করে দেয়। - (তিরমিযী)

এবং এ হাদীসটি যঈফ বলেছেন। তিরমিযী ও আবু দাউদের অপর এক বর্ণনায় আছে, এক মুমিন আরেক মুমিনের আয়না। আর একজন ঈমানদার আরেকজন ঈমানদারের ভাই, যে তাকে ধ্বংসাত্মক বিষয় থেকে রক্ষা করে এবং তার অনুপস্থিতিতে তার স্বার্থ রক্ষা করে।

মুনাফিকের অনিষ্টতা থেকে রক্ষা করে যে সব বেহেশতী

হাদীস : ৪৬৪৭ ॥ হযরত মুয়ায ইবনে আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানকে কোনো মুনাফিকের অনিষ্টতা থেকে রক্ষা করবে, আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের দিন তার জন্য এমন একজন ফেরেশতা পাঠাবেন, যে তার গোশত দোষখের আগুন থেকে রক্ষা করবে। আর যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানকে এমন বিষয়ে অপবাদ দেবে যার দ্বারা সে তাকে কলঙ্কিত করতে চায়, আল্লাহ তায়ালা তাকে দোষখের সেতুর ওপর আবদ্ধ করে রাখবেন, যে পর্যন্ত না সে নিজের কথিত অপবাদের পরিমাণ থেকে অব্যাহতি পাবে। -(আবু দাউদ)

যে নিজের সঙ্গীসাথীদের কাছে ভালো সে আল্লাহর নিকটও ভালো

হাদীস : ৪৬৪৮ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালায় কাছে সেই সঙ্গী-সাথী উত্তম, যে নিজের সঙ্গী-সাথীর কাছে উত্তম। আর আল্লাহর কাছে সেই প্রতিবেশী উত্তম, যে নিজের প্রতিবেশীর কাছে উত্তম। -(তিরমিযী ও দারেমী এবং তিরমিযী বলেছেন, এ হাদীসটি হাসান গরীব)

প্রতিবেশীর প্রশংসা উত্তম আমলের তুল্য

হাদীস : ৪৬৪৯ ॥ হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূল (স)-কে জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি কীভাবে জানতে পারব যে, আমি যা করেছি তা ভালো করেছে বা খারাপ করেছে? তিনি বললেন, যখন তোমার প্রতিবেশীদেরকে বলতে শুনবে যে, তুমি ভালো করেছ, তখন তুমি বুঝতে পারবে যে, অবশ্যই তুমি ভালো কাজই করেছ। আর যখন তাদেরকে বলতে শুনবে যে, তুমি খারাপ কাজ করেছ, তখন তুমি বুঝবে যে, নিশ্চয় খারাপ কাজই করেছ। -(ইবনে মাজাহ)

মানুষের সাথে মর্যাদা অনুযায়ী ব্যবহার করবে

হাদীস : ৪৬৫০ ॥ হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, মানুষের সাথে তাদের মর্যাদানুযায়ী ব্যবহার কর। -(আবু দাউদ)

৫১৬-২০২৬
তৃতীয় পরিচ্ছেদ

প্রতিবেশীর সাথে ভালো ব্যবহার করলে আল্লাহ খুশি হন

হাদীস : ৪৬৫১ ॥ হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবু কোরাদ (রা) থেকে বর্ণিত আছে, একদিন রাসূল (স) অযু করলেন, তখন তাঁর সাহাবীরা অযুর পানি তাদের গায়ে মাখতে লাগলেন। তখন রাসূল (স) তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, কিসে তোমাদেরকে এটি করতে উদ্বুদ্ধ করেছে? তারা বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ভালোবাসা। তখন রাসূল (স) বললেন, যার আন্তরিক বাসনা যে, সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসবে অথবা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যেন তাকে ভালোবাসেন। সে যখন কথা বলে যেন সত্য কথাই বলে। যখন তার কাছে আমানত রাখা হয় তখন সে যেন উক্ত আমানত আদায় করে। এবং প্রতিবেশীর সাথে যেন প্রতিবেশীসুলভ উত্তম আচরণ করে। -(বায়হাকী)

প্রতিবেশীকে অভুক্ত রেখে নিজে পেট পুরে খাওয়া উচিত নয়

হাদীস : ৪৬৫২ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, ঐ ব্যক্তি কামেল ঈমানদার নয়, যে উদরপূর্তি করে খায় আর তার পাশেই তার প্রতিবেশী অভুক্ত রয়েছে। -(বায়হাকী)

প্রতিবেশীকে গালি দিলে ইবাদত কবুল হবে না

হাদীস : ৪৬৫৩ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, একদা জনৈক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! অমুক মহিলা অধিক নামায পড়া, রোযা রাখা এবং দান-সদকা করার ব্যাপারে প্রসিদ্ধ লাভ করেছে। তবে সে নিজের মুখের দ্বারা নিজের প্রতিবেশীদেরকে কষ্ট দেয়। তিনি বললেন, সে জাহান্নামী। লোকটি পুনরায় আরজ করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! অমুক মহিলা যার সম্পর্কে জনশ্রুতি আছে যে, সে কম রেযা রাখে, দান-সদকাও কম করে এবং নামাযও কম পড়ে। তার দানের পরিমাণ হলো পানীরের টুকরাবিশেষ, কিন্তু সে নিজের মুখ দ্বারা আপন প্রতিবেশীদেরকে কষ্ট দেয় না। তিনি বললেন, সে জান্নাতী। -(অহমদ ও বায়হাকী)

ভালো ও মন্দ ব্যক্তি

হাদীস : ৪৬৫৪ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, একদিন রাসূল (স) কতিপয় উপবিষ্ট লোকদের কাছে এসে দাঁড়ালেন এবং বললেন, আমি কি তোমাদেরকে বলে দেব না তোমাদের মধ্যে ভালো লোক কে? আর মন্দ লোক কে?

রাবী বলেন, এ কথা শুনে তারা সকলে চুপ রইল। আর রাসূল (স) কথাটি তিনবার বললেন। তখন এক ব্যক্তি বলে উঠল, জি হ্যাঁ। বলুন ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাদেরকে ভালো থেকে মন্দ থেকে পৃথক করে দিন। তখন তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তিই ভালো যার কাছ থেকে ভালো, আশা করা যায় এবং যার মন্দ আচরণ থেকে নিরাপদে থাকা যায়। আর তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই মন্দ, যার কাছ থেকে ভালো আশা করা যায় না এবং অনিষ্টতা থেকে নিরাপদে থাকা যায় না। -(তিরমিযী ও বায়হাকী শোআবুল ঈমানে)। এবং তিরমিযী বলেছেন এ হাদীসটি হাসান সন্ধীহ)

প্রকৃত মুসলমান ও আল্লাহর প্রিয় বান্দা

হাদীস : ৪৬৫৫ ॥ হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা যেভাবে তোমাদের মধ্যে তোমাদের রিয়ক বণ্টন করেছেন, অনুরূপভাবে তোমাদের চরিত্রও তোমাদের মধ্যে বণ্টন করেছেন। আল্লাহ তায়ালা যাকে ভালোবাসেন এবং যাকে তিনি ভালোবাসেন না, উভয়কেই দুনিয়া দান করেন, কিন্তু দ্বীন শুধু ঐ ব্যক্তিকেই দান করেন, যাকে তিনি ভালোবাসেন। সুতরাং আল্লাহ তায়ালা যাকে দ্বীন দান করেছেন তাকে ভালোবেসেছেন। সেই সত্তার কসম! যার হাতে আমার প্রাণ কোন বান্দা ততক্ষণ পর্যন্ত মুসলমান হবে না যে পর্যন্ত না তার অন্তর ও মুখ মুসলমান হবে এবং কোন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানদার হবে না, যে পর্যন্ত না তার প্রতিবেশী তার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ হবে।

যে অন্যকে ভালোবাসে না তার মধ্যে কল্যাণ নেই **ফাইফ - ২০২৪**

হাদীস : ৪৬৫৬ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) বলেছেন, ঈমানদার হলো ভালোবাসার কেন্দ্রস্থল। তার মধ্যে কোন কল্যাণ নেই যে অন্যকে ভালোবাসে না এবং অন্যরাও তাকে ভালোবাসেন না। -(হাদীস দুটি আহমদ ও বায়হাকী শোআবুল ঈমানে)

যে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করল সে বেহেশতে গেল

হাদীস : ৪৬৫৭ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার উম্মতের মধ্যে কারও অভাব পূরণ করবে, এতে তার উদ্দেশ্য হলো সে ঐ ব্যক্তিকে সন্তুষ্ট করবে, প্রকৃতপক্ষে সে আমাকে সন্তুষ্ট করল। আর যে ব্যক্তি আমাকে সন্তুষ্ট করল, সে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহকেই সন্তুষ্ট করল। আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে সন্তুষ্ট করল, আল্লাহ তাকে বেহেশতে প্রবেশ করাবেন। **ফাইফ - ২০২৫**

ময়লুমের সাহায্য করলে কিয়ামতে মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে

হাদীস : ৪৬৫৮ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন ময়লুমের ফরিয়াদে সাহায্য করবে, আল্লাহ তায়ালা তার জন্য তিহাশুরটি মাগফিরাত লিপিবদ্ধ করবেন। তার মধ্যে একটি মাগফিরাত হলো তার সমুদয় বিষয়ের সংশোধন, আর বাহাশুরটি হলো কিয়ামতের দিন তার মর্যাদা বৃদ্ধির উপকরণ। **ফাইফ - ২০২৬**

যে পরিবারের সাথে সদ্ব্যবহার করে সেই শ্রেষ্ঠ

হাদীস : ৪৬৫৯ ॥ হযরত আনাস ও আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, সমস্ত মাখলুক আল্লাহ তায়ালায় পরিবার। সুতরাং মাখলুকের মধ্যে আল্লাহ তায়ালায় কাছে সেই সর্বাঙ্গীণ প্রিয়, যে আল্লাহর পরিবারের সাথে সদ্ব্যবহার করে। -(হাদীস তিনটি বায়হাকী শোআবুল ঈমানে উল্লেখ করেছেন) **ফাইফ - ২০২৭**

প্রতিবেশীর সাথে ঝগড়া করা উচিত নয়

হাদীস : ৪৬৬০ ॥ হযরত উক্বা ইবনে আমের (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম ঝগড়াটে দু প্রতিবেশীর মোকদ্দমা পেশ হবে। -(আহমদ)

ইয়াতীমের মাথায় হাত বুলালে অন্তর নরম হয়

হাদীস : ৪৬৬১ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, একদা এক ব্যক্তি রাসূল (স)-এর কাছে এসে নিজের হৃদয়ের কাঠিন্য সম্পর্কে অভিযোগ করল। তিনি বললেন, ইয়াতীমের মাথায় হাত বুলাও এবং মিসকীনকে খানা খাওয়াও।

-(আহমদ)

কন্যার হেফাজত সাদকার সমতুল্য

হাদীস : ৪৬৬২ ॥ হযরত সুরাকা ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, আমি কি তোমাদেরকে উত্তম সদকা সম্পর্কে অবগত করব না? তাহলো তোমার ঐ কন্যার প্রতি সদকা করা, যাকে তোমার দিকে ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে। তুমি ছাড়া তার উপার্জনকারী আর কেউ নেই অর্থাৎ স্বামী মারা গিয়েছে অথবা তালাকপ্রাপ্ত কন্যা।

ফাইফ - ২০২৮

-(ইবনে মাজাহ)

ষোড়শ অধ্যায়

আল্লাহকে ভালোবাসার গুরুত্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

মানুষকে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই ভালবাসতে হয়

হাদীস : ৪৬৬৩ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) রাসূল (স) থেকে বর্ণনা করেছেন, যে এক ব্যক্তি অন্য এক বসতিতে তার ভাইয়ের সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে বের হলো। আল্লাহ তায়ালা তার গমন পথে একজন অপেক্ষমান ফেরেশতা বসিয়ে দিলেন। ফেরেশতা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কোথায় যাওয়ার ইচ্ছা রাখ? সে বলল, ঐ গ্রামে আমার একজন ভাই আছে, তার সাক্ষাতে যাচ্ছি। ফেরেশতা জিজ্ঞেস করলেন, তার কাছে তোমার কোনো অনুগ্রহ আছে কি? যার বিনিময় লাভের জন্য তুমি যাচ্ছ। সে বলল, না। আমি তাকে একমাত্র আল্লাহ তায়ালায় সন্তুষ্টির জন্য ভালবাসি। তখন ফেরেশতা বললেন, আমি আল্লাহ তায়ালায় পক্ষ থেকে তোমার কাছে এই সংবাদ দেয়ার জন্য প্রেরিত হয়েছি যে, আল্লাহ তোমাকে অনুরূপ ভালবাসেন যে রূপে তুমি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তাকে ভালবাস। -(মুসলিম)

যে যাদেরকে ভালবাসবে কিয়ামতের দিন সে তাদের সাথেই থাকবে

হাদীস : ৪৬৬৪ ॥ হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, একদা এক ব্যক্তি রাসূল (স)-এর খেদমতে এসে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এমন ব্যক্তি সম্পর্কে আপনার কি অভিমত? যে ব্যক্তি কোনো সম্প্রদায়কে ভালবাসে অথচ তাদের সাথে কখনও সাক্ষাৎ হয়নি। তখন তিনি বললেন, সেই ব্যক্তি তাদের সাথেই রয়েছে যাদেরকে সে ভালবাসে। -(বোখারী ও মুসলিম)

আল্লাহ ও রাসূল (স)-এর ভালবাসা কিয়ামতের সম্পদ

হাদীস : ৪৬৬৫ ॥ হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, একদা এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! কিয়ামত কখন হবে? তিনি বললেন, তোমার জন্য আফসোস! আচ্ছা তুমি তার জন্য কি প্রস্তুত নিয়েছ? সে বলল, তার জন্য আমি কিছুই প্রস্তুত করি নি। তবে আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসি। তখন তিনি বললেন, তুমি যাকে ভালবাস তার সাথেই থাকবে। বর্ণনাকারী আনাস (রা) বলেন, ইসলামের পর মুসলমানদেরকে আমি এতটা খুশী হতেই দেখি নি, আজ রাসূল (স)-এর এ কথাটি শুনে যতটা খুশী হয়েছিল। -(বোখারী ও মুসলিম)

রুহ সেনাবাহিনীর মত সারিবদ্ধ ছিল

হাদীস : ৪৬৬৬ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, রুহ বা আত্মসমূহ সেনাবাহিনীর মত সমবেত ছিল, তখন যারা পরস্পর পরিচিত ও অন্তরঙ্গ ছিল তারা পরস্পর পরিচিত ও বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ ছিল। আর যেগুলো সেই আদিকালে পরস্পরে অপরিচিত ছিল তারা পরস্পরে মতানৈক্য ও অপরিচিত রয়ে গিয়েছে। -(বোখারী। আর মুসলিম এই হাদীসটি হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন।)

আল্লাহ যাকে ভালবাসেন সমস্ত ফেরেশতাগণও তাকে ভালবাসেন

হাদীস : ৪৬৬৭ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা যখন কোনো বান্দাকে ভালবাসেন তখন জিবরাঈল (আ)-কে ডেকে বলেন, আমি অমুক বান্দাকে ভালবাসি, সুতরাং তুমিও তাকে ভালবাস। অতপর জিবরাঈল (আ) তাকে ভালবাসতে থাকেন। তারপর আকাশে ঘোষণা করে দেন যে, আল্লাহ তায়ালা অমুক বান্দাকে ভালবাসেন, সুতরাং তোমরা সকলেও তাকে ভালবাসে। তখন আকাশবাসীও তাকে ভালবাসতে থাকে। অতপর সেই বান্দার জন্য যমীনেও জনপ্রিয়তা দান করা হয়। আর আল্লাহ তায়ালা যখন কোনো বান্দাকে ঘৃণা করেন তখন তিনি জিবরাঈল (আ)-কে ডেকে বলেন, আমি অমুক বান্দাকে ঘৃণা করি, তুমিও তাকে ঘৃণা কর। তখন জিবরাঈলও তাকে ঘৃণা করেন, এরপর আকাশেও ঘোষণা করে দেন যে, আল্লাহ তায়ালা অমুক ব্যক্তিকে ঘৃণা করেন, তোমরাও তাকে ঘৃণা কর। তখন আকাশবাসীরাও তাকে ঘৃণা করতে থাকে। অতপর তার জন্য যমীনেও জনমনে ঘৃণা সৃষ্টি হয়। -(বোখারী)

কিয়ামতের দিন আল্লাহর ছায়া ছাড়া কোনো ছায়া থাকবে না

হাদীস : ৪৬৬৮ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা বলবেন, আমার সুমহান ইজ্জতের খাতিরে যারা পরস্পরে ভালোবাসা স্থাপন করেছে, তারা কোথায়? আজ আমি তাদেরকে আমার বিশেষ ছায়ায় স্থান দেব। আজ এমন দিন, আমার ছায়া ছাড়া আর কোনো ছায়া নেই। -(মুসলিম)

ভাল লোকের নমুনা যেমন আতর বিক্রেতা

হাদীস : ৪৬৬৯ ॥ হযরত আবু মূসা আশআরী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, ভাল লোকের সঙ্গ এবং মন্দ লোকের সাথে দৃষ্টান্ত যথাক্রমে কস্তুরী বিক্রেতা আর কামারের হাপরে ফুঁ দানকারীর মত। কস্তুরী বিক্রেতা হয়তো তোমাকে এমনিতেই কিছু দিয়ে দেবে অথবা তুমি তার কাছ থেকে কিছু খরিদ করবে অথবা তার সুঘ্রাণ তুমি পাবে। আর কামারের হাপরের ফুল্কি তোমার জামা-কাপড় জ্বালিয়ে দেবে অথবা উহার দুর্গন্ধ তো তুমি পাবেই।

—(বোখারী ও মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আল্লাহর উদ্দেশ্যেই লোকদের ভালবাসতে হয়

হাদীস : ৪৬৭০ ॥ হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, যারা আমার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে পরস্পরকে ভালবাসে, আমার উদ্দেশ্যে সমাবেশে মিলিত হয়, আমার উদ্দেশ্যে পরস্পরে সাক্ষাৎ করে এবং আমার উদ্দেশ্যেই নিজের মাল-সম্পদ ব্যয় করে। আমার ভালবাসা তাদের জন্য অবধারিত। —(মালিক)

আর তিরমিযী এক বর্ণনায় আছে, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা বলেন, আমার মর্যাদার খাতিরে যারা পরস্পর ভালবাসা স্থাপন করে, তাদের জন্য পরকালে নূরের এমন সুউচ্চ মিনার হবে যে, তাদের জন্য রাসূল এবং শহীদগণও ঈর্ষা করবেন।

কিয়ামতে যাদের মর্যাদা দেখে শহীদগণ ঈর্ষা করবেন

হাদীস : ৪৬৭১ ॥ হযরত আমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে এমন কতিপয় লোক আছে, যারা নবীও নন এবং শহীদও নন। কিন্তু কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালায় কাছের তাদের মর্যাদা দেখে নবী, শহীদগণও ঈর্ষা করবেন। সাহাবাগণ আরয় করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাদেরকে বলুন কে তারা? তিনি বললেন, তারা এমন এক সম্প্রদায় যারা শুধু আল্লাহর রূহ দ্বারা একে অপরকে ভালবাসে। অথচ তাদের মধ্যে কোন প্রকারে আত্মীয়তা নেই এবং তাদের পরস্পরে মাল-সম্পদের লেন-দেনও নেই। আল্লাহর কসম! তাদের চেহারা হবে জ্যোতির্ময় এবং তারা উপবিষ্ট হবেন নূরের ওপর। তারা ভীত-সন্ত্রস্ত হবেন না, যখন সমস্ত মানুষ ভীত থাকবে। তারা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবে না, যখন সকল মানুষ দুশ্চিন্তায় নিমগ্ন থাকবে। অতপর তিনি এই আয়াতটি পাঠ করলেন, অর্থ, “জেনে রাখ! নিশ্চয় আল্লাহর বন্ধুদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুশ্চিন্তাগ্রস্তও হবেন না।” —(আবু দাউদ আর শরহে সুন্নাহ গ্রন্থে আবু মালেকের বর্ণনায় মাসাবীহ শব্দে কিছু অতিরিক্তসহ বর্ণিত হয়েছে। অনুরূপভাবে শৌআবুল ইমান বইয়েও)

আল্লাহর খুশির জন্য তাকেও ঘৃণা করা ঈমানের একটি শাখা

হাদীস : ৪৬৭২ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, একদা রাসূল (স) আবু যার (রা)-কে বললেন, হে আবু যার! ঈমানের কোন শাখাটি অধিক মজবুত? তিনি বললেন, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই অধিক জ্ঞাত। তখন রাসূল (স) বললেন, একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে পরস্পর বন্ধুত্ব করা, আল্লাহর খুশীর জন্য কাউকেও মহব্বত করা এবং তাঁর খুশীর জন্যই কাউকেও ঘৃণা করা। —(বায়হাকী)

রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়া উত্তম কাজ

হাদীস : ৪৬৭৩ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যখন কোন মুসলমান তার কোন রুগ্ন ভাইয়ের পরিচর্যায় যায় বা তার সাক্ষাতে যায়, তখন আল্লাহ তায়ালা বলেন, তুমি উত্তম কাজ করেছে। তোমার পদচারণা উত্তম হয়েছে এবং তুমি বেহেশতে বাসস্থান তৈরি করে নিয়েছ।

—(তিরমিযী এবং তিনি বলেছেন, এ হাদীসটি গরীব)।

যাকে মহব্বত করবে তারও উচিত মহব্বত করা

হাদীস : ৪৬৭৪ ॥ হযরত মিকদাদ ইবনে মাদীকারাব (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যখন কোন ব্যক্তি অপর কোন মুসলমান ভাইকে মহব্বত করে, তখন তাকে যেন জানিয়ে দেয় যে, সে তাকে মহব্বত করে।

—(আবু দাউদ ও তিরমিযী)

যার সাথে মহব্বত থাকবে কিয়ামতের দিন তার সাথেই থাকবে

হাদীস : ৪৬৭৫ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূল (স)-এর কাছে দিয়ে গমন করল। এ সময় তাঁর কাছে কতিপয় লোক উপস্থিত ছিল। উপস্থিত লোকদের এক ব্যক্তি বলে ওঠল, আমি এ ব্যক্তিকে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য মহব্বত করি। তখন রাসূল (স) জিজ্ঞেস করলেন, এ কথাটি তুমি কি তাকে জানিয়েছ? সে বলল, না। রাসূল (স)

বললেন, ওঠ, তার কাছে গিয়ে তাকে তা জানিয়ে দাও। তখন সে তার কাছে গেল এবং তাকে তা জানিয়ে দিল। উত্তরে লোকটি বলল, ঐ সত্তার ভালবাসা তুমি ভাল কর, যার জন্য তুমি আমাকে ভালবেসেছ। বর্ণনাকারী বলেন, অতপর সে পুনরায় ফিরে এল, রাসূল (স) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তখন ঐ ব্যক্তি যা বলেছেন সে তা রাসূল (স)-কে জানাইলেন। তখন রাসূল (স) বললেন, তুমি তার সাথেই হবে যাকে তুমি মহব্বত কর। আর তুমি তোমার নিয়তের প্রতিদান পাবে। - (বায়হাকী শোআবুল ঈমানে। তিরমিযীর এক বর্ণনায় আছে, মানুষ ঐ ব্যক্তির সাথে সাথী হবে যাকে সে মহব্বত করে। সে তারই প্রতিদান পাবে যা সে অর্জন করেছে)।

ঈমানদার ব্যতীত কাকেও সাথী করা উচিত নয়

হাদীস : ৪৬৭৬ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত তিনি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছেন, ঈমানদার ছাড়া কাউকেও সাথী কর না। আর পরহেযগার ছাড়া অন্য কেউ যেন তোমার খানা না খায়।

-(তিরমিযী, আবু দাউদ ও দারেমী)

সব সময় ভাল চরিত্রবান বন্ধু বানাতে হয়

হাদীস : ৪৬৭৭ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, মানুষ তার বন্ধুর আদর্শে গড়ে ওঠে। সুতরাং তোমাদের প্রত্যেকের লক্ষ্য রাখা উচিত সে কাকে বন্ধু বানাচ্ছে। -আহমদ, তিরমিযী, আবু দাউদ ও বায়হাকী শোআবুল ঈমানে। এবং ইমাম তিরমিযী বলেছেন, এ হাদীসটি হাসান গরীব। আল্লামা নবী (র) বলেছেন, এর সূত্র সহীহ।

কারও সাথে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করতে হলে পরিচয় জেনে নেওয়া উচিত

হাদীস : ৪৬৭৮ ॥ হযরত ইয়াযীদ ইবনে নাআমাহ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন এক ব্যক্তি আরেক ব্যক্তির সাথে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করে, তখন সে যেন তার নাম, তার পিতার নাম এবং তার বংশ গোত্রের পরিচয় জেনে নেয়। কেননা, এটা বন্ধুত্বকে সুদৃঢ় করে। - (তিরমিযী)

২৫২০ - ২০২১

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আল্লাহর জন্য মহব্বত করা উত্তম কাজ

হাদীস : ৪৬৭৯ ॥ হযরত আবু যর (রা) বলেন, একদিন রাসূল (স) আমাদের সামনে এসে বললেন, তোমরা কি জান যে, আল্লাহ তায়ালায় কাছে কোন কাজ সর্বাধিক প্রিয়? জনৈক ব্যক্তি এসে বলে ওঠল, নামায ও যাকাত। আরেকজন বলল, জিহাদ। তখন রাসূল (স) বললেন, নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালায় কাছে সর্বাপেক্ষা প্রিয় কাজ হল একমাত্র আল্লাহর জন্য মহব্বত রাখা এবং আল্লাহর জন্য শরুতা করা। - (আমহমদ ও আবু দাউদ। তবে আবু দাউদ হাদীসের কেবল শেষ অংশটি বর্ণনা করেছেন)

২৫২০ - ২০৬০

এক বান্দাকে সম্মান করলে আল্লাহকেই সম্মান করা হয়

হাদীস : ৪৬৮০ ॥ হযরত আবু উমামা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, এক বান্দা আরেক বান্দাকে আল্লাহর জন্য মহব্বত করলে সে যেন তার মহামহীয়ান রবকেই সম্মান করল। - (আহমদ)

যাদের দেখলে আল্লাহর স্মরণ হয় তারাই ভাল

হাদীস : ৪৬৮১ ॥ হযরত আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছেন, আমি কি তোমাদেরকে জানিয়ে দিব না। তোমাদের মধ্যে ভাল লোক কে? তারা সকলেই বললেন, হাঁ, বলুন ইয়া রাসূলুল্লাহ! তখন তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে তারাই উত্তম যাদেরকে দেখলে আল্লাহর স্মরণ হয়। - (ইবনে মাজাহ) %

যত দূরেই থাকুক না কেন দুই বন্ধু কিয়ামতের দিন একত্র হবে

হাদীস : ৪৬৮২ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যদি দুইজন বান্দা মহান আল্লাহর জন্য একে অপরকে ভালবাসে, অথচ একজন প্রাচ্যে এবং অপরজন পাশ্চাত্যে বাস করে। আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের দিন তাদের উভয়কে একত্র করে বলবেন, এই সেই ব্যক্তি যাকে তুমি আমার সন্তুষ্টির জন্য মহব্বত করত। % &

আল্লাহর সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ভালবাসবে

হাদীস : ৪৬৮৩ ॥ হযরত আবু রাযীন (রা) থেকে বর্ণিত, একদা রাসূল (স) তাকে বললেন, আমি কি তোমাদেরকে ধীন ইসলামের বুনিয়াদী বিষয় সম্পর্কে জ্ঞাত করব না? যার দ্বারা তুমি দুনিয়া ও আখেরাতে কল্যাণ লাভ করতে পারবে। তুমি সর্বদা আহলে যিক্রের সাহচর্য অবধারিত করে নাও। আর যখন একাকী হও তখন সাধ্যানুযায়ী আল্লাহ তায়ালায় যিক্রের সাহচর্য রসনাকে রত রাখ। আর আল্লাহ তায়ালায় সন্তুষ্টির জন্য কাউকে ভালবাসে এবং আল্লাহ তায়ালায় সন্তুষ্টির জন্য কারও সাথে শরুতা রাখবে। হে আবু রাযীন তুমি কি জান? যখন কোন ব্যক্তি তার কোন মুসলমান ভাইয়ের সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে নিজের ঘর থেকে বের হয় তখন তার পেছনে সত্তর হাজার ফেরেশতা থাকে।

-(তারা সকলে তার জন্য দোয়া করে এবং বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! এই ব্যক্তি শুধুমাত্র তোমার সন্তুষ্টির জন্য মিলিত হয়েছে। অতএব তুমিও তাকে তোমার অনুগ্রহের অন্তর্ভুক্ত কর। সুতরাং তুমি যদি তোমার দেহকে এ কাজে ব্যবহার করতে পার তবে তাই কর।

১৫২০ - ২০৬৬

বেহেশতে ইয়াকুত পাথরের স্তম্ভ রয়েছে

হাদীস : ৪৬৮৪ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, একদা আমি রাসূল (স)-এর সাথে ছিলাম, তখন রাসূল (স) বললেন, বেহেশতে অবশ্যই ইয়াকুত পাথরের স্তম্ভসমূহ রয়েছে, যার ওপরে জমররদের বালাখানা রয়েছে। তার দ্বারসমূহ সর্বদা উন্মুক্ত। যারা উজ্জ্বল তারকারাজির মত চকচক করছে। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তাতে কারা বাস করবে? তিনি বললেন, ঐ সমস্ত লোকেরা যারা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য পরস্পরের সাথে মহব্বত রাখে, আল্লাহর মহব্বতে একত্রে বসে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য পরস্পরে সাক্ষাৎ করে।

১৫২০ - ২০৬৪

-(হাদীস তিনটি বায়হাকী শোআবুল ইমানে)

সপ্তদশ অধ্যায়

সম্পর্ক ত্যাগ, বিচ্ছিন্নতা ও দোষাশেষণের নিষেধাজ্ঞা

প্রথম পরিচ্ছেদ

তিনদিনের বেশি কথা না বলে থাকা উচিত নয়

হাদীস : ৪৬৮৫ ॥ হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কোন ব্যক্তির জন্য হালাল নয় যে, তিন দিনের অধিক সে অপর কোন মুসলমান ভাইকে ত্যাগ করে। কোথাও পরস্পরে দেখা-সাক্ষাৎ হলে একজন একদিকে আরেকজন অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, আর তাদের দুজনের মধ্যে সে-ই উত্তম, যে প্রথমে সালাম করবে।

-(বোখারী ও মুসলিম)

ক্রয়-বিক্রয় ধোঁকাবাজি করবে না

হাদীস : ৪৬৮৬ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কারও সম্পর্কে মন্দ ধারণা থেকে বেঁচে থাক। কেননা, আনুমানিক ধারণা বড় ধরনের মিথ্যা। কারও কোন দোষের কথা জানতে চেষ্টা করো না। গোয়েন্দাগিরি কর না। ক্রয়-বিক্রয়ে ধোঁকাবাজি করবে না। পরস্পর হিংসা রাখিও না। পরস্পর শত্রুতা কর না এবং একে অন্যের পেছনে লাগিও না। বরং পরস্পর এক আল্লাহর বান্দা ও ভাই ভাই হয়ে থাক, অপর এক বর্ণনায় আছে, পরস্পর লোভ-লালসা কর না। -(বোখারী ও মুসলিম)

পরস্পর মীমাংসা করার সুযোগ দিতে হয়

হাদীস : ৪৬৮৭ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার বেহেশতের দরজা খোলা হয় এবং এমন সব বান্দাকে মাফ করে দেওয়া হয়, যে আল্লাহর সঙ্গে কোন কিছুকে শরীক না করে। তবে ঐ ব্যক্তিকে ক্ষমা করা হয় না। যার মধ্যে ও তার কোন ভাইয়ের মধ্যে হিংসা-বিত্ত্বৈষ বিদ্যমান আছে। তখন ফেরেশতাদেরকে বলা হয়, এদেরকে পরস্পর মীমাংসা করার জন্য সুযোগ দাও। -(মুসলিম)

সপ্তাহে দুবার মানুষের কার্যাবলী আল্লাহর দরবারে পেশ করা হয়

হাদীস : ৪৬৮৮ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, প্রত্যেক সপ্তাহে দুবার সোমবার ও বৃহস্পতিবার সকল মানুষের কার্যাবলী আল্লাহ তায়ালার দরবারে পেশ করা হয় এবং প্রত্যেক মুমিন বান্দাকে ক্ষমা করা হয়। কিন্তু সেই ব্যক্তিকে ক্ষমা করা হয় না, যে আপন কোন মুসলমান ভাইয়ের সাথে শত্রুতা পোষণ করে। তাদের সম্পর্কে বলা হয়, যাতে তারা আপোষ হতে পারে সেই পর্যন্ত তাদেরকে অবকাশ দাও। -(মুসলিম)

তিনটি ব্যাপারে মিথ্যা অনুমতি আছে

হাদীস : ৪৬৮৯ ॥ হযরত উম্মে কুলসুম বিনতে উকবরা ইবনে আবু মুআইত (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি যে, ঐ ব্যক্তি মিথ্যাবাদী নয়, যে লোকদের মধ্যে আপোষ-মীমাংসা করে এবং উভয় পক্ষকে ভাল কথা বলে, আর একজনের পক্ষ থেকে অপর জনকে উত্তম কথা শোনায়। -(বোখারী ও মুসলিম)

মুসলিমের এক বর্ণনায় এ কথাটিও বর্ণিত আছে যে, রাবী উম্মে কুলসুম (রা) বলেছেন, আমি রাসূল (স)-কে তিনটি ব্যাপারে ছাড়া অন্য কোন ব্যাপারে মিথ্যা বলার অনুমতি দিতে শুনিনি। ১। যুদ্ধক্ষেত্রে, ২। বিবাদমান দুই পক্ষের লোকদের মধ্যে মীমাংসার জন্য; এবং ৩। স্বামী তার স্ত্রীকে এবং স্ত্রী তার স্বামীকে কথা-বার্তা বলার সময়। হযরত জাবেরের বর্ণিত হাদীস ওয়াসুওয়াসা অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তিন বিষয়ে মিথ্যা বলা যাবে

হাদীস : ৪৬৯০ ॥ হযরত আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রা) বলেন রাসূল (স) বলেছেন, তিন অবস্থা ছাড়া মিথ্যা বলা হালাল নয়। ১। নিজের স্বীকৃতি সন্তুষ্ট করার জন্য স্বামীর মিথ্যা বলা। ২। যুদ্ধ সংক্রান্ত ব্যাপারে মিথ্যা বলা এবং ৩। বিবাদমান মানুষের মধ্যে আপোষ-মীমাংসার উদ্দেশ্যে মিথ্যা বলা। -(আহমদ ও তিরমিযী)

দেখা হওয়ার পর তিনবার সালাম দেবে

হাদীস : ৪৬৯১ ॥ হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, কোন মুসলমানের পক্ষে উচিত নয় যে, তিন দিনের অধিক অপর কোন মুসলমানের সাথে সম্পর্ক ত্যাগ করে। অতপর যখনই তার সাথে সাক্ষাৎ হয় তাকে তিনবার সালাম করবে। যদি সে একবারও জওয়াব না দেয়, তবে সে-তার গুনাহ নিয়ে ফিরবে। -(আবু দাউদ)

তিন দিনের বেশি সম্পর্ক ছিন্ন রাখা উচিত নয়

হাদীস : ৪৬৯২ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, কোন মুসলমানের জন্য এটা জায়েয নয় যে, তিন দিনের ওপরে তার কোন মুসলমান ভাইয়ের সাথে সম্পর্ক ত্যাগ করে। অতএব যে ব্যক্তি তিন দিনের ওপরে সম্পর্ক ত্যাগ করে মারা যায়, সে দোষে প্রবেশ করবে। -(আহমদ ও আবু দাউদ)

এক বছর পর্যন্ত কথা-বার্তা বন্ধ থাকা হত্যারই নামান্তর

হাদীস : ৪৬৯৩ ॥ হযরত আবু খেরাশ সুলামী (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছেন, যে, ব্যক্তি তার কোন মুসলমান ভাইয়ের সাথে এক বছর সম্পর্ক ছিন্ন রাখল, তখন তা তার রক্তপাত করারই নামান্তর।

-(আবু দাউদ)

তিন দিনের বেশি সম্পর্ক ছিন্ন রাখা জায়েয নেই

হাদীস : ৪৬৯৪ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কোন ঈমানদারের জন্য জায়েয নয় যে, সে কোন ঈমানদারের সাথে তিন দিনের ওপরে সম্পর্ক ত্যাগ করে। যদি তিন দিন অতিক্রম হয়ে যায় তখনই যেন তার সাথে সাক্ষাৎ করে এবং তাকে সালাম করে। সে সালামের জওয়াব দিলে তারা উভয়েই সওয়াবের অংশীদার হবে। আর যদি সে জওয়াব না দেয়, তখন সে গুনাহ সমেত ফিরবে, আর সালাম প্রদানকারী সম্পর্ক ত্যাগজনিত গুনাহ হতে মুক্ত হয়ে যাবে। -(আবু দাউদ)

হিফজ - ১০৬৫

আপোষ মীমাংসা করা সবচেয়ে বড় মর্খাদা

হাদীস : ৪৬৯৫ ॥ হযরত আবুদারদা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমি কি তোমাদেরকে এমন জিনিসের কথা বলে দেব না যার মর্খাদা রোযা, সদকা এবং নামায হতেও উত্তম? আমরা বললাম, হ্যাঁ বলুন। তিনি বললেন, বিবাদমানদের মধ্যে আপোষ করিয়ে দেয়া পক্ষান্তরে আপোষের বিবাদ মস্তক মুগুনকারী।

-(আবু দাউদ ও তিরমিযী) এবং তিনি বলেন, এই হাদীসটি সহীহ

হত্যা ও শত্রুতা মুসলমানের কাজ নয়

হাদীস : ৪৬৯৬ ॥ হযরত যুবাইর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমাদের আগেকার উম্মতসমূহের ব্যাধি তোমাদের দিকেও সংক্রমিত হয়েছে। অর্থাৎ, হিংসা ও শত্রুতা। এটাই হল মুগুনকারী। আমি এটা বলছি না যে, মাথার মুগুন করে, বরং এটা দ্বীনের মূলোচ্ছেদ করবে। -(আহমদ ও তিরমিযী)

হিংসা আগুনের মত মানুষ ধ্বংস করে

হাদীস : ৪৬৯৭ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, হিংসা থেকে তোমরা নিজকে বাঁচাও। কেননা, আগুন যেভাবে কাঠকে খেয়ে ফেলে অনুরূপভাবে হিংসা-বিদ্বেষ নেক আমলসমূহকে খেয়ে ফেলে।

হিফজ - ১০৬৬

-(আবু দাউদ)

বিভেদ সৃষ্টি করা জঘন্য পাপ

হাদীস : ৪৬৯৮ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত রাসূল (স) বলেছেন, আপোষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির মত মন্দ কাজ থেকে তোমরা নিজেকে বাঁচিয়ে রাখ। কেননা, এটা মুগুনকারী। -(তিরমিযী)

টীকা

হাদীস নং : ৪৬৯১ ॥ দু' কারণে গুনাহগার হবে- (১) সালামের জওয়াব না দেয়া, (২) তিন দিনের বেশী কথাবার্তা না বলা।

কারও ক্ষতি করলে আল্লাহ তার ক্ষতি করবেন

হাদীস : ৪৬৯৯ ॥ হযরত আবু সিরমাহ (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি কারও ক্ষতিসাধন করবে, আল্লাহও তাঁর ক্ষতি করবেন। আর যে ব্যক্তি কাউকে বিপদে ফেলবে আল্লাহ তায়ালা তাকেও বিপদে ফেলবেন।

—(ইবনে মাজাহ ও তিরমিযী)

ঈমানদারকে কষ্ট দেওয়া অভিশপ্তের কাজ

হাদীস : ৪৭০০ ॥ হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, অভিশপ্ত সে যে কোন ঈমানদারকে কষ্ট দেয় অথবা তার সঙ্গে প্রতারণা করে। —(তিরমিযী এবং তিনি বলেছেন, হাদীসটি গরীব) **ফাইফ-২০৬৭**

মুসলমানদের লজ্জা দেওয়া জায়েয নেই

হাদীস : ৪৭০১ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, একদা রাসূল (স) মিশরে আরোহণ করে উচ্চঃস্বরে বললেন, হে ঐ সকল লোকজন! যারা মুখে ইসলাম গ্রহণ করেছে, অথচ অন্তরের গহীনে ঈমানের প্রভাব পৌঁছেনি, তোমরা খাঁটি মুসলমানদেরকে কষ্ট দিও না। তাদেরকে লজ্জা দিও না এবং তাদের গোপন দোষ অব্বেষণ কর না। কারণ, যে ব্যক্তি তার কোন মুসলমান ভাইয়ের দোষাব্বেষণ করবে, আল্লাহ তায়ালাও তার দোষ অব্বেষণ করবে। আর আল্লাহ তায়ালা যার দোষ খুঁজবেন তাকে অপমান করবেন, যদিও সে তার গৃহের ভিতরে লুক্কায়িত থাকে। —(তিরমিযী)

অন্যায়ভাবে মুসলমানদের মান-সম্মান ক্ষুণ্ণ করা যুদ্ধের সমতুল্য

হাদীস : ৪৭০২ ॥ হযরত সাঈদ ইবনে য়ায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন সবচেয়ে জঘন্য সুদ হল অন্যায়ভাবে কোন মুসলমানের মান-সম্মানের ওপর আক্রমণ করা। —(আবু দাউদ ও বায়হাকী)

মানুষের ইজ্জত-আক্র হানি করা জঘন্য অপরাধ

হাদীস : ৪৭০৩ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমার পরওয়ারদেগার যখন আমাকে মে'রাজে নিয়ে গেলেন, তখন আমি এমন কতিপয় লোকদের পাশ দিয়ে গমন করলাম, যাদের নখ ছিল আমার। তা দ্বারা নিজের মুখমণ্ডল ও বক্ষ আঁচড়াচ্ছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে জিবরাঈল! এরা কারা? তিনি বললেন, এরা ঐ সকল লোক যারা মানুষের মাংস খেত এবং তাদের ইজ্জত-আক্র হানি করত। —(আবু দাউদ)

গীবত অল্প হলেও তা অন্যায়

হাদীস : ৪৭০৪ ॥ হযরত মুসতাওরিদ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের গীবতের বিনিময়ে এক গ্রাসও ভক্ষণ করবে, আল্লাহ তায়ালা তাকে সমপরিমাণ দোষখের আগুন খাওয়াবেন। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে আপন করার বিনিময়ে কাপড় পরিধান করবে। আল্লাহ তায়ালা তাকে সমপরিমাণ দোষখের আগুনে কাপড় পরিধান করাবেন। আর যে ব্যক্তি কাউকেও হেয় প্রতিপন্ন করে লোকদের কাছে নিজের বড়াই প্রকাশ করে এবং শ্রেষ্ঠত্ব দেখায়, কিয়ামতের দিন স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা তার লোক শোনানো ও রিয়াকারী প্রকাশের জন্য দাঁড়াবেন।

—(আবু দাউদ)

আল্লাহ সম্পর্কে ভাল ধারণা পোষণ করা ইবাদতের অংশ

হাদীস : ৪৭০৫ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে ভাল ধারণা পোষণ করাও উত্তম ইবাদতের আওতাভুক্ত। —(আহমদ ও আবু দাউদ) **ফাইফ-২০৬৮**

কোন বিষয়ে হিংসা করা জায়েয নেই

হাদীস : ৪৭০৬ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, এক সময় হযরত সাক্ষিয়্যার উটটি অসুস্থ হয়ে পড়ল এবং সেই সময় হযরত যয়নবের কাছে একটি অতিরিক্ত সওয়াবী ছিল। তখন রাসূল (স) যয়নবকে বললেন, সাক্ষিয়্যাকে ঐ উটটি নিয়ে দাও। উত্তরে হযরত যয়নব বললেন, আমি কি ঐ ইহুদীকে তা প্রদান করব? এ কথাটি শুনে রাসূল (স) রাগান্বিত হলেন এবং খিলহজ্জ, মহররম ও সফর মাসের কিছুদিন পর্যন্ত তাঁর সাথে সম্পর্ক ত্যাগ করে রইলেন। —(আবু দাউদ)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

দোষ নিজের ওপর চাপিয়ে নেয়া উত্তম

হাদীস : ৪৭০৭ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, একদা হযরত ঈসা ইবনে মরিয়ম (আ) দেখলেন, এক ব্যক্তি চুরি করেছে। তখন হযরত ঈসা তাকে বললেন, তুমি চুরি করেছে? সে বলল কখনও না। সেই সত্তার কসম! যিনি ছাড়া অন্য কোন মাবুদ নেই। তখন হযরত ঈসা (আ) বললেন, আমি আল্লাহর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করলাম এবং নিজেকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করলাম। —(মুসলিম)

দরিদ্রতা কুফরীতে লিপ্ত করতে পারে

হাদীস : ৪৭০৮ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, দরিদ্রতার মাধ্যমে কুফরী পর্যন্ত পৌছানোর উপক্রম রয়েছে এবং ঈর্ষা তকদীরের ওপর বিজয়ী হওয়ার উপক্রমে পৌছিয়ে দেয়। **হাফিজ-২০৪০**

ক্ষমা প্রার্থনা করলে ক্ষমা করা উচিত

হাদীস : ৪৭০৯ ॥ হযরত জাবের (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি তার কোন মুসলমান ভাইয়ের কাছে ক্ষমা চায়, কিন্তু সে তাকে ক্ষমার যোগ্য মনে করে না অথবা তার ক্ষমা গ্রহণ করে না, তখন সেই ব্যক্তি অন্যায়ভাবে উশর আদায়কারীর সমপরিমাণ গুনাহগার হবে। -(হাদীসটি দুটি বায়হাকী শোআবুল ঈমানে। তিনি বলেন, মাক্কাস বলে উশর আদায়কারী তহসীলদারকে) **হাফিজ-২০৪২**

অষ্টাদশ অধ্যায়

সব কাজে সাবধানতা ও ধীরস্থিরতা অবলম্বন করা

প্রথম পরিচ্ছেদ

মুমিনকে একই গর্তে দুবার দংশন করা যায় না

হাদীস : ৪৭১০ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, মুমিনকে একটি গর্ত হতে দুবার দংশন করা যায় না। -(বোখারী ও মুসলিম)

সহনশীলতা ও গাঠীর্থ উত্তম গুণ

হাদীস : ৪৭১১ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) আবদুল কায়েম গোত্রপতি আশজ্জাকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমার মধ্যে এমন দুটি উত্তম গুণ বিদ্যমান আছে যাকে আল্লাহ তায়ালা পছন্দ করেন। সহনশীলতা ও গাঠীর্থ। -(মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তাড়াহুড়া করা শয়তানের কাজ

হাদীস : ৪৭১২ ॥ হযরত সাইল ইবনে সাদ আসসায়েদী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, ধীরস্থিরতা আল্লাহর পক্ষ হতে, আর তাড়াহুড়া শয়তানের পক্ষ থেকে। -(তিরমিযী আর তিনি বলেছেন, হাদীসটি গরীব)

অভিজ্ঞতা অর্জন না করলে জ্ঞান হওয়া যায় না

হাদীস : ৪৭১৩ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, হোঁচট খাওয়া ছাড়া কেউ সহনশীল হয় না এবং অভিজ্ঞতা অর্জন ছাড়া কেউ জ্ঞানী হতে পারে না। -(আহমদ তিরমিযী তিনি বলেন, এই হাদীসটি গরীব)

হাফিজ-২০৪২ যে কোন কাজ চিন্তা-ভাবনা করে করা উচিত

হাদীস : ৪৭১৪ ॥ হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূল (স)-কে বললেন, আমাকে উপদেশ দিন। তখন তিনি বললেন, চিন্তা-ভাবনা করে সকল কাজ কর। যদি তার পরিমাণ উত্তম বলে বিবেচনা হয়, তবে তা সম্পাদন কর, আর যদি মন্দের আশংকা থাকে তখন তা থেকে রত থাক। -(শরহে সুন্নাহ) **হাফিজ-২০৪৬**

কাজ ধীরে-সুস্থে করার মধ্যে কল্যাণ নিহিত

হাদীস : ৪৭১৫ ॥ হযরত মুসআব ইবনে সাদ তার পিতা থেকে, বর্ণনাকারী আমাশ বলেন, আমার ধারণা তিনি রাসূল (স) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, প্রত্যেক কাজই ধীরে সুস্থে করার মধ্যে কল্যাণ রয়েছে, তবে আশ্বেরাতের আমল এর ব্যতিক্রম। -(আবু দাউদ)

মধ্যম পন্থা অবলম্বন নবুওয়াতের চব্বিশ ভাগের এক ভাগ

হাদীস : ৪৭১৬ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সারজাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, উত্তম চাল-চলন, ধীরস্থির এবং মধ্যমপন্থা অবলম্বন নবুওয়াতের চব্বিশ ভাগের এক ভাগ। -(তিরমিযী)

সচ্চরিত্রতা ও উত্তম চালচলন নবুওয়াতের পঁচিশ ভাগের এক ভাগ

হাদীস : ৪৭১৭ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, সচ্চরিত্রতা ও উত্তম চাল-চলন এবং মধ্যমপন্থা অবলম্বন করা নবুওয়াতের পঁচিশ ভাগের এক ভাগ। -(আবু দাউদ)

আমানতদারীর প্রকৃত লক্ষণ

হাদীস : ৪৭১৮ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যখন কোন ব্যক্তি কোন কথা বলে। এদিক-ওদিক চায়, তখন তা আমানত। -(তিরমিযী ও আবু দাউদ)

যার কাছে পরামর্শ চাওয়া হয় সে আমানতদার

হাদীস : ৪৭১৯ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত রাসূল (স) আবুল হাইসাম ইবনে তাইয়্যোহানকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কোন খাদেম আছে কি? তিনি বললেন, না। তখন রাসূল (স) বললেন, যখন আমাদের কাছে কয়েদী আসবে তখন তুমি আমাদের কাছে এস। অতপর রাসূল (স)-এর কাছে দুজন কয়েদী আনা হল এবং এ সময় আবুল হাইসামও এসে উপস্থিত হলেন। তখন রাসূল (স) আবুল হাইসামকে বললেন, এদের মধ্যে থেকে যে কোন একটিকে পছন্দ করে নিয়ে নাও। তিনি বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনিই আমার জন্য পছন্দ করে দিন। তখন রাসূল (স) বললেন, যার কাছে পরামর্শ চাওয়া হয় সে হল আমানতদার। অতপর বললেন, এটিই নিয়ে যাও। কেননা, আমি তাকে নামায় পড়তে দেখেছি। তবে আমি এর সম্পর্কে এ উপদেশ দিচ্ছি যে, তার সাথে সদাচরণ করবে। -(তিরমিযী)

ব্যভিচার গোপন আলাপের আমানত নয়

হাদীস : ৪৭২০ ॥ হযরত জাবের (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, বৈঠকসমূহের আলোচনা আমানতস্বরূপ। তবে এ তিন ব্যাপারে বৈঠক আমানত নয়-১। অন্যায়ভাবে হত্যার ষড়যন্ত্র বৈঠকের গোপন আলোচনা। ২। গোপনে ব্যভিচারের আলোচনা। ৩। অন্যায়ভাবে কারও সম্পদ ছিনিয়ে নেয়ার ষড়যন্ত্র বৈঠকের গোপন আলোচনা। -(আবু দাউদ)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ১৫৮-২০৪৪

জবানের চেয়ে সুন্দর বস্তু আর নেই

হাদীস : ৪৭২১ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা যখন জ্ঞান সৃষ্টি করলেন, তখন তাকে বললেন, দাঁড়াও, তখন তা দাঁড়াইল। অতপর তাকে বললেন, পেছনে ফির, পেছনে ফিরল। তারপর তাকে বললেন, সমুখের দিকে ফের, উহা সমুখের দিক ফিরল। অতপর বললেন, বস, তা বসল। অতপর বললেন, আমি তোমার অপেক্ষা উত্তম, শ্রেষ্ঠ এবং সুন্দর আর কোন বস্তু সৃষ্টি করিনি। আমি তোমার দ্বারা বন্দেগী আদায় করি, তোমার দ্বারাই দান করি। তোমার দ্বারাই আমি পরিচিত হই। তোমার দ্বারাই আমি অসন্তুষ্টি দেখাই। তোমার দ্বারাই সওয়াব দান করি এবং তোমার কারণেই সাজা প্রদান করি। কোন কোন আলেম এ হাদীসটির ওপর সমালোচনা করেছেন।

১৫৮-২০৪৫

কিয়ামতে জ্ঞান পরিমাণ প্রতিফল পাবে

হাদীস : ৪৭২২ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কোন ব্যক্তি নামাযী, রোযাদার, যাকাতদাতা এবং হজ্জ ও উমরা পালনকারীদের মধ্যে হয়, এমনকি রাসূল (স) অন্যান্য কল্যাণের কাজগুলো উল্লেখ করে বললেন, কিন্তু কিয়ামতের দিন তাকে তার জ্ঞান পরিমাণই প্রতিফল দেয়া হবে। ১৫৮-২০৪৬

পরিমাণ সম্পর্কে চিন্তা করা সবচেয়ে ভাল জ্ঞান

হাদীস : ৪৭২৩ ॥ হযরত আবু যার (রা) বলেন, একদা রাসূল (স) বলেছেন, হে আয়ু যার! পরিণাম বিষয়ে চিন্তা করার সমান কোন জ্ঞান নেই, নিবৃত্ত থাকার মত কোন পরহেয়গারী নেই এবং উত্তম চরিত্রের মত কোন আভিজাত্য নেই। ১৫৮-২০৪৭

মানুষের সাথে ভালবাস রাখা জ্ঞানের অর্ধেক

হাদীস : ৪৭২৪ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, ব্যয়ের ব্যাপারে মধ্যপন্থা অবলম্বন করা উত্তম জীবিকার অর্ধেক। মানুষের প্রতি ভালবাসা রাখা জ্ঞানের অর্ধেক এবং উত্তমভাবে প্রশ্ন করা বিদ্যার অর্ধেক। -(হাদীস চারটি বায়হাকী শোআবুল ইমানে) ১৫৮-২০৪৮

উনবিংশ অধ্যায়

কোমলতা, লাজুক ও সচ্চরিত্রতা

প্রথম পরিচ্ছেদ

আল্লাহ কোমলতা পছন্দ করেন

হাদীস : ৪৭২৫ ॥ হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ কোমল। তিনি কোমলতাকেই ভালবাসেন। আর তিনি কঠোরতা এবং অন্য-কিছুর কারণে যা দান করেন না তা কোমলতার জন্য দান করেন। -(মুসলিম। মুসলিমের অপর এক বর্ণনায় আছে একদা রাসূল (স) হযরত আয়েশা (রা)-কে বললেন, কোমলতা নিজের জন্যই বাধ্যতামূলক করে নাও এবং কঠোরতা ও নির্লজ্জতা হতে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখ। বস্তুত যে জিনিসের নম্রতা ও কোমলতা থাকে সেটাই শ্রীবৃদ্ধির কারণ হয়। আর যে জিনিস থেকে তা প্রত্যাহার করা হয় তা ক্রটিপূর্ণ হয়ে পড়ে।

কোমলতা ও নম্রতা বঞ্চিত মানুষ সর্ব কল্যাণ থেকে বঞ্চিত

হাদীস : ৪৭২৬ ॥ হযরত জারীর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যাকে কোমলতা বা নম্রতা থেকে বঞ্চিত করা হয় তাকে যাবতীয় কল্যাণ হতে বঞ্চিত করা হল। -(মুসলিম)

লজ্জা ঈমানের অঙ্গ

হাদীস : ৪৭২৭ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, একদা রাসূল (স) এক আনসারী ব্যক্তির কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন সে তার ভাইকে লজ্জা করার বিষয়ে উপদেশ দিচ্ছিল, তখন রাসূল (স) বললেন, তাকে ছেড়ে দাও। কেননা, লজ্জা হল ঈমানের অঙ্গ। -(বোখারী ও মুসলিম)

লাজুকতা পুণ্য ও কল্যাণ ছাড়া আর কিছু নয়

হাদীস : ৪৭২৮ ॥ হযরত ইমরান ইবনে হোসাইন (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, লাজুকতা পুণ্য ও কল্যাণ ছাড়া আর কিছুই আনয়ন করে না। অপর এক বর্ণনায় আছে, লজ্জার সর্বাংশই উত্তম। -(বোখারী ও মুসলিম)

লজ্জাহীন লোক যা ইচ্ছে করে তাই করতে পারে

হাদীস : ৪৭২৯ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আগেকার রাসূলদের বাণী হতে পরের লোকেরা যা পেয়েছে তা হল যখন তুমি বেশরম হয়ে যাবে তখন তোমার যা ইচ্ছে তাই কর। -(বোখারী)

পুণ্য হল উত্তম স্বভাব

হাদীস : ৪৭৩০ ॥ হযরত নাওয়াস ইবনে সামআন (রা) বলেন, একদা আমি রাসূল (স)-কে পুণ্য ও পাপ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, পুণ্য হল উত্তম স্বভাব আর পাপ হল যে কাজ তোমার অন্তরে সংশয় সৃষ্টি করে এবং তুমি ঐ কাজটি জনসমাজে প্রকাশ হওয়াটা পছন্দ কর না। -(মুসলিম)

যার চরিত্র ভাল সে উত্তম

হাদীস : ৪৭৩১ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমাদের মধ্য হতে সেই ব্যক্তিই আমার কাছে অধিক প্রিয়, যার চরিত্র ভাল। -(বোখারী)

যে ভাল লোক তার চরিত্রও ভাল

হাদীস : ৪৭৩২ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তিই সর্বাপেক্ষা উত্তম যে চরিত্রের দিক দিয়ে উত্তম। -(বোখারী ও মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

যার নম্রতা আছে সে বিরাট অংশ পেয়েছে

হাদীস : ৪৭৩৩ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যাকে নম্রতা কিছু অংশ প্রদান করা হয়েছে তাকে দুনিয়া ও আখেরাতের বিরাট কল্যাণের অংশ দেয়া হয়েছে। আর যাকে সেই কোমলতা হতে বঞ্চিত করা হয়েছে তাকে ইহ ও পরকালের বিরাট কল্যাণ হতে বঞ্চিত করা হয়েছে। -(শরহে সুন্নাহ)

ঈমানদারের স্থান বেহেশতে

হাদীস : ৪৭৩৪ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, লজ্জা ঈমানের অঙ্গ। আর ঈমানের স্থান জান্নাত। অন্যদিকে নির্লজ্জতা দুশ্চরিত্রের অঙ্গ। আর দুশ্চরিত্রতার স্থান জাহান্নাম। -(আহমদ ও তিরমিযী)

উত্তম চরিত্র সর্বোত্তম বস্তু

হাদীস : ৪৭৩৫ ॥ মুয়াইনা গোত্রের এক ব্যক্তি বলেন, একদা সাহাবীরা জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! সর্বোত্তম কোন জিনিসটি-যা মানব জাতিকে দেয়া হয়েছে? তিনি বললেন, উত্তম চরিত্র। বায়হাকী। আর শরহের সুন্নাহতে এ হাদীসটি উসামা ইবনে শারীক থেকে বর্ণিত।

টীকা

হাদীস নং : ৪৭২৭ ॥ লোকটি ছিল অত্যধিক লাজুক। প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে সর্বস্থানে লাজুকতা প্রদর্শন করত বিধায় তার ভাই তাকে এত লজ্জা না করার জন্যে নসীহত করছিলেন। রাসূল (স) তাকে বাঁধা দিয়ে বললেন, না তাকে লজ্জা করতে নিষেধ কর না। কেননা, লজ্জা ঈমানের অংশ।

কঠোর ও রক্ষ স্বভাবের লোক বেহেশতে যাবে না

হাদীস : ৪৭৩৬ ॥ হযরত হারেসা ইবনে ওহাব (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন কঠোর ও রক্ষ স্বভাব ব্যক্তি বেহেশতে প্রবেশ করবে না। বর্ণনাকারী বলেন, **جواز** অর্থ কঠিন ও মন্দ স্বভাব ব্যক্তি। -(আবু দাউদ তার সুনান গ্রন্থে ও বায়হাকী শোআবুল ঈমানে। আর জামেউল উসূল গ্রন্থকার স্বীয় গ্রন্থে হারেসা থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং শরহে সুন্নাহতেও অনুরূপভাবে হারেসা থেকে বর্ণিত হয়েছে, আর সেখানে উল্লেখ রয়েছে **جواز** (কঠিন) ও **الجعظري** (রক্ষ-স্বভাব ব্যক্তি) জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। আর **الجعظري** বলা হয় কঠিন ও মন্দ-স্বভাব ব্যক্তিকে আর মাসাবীহ গ্রন্থে এ হাদীসটি ইকরামা ইবনে ওহাব থেকে বর্ণিত। সেখানে উল্লেখ রয়েছে **جواز** ব্যক্তিকে বলা হয়, যে ধন-সম্পদ সঞ্চয় করে, আর তা থেকে কাউকেও দান করে না। আর **الجعظري** অর্থ কঠিন ও মন্দ স্বভাব ব্যক্তি।

উত্তম চরিত্র সবচেয়ে ভারী বস্তুর সমান

হাদীস : ৪৭৩৭ ॥ হযরত আবুদদারদা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, কিয়ামতের দিন মুমিনের পাল্লায় সর্বাপেক্ষা ভারী যে জিনিসটি রাখা হবে তা হল উত্তম চরিত্র। আর আল্লাহ তায়াল্লা অশ্লীলভাষী দু'চরিত্রকে ঘৃণা করেন। -(তিরমিযী তিনি বলেছেন, হাদীসটি হাসান সহীহ। এবং আবু দাউদ শুধু পঞ্চম অংশ বর্ণনা করেছেন)

নফল ইবাদতের সওয়াব হয় উত্তম চরিত্রে

হাদীস : ৪৭৩৮ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, ঈমানদারগণ তাদের উত্তম চরিত্রের দ্বারা রাতে জাগরণকারী ও দিনের বেলায় রোযা পালনকারীর মর্যাদালাভ করবে। -(আবু দাউদ)

ভাল কাজ মন্দ কাজকে মুছে দেয়

হাদীস : ৪৭৩৯ ॥ হযরত আবুযর (রা) বলেন, একদা রাসূল (স) আমাকে বললেন, তুমি যখন যেভাবে থাকবে আল্লাহকে ভয় করবে। মন্দ কাজ হয়ে গেলে তার পর পরই ভাল কাজ করবে। ভাল কাজ মন্দ কাজকে মুছে ফেলবে। আর সদাচরণের সাথে মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করবে। -(আহমদ, তিরমিযী ও দারেমী)

যার মেজাজ নরম তাকে দোষের স্পর্শ করবে না

হাদীস : ৪৭৪০ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমি কি তোমাদেরকে এমন লোকের সংবাদ দেব না? যার ওপর দোষের আগুন হারাম হয়ে যায়, আর আগুনও তাকে স্পর্শ করতে পারে না। এমন প্রত্যেক ব্যক্তি যার মেজাজ নরম, স্বভাব কোমল, মানুষের নিকটতম এবং আচরণ সরল-সহজ।

-(আহমদ ও তিরমিযী)

সরল ভদ্রলোক ঈমানদার হয়ে যাবে

হাদীস : ৪৭৪১ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, ঈমানদার হয় সরল ও ভদ্র, অন্যদিকে পাপী হয় ধূর্ত ও হীন চরিত্রের। -(আহমদ, তিরমিযী ও আবু দাউদ)

ঈমানদার সহজ সরল হয়ে থাকে

হাদীস : ৪৭৪২ ॥ হযরত মাকহুম (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, ঈমানদারগণ নাকে রশি লাগানো উটের মত সরল-সহজ ও কোমল স্বভাবের হয়। যখন তাকে টানা হয় তখন সে চলে। আর যদি তাকে পাথরের ওপর বসাতে চাওয়া হয় তাহলে সে তার ওপরেই বসে পড়ে। -(তিরমিযী মুরসাল হিসেবে)

যে ব্যক্তি মানুষের জ্বালা যন্ত্রণা সহ্য করে সে উত্তম

হাদীস : ৪৭৪৩ ॥ হযরত ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যে মুসলমান মানুষের সাথে মেলামেশা করে এবং তাদের জ্বালা-যন্ত্রণায় ধৈর্যধারণ করে সে ঐ ব্যক্তির অপেক্ষা অনেক উত্তম যে তাদের সাথে মেলামেশা করে না এবং তাদের যন্ত্রণাও সহ্য করে না। -(তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)

যে লোক ক্রোধকে সংযত করে সে বেহেশত পাবে

হাদীস : ৪৭৪৪ ॥ হযরত সাহল ইবনে মুয়ায (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি ক্রোধকে সংযত করে, অথচ সে তা চরিতার্থ করতে পূর্ণ সক্ষম। কিয়ামতের দিন আল্লাহ পাক তাকে সকল সৃষ্টির সামনে ডাকবেন এবং যে হ্রস্ব সে পছন্দ করে তাকে তার অনুমতি প্রদান করবেন। -(তিরমিযী ও আবু দাউদ)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ধর্মের বিশেষ স্বভাব হল লজ্জা

হাদীস : ৪৭৪৫ ॥ হযরত য়ায়েদ ইবনে তাল্হা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, প্রত্যেক ধীন বা ধর্মের একটি বিশেষ স্বভাব আছে। আর ধীন ইসলামের বিশেষ স্বভাব হল লজ্জা। -ইমাম মালিক মুরসাল হিসেবে। আর ইবনে মাজাহ ও বায়হাকী যথাক্রমে হযরত আনাস ও ইবনে আব্বাস (রা) থেকে।

লজ্জা ছাড়া ঈমান থাকতে পারে না

হাদীস : ৪৭৪৬ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, লজ্জা ও ঈমান অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। সুতরাং এর একটি থেকে বঞ্চিত রাখা হলে অপরটি হতেও বঞ্চিত রাখা হয়। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের এক বর্ণনায় আছে, যখন উভয়ের কোন একটিকে ছিনিয়ে নেয়া হয় তখন অপরটিও তার পেছনে অনুগমন করে। -(বায়হাকী শোআবুল ঈমানে)

মানুষের সাথে উত্তম আচরণ প্রদর্শন করতে হয়

হাদীস : ৪৭৪৭ ॥ হযরত মুয়ায (রা) বলেন, যখন আমি সওয়ারীর বেকাবে পা রাখলাম তখন রাসূল (স) আমাকে উপদেশ দিলেন। বললেন, হে মুয়ায! মানুষের জন্য তোমার আচরণ উত্তম রাখ। -(মালিক) ১১৬৭-১০৪৮

রাসূল প্রেরণের উদ্দেশ্য উত্তম চরিত্র গঠন করা

হাদীস : ৪৭৪৮ ॥ হযরত মালিক (র) থেকে বর্ণিত, তার কাছে এই হাদীস পৌঁছেছে যে, তখন রাসূল (স) বলেছেন, উত্তম চরিত্রের পূর্ণতার জন্য আমি প্রেরিত হয়েছি। -(মুয়াত্তা আর ইমাম আহমদ (র) হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন।)

আয়না দেখে দোয়া করতে হয়

হাদীস : ৪৭৪৯ ॥ হযরত জাফর ইবনে মুহম্মদ তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল (স) যখন আয়নার দিকে তাকাতেন তখন বলতেন, 'আলহামদু লিল্লাহ' সকল প্রশংসা সেই মহান আল্লাহর জন্য যিনি আমার গঠন ও চরিত্রকে উত্তম বানিয়েছেন এবং অন্যান্যের মধ্যে গঠনে যে সকল দোষ-ত্রুটি রয়েছে তা থেকে মুক্ত রেখে আমাকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছেন। -(বায়হাকী মুরসাল হিসেবে) ১১৬৮-২০৫০

স্বভাব চরিত্র উত্তম করার জন্য দোয়া করতে হয়

হাদীস : ৪৭৫০ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলতেন, ইয়া আল্লাহ! তুমি আমাকে উত্তম করেছ, অতএব আমার স্বভাব চরিত্রকেই উত্তম কর। -(আহমদ)

যিনি স্বভাব চরিত্রে ভাল তিনিই উত্তম

হাদীস : ৪৭৫১ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, একদা রাসূল (স) বলেছেন, আমি কি তোমাদেরকে বলে দেব না তোমাদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি কে? তাঁরা বললেন, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে তিনিই সর্বোত্তম- যিনি বয়সে বড় এবং স্বভাব-চরিত্রে ভাল। -(আহমদ)

চরিত্রবান ব্যক্তি পরিপূর্ণ ঈমানদার

হাদীস : ৪৭৫২ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যার চরিত্র উত্তম সেই পরিপূর্ণ ঈমানদার। -(আবু দাউদ ও দারেমী)

আত্মীয়দের সাহায্য করলে ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পায়

হাদীস : ৪৭৫৩ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি আবু বকর (রা)-কে গালি দিল। এ সময় রাসূল (স) বসেছিলেন এবং আশ্চর্যান্বিত হয়ে মৃদু হাসছিলেন। লোকটি যখন আরও বেশি গালি দিতে লাগল তখন হযরত আবু বকর (রা) তার কোন কোন কথার প্রতিবাদ করলেন। এতে রাসূল (স) রাগান্বিত হয়ে ওঠে চলে গেলেন। তখন আবু বকর (রা) তাঁর পেছনে পেছনে গেলেন এবং বললেন ইয়া রাসূলুল্লাহ! সে আমাকে গালি দিচ্ছিল তখন তো আপনি বসেছিলেন। আর যখন আমি তার কোন কোন কথার প্রত্যুত্তর করলাম তখন আপনি রাগ করে উঠে এলেন? তিনি বললেন, তোমার সাথে একজন ফেরেশতা ছিলেন, যিনি ঐ লোকটির জওয়াব দিচ্ছিলেন। আর যখন তুমি নিজেই তার উত্তর দিতে লাগলে তখন তোমাদের মাঝে শয়তান ঢুকে গেল। অতপর তিনি বললেন, হে আবু বকর! এমন তিনটি ব্যাপার আছে যে, তার প্রত্যেকটি অকাট্য সত্য-১। যে বান্দার ওপর কোন প্রকার যুলুম করা হয়, আর সে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তার কোনই প্রতিবাদ করে না, আল্লাহ তায়ালা তার বান্দার সম্মান বৃদ্ধি করেন এবং তার সাহায্য করেন।

২। যে ব্যক্তি আত্মীয়-স্বজনদের সাহায্যের উদ্দেশ্যে দানের দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়, আল্লাহ তায়ালা তার ধন-সম্পদ আরও বৃদ্ধি করে দেন। ৩। যে ব্যক্তি ভিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত করে এবং এর দ্বারা ধন-সম্পদ বৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষা রাখে, তখন আল্লাহ তায়ালা এর কারণে তা আরও কমিয়ে দেন। -(আহমদ)

কোমলতা দান করা আল্লাহর উপকার পাওয়া

হাদীস : ৪৭৫৪ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা যেই ঘরের বাসিন্দাদের জন্য উপকার করতে চান তাদের মধ্যে কোমলতা দান করেন। আর যেই ঘরের বাসিন্দাদের প্রতি ক্ষতির ইচ্ছা করেন তাদেরকে তা হতে বঞ্চিত রাখেন। -(বায়হাকী)

বিংশ অধ্যায়

ক্রোধ ও অহংকার প্রসঙ্গ

প্রথম পরিচ্ছেদ

রাগ না করার জন্য রাসূল (স) নির্দেশ দিয়েছেন

হাদীস : ৪৭৫৫ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, একদা জনৈক ব্যক্তি রাসূল (স)-কে বলল, আমাকে উপদেশ দিন। তিনি বললেন, রাগ করিও না। সে কয়েকবার একই কথা জিজ্ঞেস করল, আর রাসূল (স) প্রত্যেকবার একই জবাব দিলেন, তুমি রাগ করিও না। -(বোখারী)

ক্রোধকে দমন করাই প্রকৃত বীরের কাজ

হাদীস : ৪৭৫৬ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, ঐ ব্যক্তি শক্তিশালী নয়, যে প্রতিপক্ষকে মোকাবিলা পরাভূত করে ফেলে। বস্তৃত সেই ব্যক্তিই প্রকৃত বীর, যে ক্রোধের সময় নিজেকে আয়ত্তে রাখতে পারে। -(বোখারী ও মুসলিম)

দুর্বল ব্যক্তি বেহেশতবাসী

হাদীস : ৪৭৫৭ ॥ হযরত হারেসা ইবনে ওসহাব (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমি কি তোমাদেরকে বেহেশতবাসী সম্বন্ধে অবহিত করব না? তারা এ দুর্বল লোক, যাদেরকে লোকেও দুর্বল মনে করে। কিন্তু খোদার কাছে তাদের এত সম্মান যে, তারা যদি আল্লাহর নামে শপথ করে, তাকে অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা সত্যে পরিণত করেন। আমি কি তোমাদেরকে দোযখীদের বিষয়ে অবহিত করব না? তারা হল অনর্থক কথা নিয়ে বিবাদকারী, বদ-মেজাজী, অহংকারী। -(বোখারী ও মুসলিম)

সর্ব পরিমাণ ঈমান থাকলে বেহেশতে যাবে

হাদীস : ৪৭৫৮ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, এমন কোন ব্যক্তি দোযখে প্রবেশ করবে না, যার অন্তরে রাই পরিমাণ ঈমান থাকবে। অন্যদিকে এমন কোন ব্যক্তি বেহেশতে প্রবেশ করবে না, যার অন্তরে রাই পরিমাণ অহংকার থাকবে। -(মুসলিম)

বিন্দু পরিমাণ অহংকার থাকলে দোযখে যাবে

হাদীস : ৪৭৫৯ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যার অন্তরে বিন্দুমাত্র পরিমাণ অহংকার থাকবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। তখন এক ব্যক্তি আরম্ভ করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! প্রত্যেক ব্যক্তিই তো এটা পছন্দ করে যে, তার কাপড়--পোশাক ভাল হউক এবং জুতা-জোড়াটি সুন্দর হউক, এও কি অহংকারের অন্তর্ভুক্ত? তিনি বললেন, আল্লাহ তায়ালা নিজেও সুন্দর, পছন্দও করেন সৌন্দর্যকে। তবে অহংকার হল, দলের সাথে হককে পরিত্যাগ করা এবং মানুষকে হেয় ও তুচ্ছ মনে করা। -(মুসলিম)

বৃদ্ধ ব্যভিচারী দোযখে যাবে

হাদীস : ৪৭৬০ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তিন শ্রেণীর মানুষের সাথে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা কথা বলবেন না এবং তাদেরকে পবিত্র করবেন না। অপর এক বর্ণনায় আছে এবং তাদের প্রতি দৃষ্টিও দেবেন না এবং তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। বৃদ্ধ ব্যভিচারী, মিথ্যাবাদী শাসক ও অহংকারী ভিক্ষুক। -(মুসলিম)

শ্রেষ্ঠত্বের মালিক একমাত্র রাসূল (স)

হাদীস : ৪৭৬১ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা বলেন, অহংকার আমার চাদর এবং শ্রেষ্ঠত্ব আমার ইয়ার। সুতরাং যে ব্যক্তি এর কোন একটি নিয়ে আমার সাথে টানাটানি করবে, আমি তাকে দোযখে ঢুকাব। অপর এক বর্ণনায় আছে, আমি তাকে দোযখে নিক্ষেপ করব। -(মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আত্মগর্ব করতে করতে মানুষ অহংকারী হয়ে যায়

হাদীস : ৪৭৬২ ॥ হযরত সালমা ইবনুল আকওয়া (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, মানুষ এমনভাবে আত্মগর্বে লিপ্ত হয়ে পড়ে যে, অবশেষে তার নাম উদ্ধৃত অহংকারীদের মধ্যে লিপিবদ্ধ হয়ে যায়, ফলে তার ওপর সেই আযাবই নেমে আসে যা তাদের ওপর অবতীর্ণ হয়ে থাকে। -(তিরমিযী) ২১৫৬-২০৫৩

অহংকারীদের বাওলাস নামক দোষখে দেয়া হবে

হাদীস : ৪৭৬৩ ॥ হযরত আমর ইবনে শোআইব তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল (স) বলেছেন, কিয়ামতের দিন অহংকারীদেরকে পিপীলিকার ন্যায় জড় করার হবে। অবশ্য আকৃতি-অবয়ব হবে মানুষের। অপমান তাদেরকে চারদিক থেকে বেষ্টন করে নিবে। বাওলাস নামক জাহান্নামের কারাগারের দিকে তাদেরকে হাকিয়ে নেয়া হবে। আগুনের অগ্নিশিখা তাদের ওপর ছড়িয়ে যাবে। আর তাদেরকে পান করানো হবে জাহান্নামীদের দেহ নিংড়ানো ত্বীনাতুল খাবাল নামক কদর্য পুঁজ-রক্ত।

ক্রোধ আসে শয়তানের পক্ষ হতে

হাদীস : ৪৭৬৪ ॥ হযরত আতিয়াহ ইবনে উরওয়াহ সাদী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, ক্রোধ আসে শয়তানের পক্ষ হতে, আর শয়তান আগুনের তৈরি। বস্তৃত আগুন পানি দ্বারা নেভান হয়। সুতরাং তোমাদের কেউ ক্রোধান্বিত হয় তখন সে যেন ওয়ূ করে নেয়। -(আবু দাউদ) ২১৫৬-২০৫২

রাগান্বিত ব্যক্তি দাঁড়ানো থাকলে বসে যাবে

হাদীস : ৪৭৬৫ ॥ হযরত আবুযর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমাদের কারও রাগ আসে তখন যদি দাঁড়ানো থাকে তবে যেন বসে যায়। যদি এতে রাগ চলে যায় ভাল। অন্যথায় যেন শুয়ে পড়ে।

২১৫৬-২০৫৩

-(আহমদ, তিরমিযী)

যে নিজেকে অন্যের চেয়ে ভাল মনে করে সে মন্দ লোক

হাদীস : ৪৭৬৬ ॥ হযরত আসমা বিনতে উমাইস (রা) বলেন, রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন, সেই বান্দাই সবচেয়ে মন্দ, যে নিজেকে অন্যের চাইতে ভাল মনে ও আত্ম-গরিমা করে এবং সুমহান উচ্চ মর্যাদাশীল সত্তাকে ভুলে যায়। সেই বান্দা সবচেয়ে ভাল মনে ও আত্ম-গরিমা করে এবং সুমহান উচ্চ মর্যাদাশীল সত্তাকে ভুলে যায়। সেই বান্দা সবচেয়ে মন্দ যে অন্যের প্রতি অত্যাচার করে এবং সীমালঙ্ঘন করে, আর সর্বোচ্চ শক্তিরকে ভুলে যায়। সেই বান্দাই সর্বাপেক্ষা মন্দ যে গাফেল হয়ে পার্থিব কাজে মগ্ন হয়ে থাকে, আর কবর এবং তাতে বিলীন হওয়ার কথা ভুলে যায়। সেই বান্দাই সবচেয়ে মন্দ, যে উদ্ধৃত্য প্রকাশ করে এবং সীমালঙ্ঘন করে আর নিজের শুরু ও শেষকে ভুলে থাকে। সেই বান্দাই মন্দ, যে দ্বীন দ্বারা দুনিয়া অর্জন করে। সেই বান্দাই মন্দ যে সন্দেহ সৃষ্টি করে দ্বীনের ব্যাপারে বিপর্যয় সৃষ্টি করে। সেই বান্দাই মন্দ, যাকে লোভ-লালসা পরিচালিত করে। সেই বান্দাই মন্দ যার প্রবৃত্তি তাকে পথভ্রষ্ট করে। আর সেই বান্দাই মন্দ, যাকে পার্থিব মোহ লাঞ্ছনায় ফেলে। -(তিরমিযী, বায়হাকী শোআবুল ইমানে। তারা উভয়ে বলেছেন, হাদীসটির সনদ সুদৃঢ় নয়। আর তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি গরীব।) ২১৫৬-২০৫৪

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য রাগ দমন করা ভাল

হাদীস : ৪৭৬৭ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কোন বান্দা মহান আল্লাহ তায়ালার দৃষ্টিতে গোস্ফার ঢোক অপেক্ষা উত্তম ঢোক গলাধঃকরণ করে না। যা সে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য সংবরণ করে। -(আহমদ)

ক্রোধের সময় ধৈর্যধারণ করা উচিত

হাদীস : ৪৭৬৮ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আল্লাহর বাণী **اَنْتَ مِنَ الصَّابِرِينَ** অর্থাৎ, মন্দকে ভাল দ্বারা দমন কর-এর মর্ম ক্রোধের সময় ধৈর্যধারণ করা এবং মন্দ ব্যবহার ক্ষমা করা। যখন মানষ এ নীতি অবলম্বন করবে তখন আল্লাহ তায়ালার তাদেরকে বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করবেন এবং শত্রুদেরকে এমনভাবে অনুগত করে দেবেন যেন তারা ঘনিষ্ঠ বন্ধু। -(বোখারী ও তালীক হিসেবে)

২১৫৭-২০৫৫

টীকা

হাদীস নং : ৪৭৬৬৪ ॥ পানি ব্যবহারের দ্বারা ক্রোধ প্রশমিত হয়। এই ক্রোধের সময় অযু করার উপদেশ দেয়া হয়েছে।

ক্রোধ ঈমানকে ধ্বংস করে

হাদীস : ৪৭৬৯ ॥ বাহয ইবন হাকীম (রা) তাঁর পিতার মাধ্যমে তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, ক্রোধ ঈমানকে এমনভাবে বিনষ্ট করে, যেমনিভাবে, ছাবির সিরকা বিনষ্ট করে দেয়। ৪৭৬৯-২০৫৩

আল্লাহর জন্য বিনয়ী হলে মর্যাদা বৃদ্ধি পায়

হাদীস : ৪৭৭০ ॥ হযরত ওমর (রা) একদিন মিশরে দাঁড়িয়ে বললেন, হে লোকসকল! তোমরা বিনয়ী হও। আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য বিনয়ী হয়, আল্লাহ তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন। সে নিজের কাছে ছোট এবং মানুষের কাছে সম্মানী। অন্যদিকে যে ব্যক্তি অহংকার করে, আল্লাহ তাকে হেয় করে দেন। সে মানুষের কাছে তুচ্ছ পরিণত হয় এবং নিজের কাছে সে বড়। পরিশেষে সে মানুষের কাছে কুকুর কিংবা শূকর অপেক্ষা ঘৃণিত ও তুচ্ছ পরিণত হয়। ৪৭৭০-২০৫৭

ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ক্ষমা করা মহত্ত্বের লক্ষণ

হাদীস : ৪৭৭১ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, হযরত মুসা ইবনে ইমরান (আ) আল্লাহর কাছে আরয করলেন, হে রব! আপনার বান্দাদের মধ্যে আপনার কাছে প্রিয়তম কে? তিনি বললেন, ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও যে ক্ষমা করে দেয়। ৪৭৭১-২০৫৮

রসনা নিয়ন্ত্রণকারীর দোষ-ত্রুটি গোপন থাকে

হাদীস : ৪৭৭২ ॥ হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি নিজের রসনাকে নিয়ন্ত্রণে রাখে, আল্লাহ তার দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখেন। আর যে ব্যক্তি নিজের গোসূসা দমন করে রাখে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়লা তার ওপর থেকে আযাব সরিয়ে রাখবেন। আর যে ব্যক্তি নিজের অপরাধের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায়, আল্লাহর পাক তার ওয়র কবুল করেন। ৪৭৭২-২০৫৯

প্রবৃত্তি অনুসরণ ধ্বংসের লক্ষণ

হাদীস : ৪৭৭৩ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, তিনিটি জিনিস মুক্তিদানকারী এবং তিনটি জিনিস ধ্বংসসাধনকারী। মুক্তিদানকারী জিনিসগুলো হল-প্রকাশ্যে ও গোপনে আল্লাহকে ভয় করা। খুশী ও অখুশী উভয় অবস্থায় সত্য কথা বলা এবং ধনাঢ্যতা দারিদ্র্য উভয় অবস্থায় মধ্যপন্থা অবলম্বন করা। আর ধ্বংসসাধনকারী জিনিসগুলো হল-প্রবৃত্তি অনুসারী হওয়া, লোভ-লালসার দাস হওয়া এবং কোন ব্যক্তি নিজ অহমিকায় লিপ্ত হওয়া এবং এটা হল সর্বাপেক্ষা জঘন্য। -(হাদীসটি পাঁচটি বায়হাকী শোআবুল ইমানে বর্ণনা করেছেন)

একবিংশ অধ্যায়

যুলুম অত্যাচার প্রসঙ্গ

প্রথম পরিচ্ছেদ

যুলুম কিয়ামতের দিন অন্ধকার রূপ ধারণ করবে

হাদীস : ৪৭৭৪ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবন ওমর (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, যুলুম কিয়ামতের দিন বহু অন্ধকারের কারণ হবে। -(বোখারী ও দাউদ)

অত্যাচারী অবকাশ পেয়ে থাকে

হাদীস : ৪৭৭৫ ॥ হযরত আবু মুসা আশআরী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ তায়লা অত্যাচারীকে অবকাশ দিয়ে থাকেন। অবশেষে তাকে যখন পাকড়াও করেন, তখন আর তাকে ছাড়েন না। অতপর তিনি এ আয়াতটি পাঠ করলেন, “তোমার প্রভুর ধরা এরূপ যে, যখন তিনি অত্যাচারী জনপদকে পাকড়াও শেষ পর্যন্ত।”-(বোখারী ও মুসলিম)

জালিম বস্তিতে প্রবেশ করা উচিত নয়

হাদীস : ৪৭৭৬ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত, যখন রাসূলুল্লাহ (স) ‘হিজর’ নামক জায়গার ওপর দিয়ে গমন করেন, তখন বললেন, তোমরা ঐ সকল জালিমদের বস্তিসমূহে ক্রন্দনরত অবস্থায় ছাড়া প্রবেশ করিও না। যারা নিজেদের ওপর নিজেরা অত্যাচার করেছে। এমন যেন না হয়, তোমাদের ওপর ঐ বিপদ পৌঁছে যায় যা তাদের ওপর নিজেরা অত্যাচার করেছে। এমন যেন না হয়, তোমাদের ওপর ঐ বিপদ পৌঁছে যায় যা তাদের ওপর পৌঁছেছিল। অতপর রাসূল (স) চাদর দ্বারা নিজের মস্তক ঢেকে ফেললেন এবং উক্ত উপত্যকাটি অতিক্রম না করা পর্যন্ত চলার গতি দ্রুত করলেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

কোন মুসলমান ভাইয়ের প্রতি জুলুম করা উচিত নয়

হাদীস : ৪৭৭৭ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি তার কোন মুসলমান ভাইয়ের প্রতি জুলুম করেছে তার সম্মান কিংবা অন্য কোন বিষয়ে, তবে সে যেন আজই তার কাছ হতে তা মাফ করে নেয়। ঐদিনের পূর্বে, যেদিন তার কাছে দিরহাম ও দীনার কিছুই থাকবে না। যদি তার কাছে নেক আমল থাকে, তবে তার জুলুম দপরিমাণ নেকী নেয়া হবে, আর যদি তার কাছে নেকী না থাকে, তবে মাযলুম ব্যক্তির গুনাহ তার ওপর চাপিয়ে দেয়া হবে। -(বোখারী)

পাপের কাজ ও পুণ্যের কাজ এক সাথে করা যায় না

হাদীস : ৪৭৭৮ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, একদিন রাসূল (স) বলেছেন, তোমরা কি জান দরিদ্র কে? সাহাবীগণ বললেন, আমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই তো দরিদ্র যার টাকা-কড়ি ও ধন সম্পদ সেই। তখন রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, কিয়ামতের দিন আমার উম্মতের মধ্যে ঐ ব্যক্তিই সর্বাপেক্ষা দরিদ্র হবে, যে দুনিয়া হতে নামায, রোযা ও যাকাত আদায় করে আসবে এবং সাথে সাথে ঐ সকল লোকেরাও আসবে, সে কাউকেও গালি দিয়েছে, কারও ওপর অপবাদ রটিয়েছে, কারও মাল-সম্পদ গ্রাস করেছে, কাউকেও হত্যা করেছে এবং কাউকেও প্রহার করেছে। সুতরাং এ হকদারকে তার নেকী প্রদান করা হবে, আবার ঐ হকদারকে তার নেকী থেকে প্রদান করা হবে। এভাবে হকদারের হক পরিশোধ করার আগে যদি তার নেকী নিঃশেষ হয়ে যায় তখন তাদের গুনাহসমূহ ঐ ব্যক্তির উপর চাপিয়ে দেয়া হবে। অতপর তাকে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে। -(মুসলিম)

কিয়ামতে হকদারদের প্রাপ্ত বেশি করা হবে

হাদীস : ৪৭৭৯ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, নিশ্চয় কিয়ামতের দিন হকদারকে তার প্রাপ্য হক পরিশোধ করা হবে। এমনকি শিথিলিষ্ট-বকরী হতে শিথিলিষ্ট বরকীর প্রতিশোধ নেয়া হবে। -(মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

লোকেরা খারাপ আচরণ করলে তাদের সাথে খারাপ আচরণ কর না

হাদীস : ৪৭৮০ ॥ হযরত হোযাইফা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমরা স্বার্থপরায়ণ হইও না। অর্থাৎ তোমরা বলবে, যদি লোকের ভাল ব্যবহার করে তবে আমরাও ভাল ব্যবহার করব, আর যদি তারা যুলুম করে তবে আমরাও যুলুম করব। বরং তোমরা নিজেদেরকে তার উপর অভ্যস্ত কর যে, যদি লোকেরা ভাল ব্যবহার করে তবে তোমরাও ভাল ব্যবহার করবে, আর যদি তারা মন্দ আচরণ করে, তবে তোমরা যুলুম করবে না। -(তিরমিযী)

হাদীস-২০৬০ : আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সব কাজ করা উচিত

হাদীস : ৪৭৮১ ॥ হযরত মুআবিয়া (রা) হতে বর্ণিত, একবার তিনি আয়েশা (রা)-এর কাছে একখানা পত্র লিখে আরম্ভ করলেন, আপনি আমাকে উপদেশ সম্বলিত একখানা পত্র লিখুন, বেশি লিখা করবেন না। তিনি লিখলেন, আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। পর সমাচার, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি মানুষের অসন্তুষ্টি সত্ত্বেও আল্লাহর সন্তুষ্টি অন্বেষণ করে, মানুষের দায়িত্ব নির্বাহে আল্লাহই তার জন্য যথেষ্ট হবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর অসন্তুষ্টি সত্ত্বেও মানুষের সন্তুষ্টি তালাস করে, আল্লাহ তাকে মানুষের উপর সোপর্দ করে দিবেন। ওয়াসসালামু আলাইক। -(তিরমিযী)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবে না

হাদীস : ৪৭৮২ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, যখন এই আয়াত নাযিল হল, ঐ সকল লোক যারা ঈমান এনেছে এবং কোন যুলুমের সাথে তাদের ঈমানকে মিশ্রিত করেনি, শেষ পর্যন্ত। তখন রাসূল (স) সাহাবীদের কাছে এ বিষয়টি অত্যন্ত কঠিন অনুভূত হল এবং তারা আরম্ভ করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যে নিজের উপরে জুলুম করেনি? উত্তরে রাসূল (স) বললেন, ইহার অর্থ তা নয়, এখানে যুলুম দ্বারা শিরক বুঝান হয়েছে। তোমরা কি হযরত লোকমান (আ)-এর উপদেশ বাণীটি শোননি, যা তিনি নিজের পুত্রকে দিয়েছিলেন? হে বৎস! আল্লাহর সাথে কাউকেও শরীক কর না। কেননা শিরক হল বিরাট জুলুম। অপর এক বর্ণনায় আছে, প্রকৃতপক্ষে এটা তা নয় যা তোমরা ধারণা করেছে, বরং তা হল অনুরূপ যা হযরত লোকমান (আ) তাঁর পুত্রকে বলেছিলেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

পার্থিব কল্যাণের জন্য পরকাল ধ্বংস করা উচিত নয়

হাদীস : ৪৭৮৩ ॥ হযরত আবু উমামা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, কিয়ামতের দিন মানুষের মধ্যে সেই বান্দা মর্যাদায় নিকৃষ্ট সাব্যস্ত হবে, সে অন্যের পার্থিব কল্যাণে নিজের আখেরাত ধ্বংস করেছে। -(ইবনে মাজাহ)

আল্লাহর সাথে শিরক করলে ক্ষমা পাবে না

হাদীস : ৪৭৮৪ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমলনামার দফতর তিন প্রকার-১। এমন দফতর যা আল্লাহ তায়ালা ক্ষমা করবেন না। তা হল আল্লাহ তায়ালা সাথে শিরক করা। এ সম্পর্কে মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তায়ালা কুরআনে ঘোষণা দিয়েছেন, “নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা তার সাথে শিরক করাকে ক্ষমা করবেন না।” ২। এমন দফতর, আল্লাহ তায়ালা তাকে এমনিতেই ছেড়ে দেবেন না। তা হল বান্দার মধ্যকার পারস্পরিক জুলুম-অত্যাচার, যতক্ষণ না একজনের কাছে থেকে অপরজন প্রতিশোধ গ্রহণ করবে। ৩। এমন আমলনামা, যার প্রতি আল্লাহ গুরুত্ব দেবেন না। তা হল, আল্লাহ ও বান্দাদের মধ্যকার জুলুম বিষয়ক। তা হল আল্লাহ তায়ালা মজির ওপর ন্যস্ত। যদি তিনি ইচ্ছে করেন তাকে সাজা দেবেন আর যদি ইচ্ছে করেন তাকে ক্ষমা করে দেবেন।

মজলুমের বদ দোয়া কবুল হয়

হাদীস : ৪৭৮৫ ॥ হযরত আলী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, তুমি মাজলুমের বদ দোয়া থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখ। কেননা, সে আল্লাহর দরবারে নিজের হক প্রার্থনা করে অথচ আল্লাহ তায়ালা কোন হকদারকে তার হক থেকে বঞ্চিত করেন না।

জালিমের শক্তি বৃদ্ধির জন্য তার সাথে থাকা উচিত নয়

হাদীস : ৪৭৮৬ ॥ হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছেন, যে ব্যক্তি কোন জালিমের শক্তি বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে তার সাথে চলে, অথচ সে জানে যে, ঐ ব্যক্তি জালিম, তখন সে ইসলাম থেকে বের হয়ে গেল।

জালিম ব্যক্তি নিজেকেই ক্ষতি করে

হাদীস : ৪৭৮৭ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, একদিন তিনি জনৈক ব্যক্তিকে বলতে শুনেছেন, জালিম একমাত্র নিজের ক্ষতিই করে থাকে। একথা শুনে হযরত আবু হুরায়রা (রা) বললেন, হাঁ আল্লাহর কসম! জালিমের অত্যাচারের অভিধানে এমনকি সারস পাখিও নিজের বাসায় কাতর অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে। -(হাদীস চারটি বায়হাকী শোআবুল ইমানে)

ষাৰিংশ অধ্যায়

সৎ কাজের আদেশ প্রসঙ্গে

প্রথম পরিচ্ছেদ

খারাপ কাজ হতে দেখলে প্রতিবাদ করতে হয়

হাদীস : ৪৭৮৮ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) রাসূল (স) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, তোমাদের মধ্যে থেকে যে কেউ কোন মন্দ কাজ হতে দেখে যে যেন তাকে অবশ্যই নিজের হাতে পরিবর্তন করে দেয়। যদি এ ক্ষমতা না থাকে, তখন নিজের মুখ দ্বারা আর যদি এ ক্ষমতাও না থাকে তবে নিজের অন্তরে তাকে খারাপ জানবে। আর এটাই হল ঈমানের দুর্বলতর স্তর। -(মুসলিম)

আল্লাহর নির্ধারিত বিধান লঙ্ঘনকারীর উদ্ধৃত দৃষ্টান্ত

হাদীস : ৪৭৮৯ ॥ হযরত নোমান ইবনে বাশীর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা নির্ধারিত বিধান অবহেলাকারী ও তাতে পতিত ব্যক্তির দৃষ্টান্ত এমন সম্প্রদায়ের ন্যায়, যারা একটা জাহাজে লটারির মাধ্যমে নিজেদের স্থান নির্ধারণ করল। তদনুযায়ী কারও স্থান তার নীচের তলায় এবং কার উপরের তলায় পড়ল। আর নীচের লোকেরা পানির জন্য ওপরের লোকদের কাছে গমনাগমন করলে তাদের অসুবিধা ঘটে। তাই নীচের এক ব্যক্তি একখানা কুঠার নিল এবং তা দ্বারা জাহাজের তলা ছিদ্র করতে লাগল। এ সময় উপরে লোকেরা এসে তাকে প্রশ্ন করল, তোমার কি হয়েছে? সে বলল, আমার দরুন তোমরা কষ্ট পাচ্ছ। অথচ আমারও পানির একান্ত প্রয়োজন। তাই জাহাজ ছিদ্র করে সাগর হতে পানি লওয়ার ইচ্ছা করেছি। এ অবস্থায় যদি তারা ঐ ব্যক্তির হস্তদ্বয় ধরে ফেলে তবে তাকেও রক্ষা করবে এবং নিজেরাও রক্ষা পাবে। আর যদি তাকে তার কাজে ছেড়ে দেয়, তবে তাকেও ধ্বংস করবে এবং নিজেরাও ধ্বংস হবে। -(বোখারী)

ভাল কাজের আদেশ করে আমল করতে হয়

হাদীস : ৪৭৯০ ॥ হযরত উসামা ইবনে যায়দ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কিয়ামতের দিন এমন এক ব্যক্তিকে এনে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে। এতে তার নাড়ি-ভুঁড়ি আগুনে বের হয়ে পড়বে এবং গাধা যেমন আটা পেয়ার

সময় চাকির চারদিকে ঘুরতে থাকে অনুরূপভাবে সেও তার চারপাশে ঘুরতে থাকবে। এ সময় দোষখবাসীরা তার কাছে জমায়েত হয়ে জিজ্ঞেস করবে হে অমুক! তোমার ব্যাপার কি? তুমি না আমাদেরকে ভাল কাজের আদেশ করতে এবং খারাপ কাজ করতে নিষেধ করতে? সে বলবে, আমি তোমাদেরকে ভাল কাজের কাজের আদেশ করতাম বটে, কিন্তু নিজে তা করতাম না। আর তোমাদেরকে খারাপ কাজ হতে নিষেধ করতাম বটে, কিন্তু নিজে তাতে লিপ্ত হতাম।

-(রোখারী ও মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ভাল কাজের আদেশ করবে খারাপ কাজে নিষেধ করবে

হাদীস : ৪৭৯১ ॥ হযরত হোয়াইফা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, সেই সত্তার কসম! যার হাতে আমার প্রাণ! তোমরা অবশ্য ভাল কাজের আদেশ দেবে এবং খারাপ কাজ করতে নিষেধ করবে। শীঘ্রই আল্লাহ তায়ালা নিজের পক্ষ হতে তোমাদের উপর আযাব প্রেরণ করবেন। অতপর তোমরা তার কাছে দোয়া করবে, কিন্তু তোমাদের দোয়া কবুল হবে না। -(তিরমিযী)

পাপের কাজ দেখলে ঘৃণা করতে হয়

হাদীস : ৪৭৯২ ॥ হযরত উরস ইবনে উমাইরা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, যমীনের যুকে যখন কোন পাপের কাজ সংঘটিত হয় তখন সেখানে উপস্থিত থেকে যে ব্যক্তি তাকে ঘৃণা করে, সে ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে সেখানে উপস্থিত ছিল না। অন্যদিকে যে ব্যক্তি অনুপস্থিত থেকে তাতে সন্তুষ্টি প্রকাশ করে, সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে সেখানে উপস্থিত রয়েছে। -(আবু দাউদ)

খারাপ কাজ দেখলে নিষেধ করতে হয়

হাদীস : ৪৭৯৩ ॥ হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) হতে বর্ণিত, একদিন তিনি সমবেত লোকদের উদ্দেশ্যে বলেন, যে মানবমণ্ডলী! তোমরা নিশ্চয় এ আয়াতটি পাঠ কর, “হে ঈমানদারগণ! নিজেকে রক্ষা করাই তোমাদের কর্তব্য। তোমরা যদি সংপথে পরিচালিত হও তবে যে পথভ্রষ্ট হয়েছে, সে তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না।” কেননা, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, মানুষ যখন কোন খারাপ কাজ দেখে, আর তারা তা পরিবর্তন করে না, তখন আল্লাহ তায়ালা অচিরেই তাদের উপর ব্যাপকভাবে আযাব নাযিল করতে পারেন। -(ইবনে মাজাহ ও মিরমিযী)

ইমাম তিরমিযী বলেছেন হাদীসটি সহীহ। আর আবু দাউদের এক বর্ণনায় আছে, যখন লোকেরা জালিমকে জুলুম করতে দেখে তার হস্তদ্বয় ধরে ফেলে না, অচিরেই আল্লাহ তায়ালা তাদের উপর ব্যাপক আযাব নাযিল করতে পারেন। তার অপর এক বর্ণনায় আছে, যে সম্প্রদায়ের মধ্যে পাপাচার হতে থাকে, অতপর তারা তাকে পরিবর্তন করার ক্ষমতা রেখেও পরিবর্তন করে না, তখন অচিরেই আল্লাহ তায়ালা তাদের উপর ব্যাপক আযাব নাযিল করবেন। এর অপর বর্ণনায় আছে, যে জাতি পাপাচারে লিপ্ত হয় এবং পাপাচারীদের চেয়ে পাপে নির্লিপ্ত ব্যক্তিদের সংখ্যা অনেক বেশি।

জাতির এক ব্যক্তি পাপ করলে অন্যদের তা প্রতিরোধ করতে হয়

হাদীস : ৪৭৯৪ ॥ হযরত জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, যে সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন এক ব্যক্তি পাপে লিপ্ত হয়, আর সেই সম্প্রদায়ের লোকেরা ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তাকে পরিবর্তন করে না, তখন তাদের মৃত্যুর আগেই আল্লাহ তায়ালা তাদের উপর পতিত হবে। -(আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)

ঈমানদারদের উচিত ভাল কাজের আদেশ করা

হাদীস : ৪৭৯৫ ॥ হযরত আবু সালাবা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ তায়ালা কালাম। “নিজেকে রক্ষা করাই তোমাদের কর্তব্য। যে ব্যক্তি গোমরাহ হয়েছে, সে তোমাদের ক্ষতি করতে পারবে না, যখন তোমরা হেদায়েতের উপর অবিচল থাকবে।” সম্পর্কে বলেন, শুনে নাও। আল্লাহর কসম! এ আয়াত সম্পর্কে আমি রাসূল (স)-কে জিজ্ঞেস করেছি। জওয়াবে তিনি বলেছেন, বরং তোমরা ভাল কাজের আদেশ দাও এবং মন্দ কাজ থেকে বাধা প্রদান কর। অবশেষে যখন তুমি দেখবে কৃপণতা অনুসরণ করা হয়, প্রবৃত্তির পূজা করা হয়, ইহকালকে প্রাধান্য দেয়া হয় এবং প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তি নিজ জ্ঞানের অহমিকায় মত্ত হয়, আর তুমি এমন অবস্থা দেখবে যাতে জড়িয়ে পড়া ছাড়া তোমার কোন উপায় থাকবে না, তখন তুমি নিজেকে নিজে রক্ষা করে চল। আর সাধারণ মানুষদেরকে তাদের অবস্থার উপর ছেড়ে দাও। আর এটা এ জন্য যে, তোমাদের পরবর্তী ধৈর্যের যুগ। সুতরাং সে যুগে যে ধৈর্যধারণ করবে, সে যেন জুলন্ত কয়লা মুঠের মধ্যে রাখল। এ অবস্থায় যে ব্যক্তি দ্বীনের কাজে দৃঢ় থাকবে, তার মত পঞ্চাশ জন আমলকারীর প্রতিদান সে পাবে। বর্ণনাকারী জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সেই পঞ্চাশ জন কি তাদের মধ্য থেকে? তিনি বললেন, না; বরং তোমাদের মধ্য থেকে পঞ্চাশ জনের সমপরিমাণ প্রতিদান পাবে। -(তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)

হাদীস-৪০৬

ওয়াদা ভঙ্গের জন্য কিয়ামতে শাস্তি দেওয়া হবে

হাদীস : ৪৭৯৬ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, একদিন রাসূল (স) আসরের পর আমাদের মাঝে বক্তৃতার উদ্দেশ্যে দাঁড়ালেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত যা কিছু সংঘটিত হবে তার সব কিছুই আলোচনা করলেন। সে কথগুলো যে স্বরণ রাখতে পেরেছে সে স্বরণ রেখেছে, আর যে ভুলবার সে ভুলে গিয়েছে। উক্ত ভাষণে তিনি যা বলেছেন, তার মধ্যে দুনিয়া মিষ্টি ও সুস্বাদু। আল্লাহ তায়ালা এ দুনিয়াতে তোমাদেরকে তাঁর প্রতিনিধি নিযুক্ত করে তাকিয়ে আছেন, তোমরা কি কাজ করছ। সাবধান! দুনিয়া থেকে বেঁচে থাক এবং বেঁচে থাক নারী সম্প্রদায় থেকে। তিনি আরও বলেছেন, প্রত্যেক অঙ্গীকার ভঙ্গকারীর জন্য কিয়ামতের দিন দুনিয়াতে অঙ্গীকার ভঙ্গ পরিমাণ একটি পতাকা হবে। রাষ্ট্র পরিচালকের অঙ্গীকার ভঙ্গই হবে সর্বাপেক্ষা বড়। তার পতাকা তার পশ্চাদ্দেশের কাছেই পৌঁতা হবে। তিনি আরও বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন মানুষের ভয়ে ন্যায় ও সত্য কথা বলা থেকে বিরত না থাকে, যখন কেউ তাকে সত্য বলে জানে। অপর এক বর্ণনায় আছে, যদি তোমাদের কেউ কোন মন্দ কাজ দেখে, সে যেন কারও ভয়ে তা পরিবর্তন করতে বিরত না থাকে। এ কথা শুনে বর্ণনাকারী আবু সাঈদ খুদরী কেঁদে ফেললেন এবং বললেন, নিশ্চয় আমরা অনায়াস হতে দেখছি, কিন্তু মানুষের ভয়ে সেই সম্পর্কে মুখ খুলে নিষেধ করতে পারিনি। অতপর রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, স্বরণ রেখ! আদম সন্তান বিভিন্ন শ্রেণীতে সৃষ্টি করা হয়েছে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ এমন আছে, যে মুমিন হিসেবে জন্মলাভ করে, মুমিন হিসেবে জীবন কাটায় এবং মুমিন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে। আবার তাদের মধ্যে কেউ কেউ এমনও আছে, যে কাকের হিসেবে পয়দা হয়। কাকের অবস্থায় জীবন অতিবাহিত করে এবং কাকের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে। আবার কেউ কেউ এমনও আছে, যে মুমিন হিসেবে জন্মগ্রহণ করে, মুমিন অবস্থায় জীবন যাপন করে এবং মৃত্যুবরণ করে কাকের অবস্থায়। অন্যদিকে তাদের মধ্যে কেউ কেউ এমনও আছে, যে পয়দা হয় কাকের হিসেবে, জীবন কাটায় কাকের অবস্থায়, কিন্তু মৃত্যুবরণ করে, মুমিন অবস্থায়। অতপর বর্ণনাকারী বলেন, অতপর রাসূল (স) ক্রোধ সম্পর্কে আলোচনা করলেন, তাদের মধ্যে কেউ কেউ এমন আছে যে সে শীঘ্র রাগ হয় আবার শীঘ্র ঠাণ্ডা হয়ে যায়। ফলে একটি অপরটির সম্পূরক। আবার কেউ কেউ এমন আছে, যে দেরিতে রাগ হয় এবং ঠাণ্ডাও হয় দেরিতে। এটাও একটি অপরটির ক্ষতিপূরক। তবে তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই সর্বোত্তম, যে রাগ দেরিতে করে এবং শীঘ্রই তা প্রশমিত হয়ে যায়। আর সেই ব্যক্তিই সবচেয়ে মন্দ, যে তাড়াতাড়ি ক্রোধান্বিত হয় এবং তা প্রশমিত হয় দেরিতে।

তারপর তিনি বললেন, তোমরা ক্রোধ থেকে বেঁচে চল। কেননা, তা হল আদম সন্তানের অন্তরের একটি জ্বলন্ত অঙ্গার। তোমরা কি দেখ না, তার-শিরাউপশিরাসমূহে ফুলে ওঠে এবং চক্ষুদ্বয় লাল হয়ে যায়? সুতরাং তোমাদের কেউ যখন ক্রোধ উপলব্ধি করে তখন সে যেন শুয়ে পড়ে এবং যমীনের সাথে মিথে থাকে। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, অতপর তিনি ঋণ সম্পর্কে আলোচনা করলেন। তিনি বলেন, তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ এমন আছে, যে উত্তম ব্যবহারে ঋণ পরিশোধ করে। আর যখন তার পাওনা উসূল করতে যায় তখন অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করে। ফলে এর একটি অপরটির সম্পূরক। আবার কেউ এমন আছে, যে ঋণ পরিশোধকালে মন্দ আচরণ করে এবং কারও কাছে পাওনা হলে উসূল করার সময় সুন্দর ব্যবহারে উসূল করে। এটাও একটি অপরটির সম্পূরক। তবে তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সেই, যে ঋণ পরিশোধ করতে ভাল ব্যবহার করে এবং কারও কাছে থেকে পাওনা উসূলের সময়ও ভাল ব্যবহার করে। আর তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তিই সবচেয়ে মন্দ, যে পরিশোধ করতে ভাল আচরণ প্রদর্শন করে এবং কারও কাছে হতে নিজে পাওনা হলে তার সাথে ও দুর্ব্যবহার করে। হযরত আবু সাঈদ (রা) বলেন, এতক্ষণে সূর্য খেজুর গাছের মাথায় এবং দেয়ালের কিনারায় পৌঁছাল। এ সময় তিনি বললেন, জেনে রাখ! আজকের পূর্বে একটি দিনের যে ক্ষুদ্র সময়টুকু এখনও বাকি আছে, অনুরূপভাবে এ দুনিয়ারও অতীতের তুলনায় এতটুকু পরিমাণই অবশিষ্ট আছে। —(তিরমিযী) \6X! '%\$* *

পাপাচারে লিপ্ত হলে ধ্বংস হবে

হাদীস : ৪৭৯৭ ॥ হযরত আবুল বখতারী রাসূলুল্লাহ (স)-এর জনৈক সাহাবী থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, মানুষ ততক্ষণ পর্যন্ত ধ্বংস হয় না, যে পর্যন্ত না তার নিজেরই গুজর আপত্তি সীমা লঙ্ঘন না করে ফেলে।

—(আবু দাউদ)

দোষী ব্যক্তিকে আল্লাহ শাস্তি প্রদান করেন

হাদীস : ৪৭৯৮ ॥ হযরত আদী ইবনে আদী আলকিনদী (রা) বলেন, আমাদের আযাদকৃত এক গোলাম বলেছেন, তিনি আমার দাদাকে বলতে শুনেছেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ তায়ালা কোন বিশেষ ব্যক্তির মন্দ কাজের দরুন ব্যাপকভাবে শাস্তি দেন না। যতক্ষণ পর্যন্ত তার উক্ত মন্দকে তার মাঝে হচ্ছে দেখেও প্রতিরোধ করে না। অথচ তারা তা প্রতিরোধ করার ক্ষমতা রাখে। যখন তারা এরূপ নীরবতা অবলম্বন করে, তখন আল্লাহ তায়ালা বিশেষ দোষী ও সাধারণ লোককে শাস্তি প্রদান করেন। —(শরহে সুন্নাহ)

৫৫৫০ - ২০৬৭

পাপীদের পাপ কাজে সাহায্য করলে দোষখে যাবে

হাদীস : ৪৭৯৯ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, বনী ইসরাঈল যখন পাপাচারে লিপ্ত হয়, তখন তাদের উলামাগণ তাদেরকে এই কাজে বাধ্য দিল। কিন্তু তারা বিরত হল না। অতপর ঐ সকল উলামাগণ তাদের সাথে ওঠা-বসা ও খানাপিনায় শরীক হয়ে পড়ল। ফলে আল্লাহ তায়াল্লা তাদের পরস্পরের অন্তরকে পাপাচারে কলুষিত করে দিলেন। তখন তিনি হযরত দাউদ (আ) ও হযরত দাঈদ ইবনে মরিয়মের ভাষায় তাদের ওপর লানৎ করলেন। আর এর এ কারণ যে, তারা নাকরমানীতে লিপ্ত হয় এবং সীমালঙ্ঘন করে। বর্ণনাকারী বলেন, এ সময় রাসূল (স) হেলান দিয়ে বসেছিলেন। অতপর তিনি বললেন, সেই পবিত্র সত্তার কসম! যার হাতে আমার প্রাণ, তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত রেহাই পাবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা জালিম ও পাপীদেরকে তাদের পাপকার্যে বাধ্য প্রদান না করবে।—(তিরমিযী ও আবু দাউদ। অপর এক বর্ণনায় আছে, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহর করম! তোমরা অবশ্যই ভাল কাজের আদেশ করবে এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করবে এবং যালিমের হস্তদ্বয় ধরে ফেলবে। তাকে ভাল কাজের প্রতি অনুপ্রাণিত করবে এবং ভাল কাজের ওপর তাকে বাধ্য করবে। নতুবা তিনি তোমাদের পরস্পরের অন্তরকে পাপে কলুষিত করে দেবেন। অতপর বনী ইসরাঈলকে যেভাবে লানৎ করেছেন, তোমাদেরকে সেভাবে লানৎ করবেন।

যঈফ - ২০৬৬ ১ম মুমিনগণ আমল করে না অথচ লোকদের বলে তারা দোষখী

হাদীস : ৪৮০০ ॥ হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, মে'রাজের রাতে আমি এমন কিছু লোকদের দেখেছি, আঙনের কাঁচি দ্বারা যাদের চোঁট কাটা হচ্ছে। জিজ্ঞেস করলাম, হে জিবরাঈল! এরা কারা? বললেন, এরা আপনার উম্মতের বক্তাগণ। যারা মানুষদেরকে ভাল কাজের জন্য আদেশ করত। তারা নিজেদেরকে ভুলে থাকত। শরহে সুন্নাহ ও বায়হাকী শোআবুল ইমানে বায়হাকীর অপর এক বর্ণনায় আছে, তিনি বলেছেন, এরা আপনার উম্মতের ঐ সকল খতীব বা বক্তাগণ যারা এমন সব কথা বলত যা নিজেরা পালন করত না। আর তারা আল্লাহর কালাম পাঠ করত বটে, কিন্তু সে মত আমল করত না। যঈফ - ২০৬৬

বনী ইসরাঈলদের জন্য আসমান থেকে খানা নাযিল হত

হাদীস : ৪৮০১ ॥ হযরত আশ্মার ইবনে ইয়াসার (রা), রাসূল (স) বলেছেন, আকাশ থেকে রুটি-গোশত ইত্যাদি খাওয়া নাযিল করা হয় এবং তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যে, তারা যেন খেয়ানত না করে এবং আগামীকালের জন্য সঞ্চয় করে না রাখে। কিন্তু তারা খেয়ানতও করল, সঞ্চয়ও করল এবং আগামীকালের জন্য কিছু তুলে রাখল। ফলে তাদের আকৃতি বানর ও শূকরে বিকৃত করে দেয়া হল।—(তিরমিযী) যঈফ - ২০৭০

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মুখ, হাত ও অন্তর দিয়ে জিহাদ করতে হয়

হাদীস : ৪৮০২ ॥ হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, শেষ যমানায় আমার উম্মতের উপর তাদের শাসকদের তরফ থেকে কঠিন কঠিন বিপদ পৌঁছাতে থাকবে। আল্লাহর ধীন সম্পর্কে সত্যিক অবহিত ব্যক্তি ছাড়া আর কেউ তা থেকে রেহাই পাবে না। সে তার-মুখ, হাত এবং পরিশেষে অন্তর দ্বারা জিহাদ করবে। বক্তৃতঃ এমন ব্যক্তির জন্যই তার সৌভাগ্য সুপ্রসন্ন ও অগ্রগামী রয়েছে, আর এক ব্যক্তি আল্লাহর ধীন সম্পর্কে অবগত হয়ে তাতে বিশ্বাস স্থাপন করেছে। আর তৃতীয় পর্যায়ে এক ব্যক্তি আল্লাহর ধীন সম্পর্কে ওয়াকিফ আছে বটে, কিন্তু নীরবতা অবলম্বন করেছেন। তার নীতি হল, যদি কাউকেও ভাল কাজ করতে দেখে তখন তাকে ঐ কাজের প্রেক্ষিতে ভালবাসে। অন্যদিকে যদি কাউকেও অন্যায় কাজ করতে দেখে তখন ঘৃণা করে। এ ব্যক্তিও ভালবাসা এবং বিদ্বেষ অন্তরে পোষণ করার দরুন পরিত্রাণ পাবে। যঈফ - ২০৭২

পাপাচার হতে দেখলে তা প্রতিরোধ করতে হয়

হাদীস : ৪৮০৩ ॥ হযরত জাবের (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তায়াল্লা হযরত জিবরাঈল (আ)-কে নির্দেশ দিলেন যে, অমুক অমুক শহরকে তার অধিবাসীদের মত উন্টিয়ে দাও। তিনি বললেন, হে রব! তাদের মধ্যে তো তোমার অমুক এক বান্দা আছে, যে মুহূর্তের জন্যও তোমার নাকরমানী করেনি। রাসূল (স) বলেন, তখন আল্লাহ তায়াল্লা বললেন, তার ও তাদের সকলের ওপর শহরটিকে উন্টিয়ে দাও। কারণ, তার সম্মুখে পাপাচারকে দেখিয়ে মুহূর্তে জন্ম তার চেহারা মলিন হয়নি। যঈফ - ২০৭২ - ৩ উক্ত মননে

আম্মার ইবনু মা'রুফ ও উবাইদ ইবনু ইয়হয়াক আম্মার আভার মননে হ'লেন হাফিজ রাবী রয়েছে। ইমাম দারাকুতনী যঈফী নহে প্রমুখ মুহাদ্দিস দাফে যঈফ বলাছেন।

জালেমকে ভয় পেলেও ভূণা করতে হয়

হাদীস : ৪৮০৪ ॥ হযরত আবু সাউদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, মহাক্ষমতাল্লাহী আল্লাহ কিয়ামতের দিন কোন ব্যাপ্তাকে জিজ্ঞেস করবেন, তোমার কি হয়েছিল, যখন তুমি কোন মন্দ কাজ হতে দেখছিলে তখন কেন তার বাধা দিলে না? রাসূল (স) বলেন, তখন তার জওয়াব শিখিয়ে দেয়া হবে। সুতরাং সে বলবে, আমি রব! আমি লোকদের ভয় করেছিলাম এবং তোমার দয়ার প্রত্যাশায় ছিলাম। -(হাদীসটি তিনটি বায়হাকী শোআবুল ইমানে বর্ণনা করেছেন।)

নেকী ও বদী মানুষের সামনে হাজির করা হবে

হাদীস : ৪৮০৫ ॥ হযরত আবু মুসা আশআরী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, সেই পবিত্র সত্তার কসম! যার হাতে মুহাম্মদ (স)-এর প্রাণ! কিয়ামতের দিন নেকী ও বদী উভয়টিকে মানুষের সামনে স্থাপন করা হবে। অতপর নেকী তার আমলকারীকে সুসংবাদ প্রদান করবে এবং কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দেবে। আর বদী তার আমলকারীকে বলবে, দূর হও, দূর হও। অথচ তারা দূরে সরে যাওয়ার শক্তি পাবে না, বরং তারা তার সাথে জড়িয়ে যাবে।

-(আহমদ ও বায়হাকী শোআবুল ইমানে)

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

মন গলানো উপদেশমালা

প্রথম পরিচ্ছেদ

স্বাস্থ্য ও অবসরের সচল্যবহার করতে হয়

হাদীস : ৪৮০৬ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, স্বাস্থ্য ও অবসর এ দুটি নেয়ামত। এদের বিষয়ে অধিকাংশ মানুষ ধোঁকার মধ্যে রয়েছে। -(বোখারী)

আখেরাতের কোন তুলনা করা যায় না

হাদীস : ৪৮০৭ ॥ হযরত মুসতাওরিদ ইবনে শাদাদ (রা) বলেন, আমি রাসূল (স) কে বলতে শুনেছি, আল্লাহর কসম! আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার উদাহরণ হল যেমন-তোমাদের কেউ মহাসাগরের মধ্যে নিজের একটি আঙ্গুল ডুবিয়ে দেয়, এরপর সে লক্ষ্য করে দেখুক তা কি পরিমাণ পানি নিয়ে আসল। -(মুসলিম)

আল্লাহর কাছে দুনিয়া নিকৃষ্ট

হাদীস : ৪৮০৮ ॥ হযরত জাবের (রা) থেকে বর্ণিত, একদিন রাসূল (স) একটি কানকাটা বকরীর বাচ্চার কাছ দিয়ে যাওয়ার বললেন, তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যে একে এক দিরহামের বিনিময়ে নিতে পছন্দ করবে? তাঁরা বললেন, আমরা তো একে কিছু বিনিময়েই নিতে পছন্দ করব না। তখন তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! এটা তোমাদের কাছে যতটুকু নিকৃষ্ট আল্লাহর কাছে দুনিয়া এর চাইতেও অধিক নিকৃষ্ট। -(মুসলিম)

দুনিয়া মুমিনের জন্য জেলখানা

হাদীস : ৪৮০৯ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, দুনিয়া মুমিনের জন্য জেলখানা এবং কাফের পক্ষে জান্নাত। -(মুসলিম)

আল্লাহ মুমিনের নেক কাজকে নষ্ট করেন না

হাদীস : ৪৮১০ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা কোন মুমিনের নেক কাজকে নষ্ট করেন না, দুনিয়াতেও তার বিনিময় প্রদান করেন, এবং আখেরাতেও তার প্রতিদান দেন। আর কাফের আল্লাহর জন্য যেসব ভাল কাজ করে দুনিয়াতে সে তার বিনিময় ভোগ করে, অবশেষে যখন সে আখেরাতে পৌঁছবে তখন তার কোন ভাল কাজ থাকবে না যার প্রতিদান সে পাইতে পারে। -(মুসলিম)

বিপদ মুছিবত দিয়ে বেহেশতকে ঢেকে রাখা হয়েছে

হাদীস : ৪৮১১ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, দোষথকে কামনা-বাসনা দ্বারা ঢেকে রাখা হয়েছে। আর জান্নাতকে ঢেকে রাখা হয়েছে বিপদ-মুছিবত দ্বারা। -(বোখারী ও মুসলিম)

জিহাদের জন্য ঘোড়ার লাগাম ধরে থাকা সওয়াবের কাজ

হাদীস : ৪৮১২ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, ধ্বংস হউক দীনারের গোলাম, দিরহামের গোলাম, উত্তম পোশাকের গোলাম। যদি তাকে দেয়া হয় তবে সন্তুষ্ট হয়, আর না দেয়া হলে অসন্তুষ্ট হয়। সে ধ্বংস

হোক, অধঃপতিত হোক। যদি তার পায়ে কাঁটা বিধে তা খুলে দেয়ার মতও কেউ না থাকুক। ঐ বান্দার জন্য সুসংবাদ যে ঘোড়ার লাগাম ধরে আল্লাহর পথে জিহাদের জন্য প্রস্তুত রয়েছে, যার কেশ বিক্ষিপ্ত, পদযুদল ধুলি মিশ্রিত। তাকে পাহারার কাজে নিয়োজিত করলে পাহারার কাজে রত থাকে। আর তাকে সৈন্যদলের পিছনে নিয়োজিত করা হলে সে পিছনে থাকে, কারও সাক্ষাতের অনুমতি চাইলে তাকে অনুমতি দেয়া হয় না। কারও জন্য সুপারিশ করলে তা কবুল করা হয় না। -(বোখারী)

কল্যাণ কখনো মন্দ আনে না

হাদীস : ৪৮১৩ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, আমি আমার পর তোমাদের জন্য সবচেয়ে বেশি যে ব্যাপারে ভয় করি তা হল দুনিয়ার চাকচিক্য ও তার সৌন্দর্য। যা তোমাদের ওপর উন্মুক্ত করে দেয়া হবে। তখন এক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! কল্যাণ কি মন্দের কারণ হতে পারে? তখন তিনি কিছুক্ষণ চুপ রইলেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা ধারণা করলাম তাঁর ওপর অঁহী নাযিল হচ্ছে। অতপর পতিনি ঘাম মুছে বললেন, সেই প্রশ্নকারী কোথায়? বর্ণনাকারী বলেন, যেন তিনি প্রশ্নকারীর কথাটি প্রশংসার যোগ্য মনে করেছেন। তখন রাসূল (স) বললেন, কল্যাণ কখনও মন্দ আনে না। বস্তৃত ঋতু যা উৎপাদন করে তা মূলত ভক্ষণকারীকে ধ্বংস করে না বা ধ্বংসের নিকটবর্তী নিয়ে যায় না; কিন্তু তৃণভোজী জানোয়ার যখন অতিমাত্রায় খায়, অবশেষে যখন কোমরের উভয় পাশ ফুলে ওঠে তখন সূর্যের সামনে রোদে গিয়ে বসে এবং মলমূত্র ত্যাগ করে। পরে আবার তৃণভূমির দিকে ফিরে যেতে তাকে। বস্তৃতঃ দুনিয়ার মাল-সম্পদ শ্যামল-সবুজ সুস্বাদু বটে। যে তা বৈধভাবে উপার্জন করে এবং বৈধ পথে ব্যয় করে তখন তার তার পক্ষে উত্তম সাহায্যকারী; কিন্তু তা অবৈধ পথে উপার্জন করে তখন তার উদাহরণ ঐ জন্তুর ন্যায়, যে খায় কিন্তু পরিভূক্ত হয় না এবং এ দুনিয়াবী মাল-সম্পদ কিয়ামতের দিন তার বিরুদ্ধে সাক্ষী হিসেবে উপস্থিত হবে।

-(বোখারী ও মুসলিম)

দুনিয়ার মোহ মানুষকে ধ্বংস করে

হাদীস : ৪৮১৪ ॥ হযরত আমর ইবনে আওফ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের সম্পর্কে দরিদ্রতার ভয় করি না; কিন্তু আমি ভয় করি যে, তোমাদের ওপর দুনিয়াকে প্রশস্ত করে দেয়া হবে যেমনি প্রশস্ত করা হয়েছিল তোমাদের আগের লোকদের ওপর। আর তোমরা তা লাভ করার জন্য ঐরূপ প্রতিযোগিতা করেছিলে। ফলে তা তোমাদেরকে ধ্বংস করবে যে রূপ তাদেরকে ধ্বংস করেছিল। -(বোখারী ও মুসলিম)

পরিবারের প্রয়োজনের জন্য দোয়া করতে হয়

হাদীস : ৪৮১৫ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) এ বলে দোয়া করেছেন, হে আল্লাহ! তুমি মুহম্মদ (স)-এর পরিবার-পরিজনকে জীবিকা নির্বাহ পরিমাণ রিযিক দান কর। -(বোখারী ও মুসলিম)

আল্লাহ যা দেন তাতে সন্তুষ্ট থাকতে হবে

হাদীস : ৪৮১৬ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, সে ব্যক্তিই সফলকাম হয়েছে, যে ইসলাম গ্রহণ করল এবং তাকে প্রয়োজন মাফিক রিযিক প্রদান করা হল এবং আল্লাহ তাকে যা দিয়েছেন তাতে সন্তুষ্ট রয়েছেন। -(মুসলিম)

যে সম্পদ দান করা হয় তাই কাজে লাগবে

হাদীস : ৪৮১৭ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, বান্দা আমার মাল, আমার সম্পদ বলে, আসলে তার মাল থাকে মাত্র তিনটি। যা খেয়ে সে শেষ করে দিয়েছে বা পরিধান করে ছিড়ে ফেলেছে, অথবা দান করেছে সংরক্ষণ করেছে। এছাড়া যা আছে তা তার কোন কাজে আসবে না এবং সে লোকদের জন্য ছেড়ে চলে যাবে।

-(মুসলিম)

মৃত লাশের সাথে তার আমল থাকে

হাদীস : ৪৮১৮ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তিনটি জিনিস মৃত লাশের সাথে যায়। দুটি ফিরে আসে এবং একটি তার সাথে থেকে যায়। তার সাথে গমন করে আত্মীয়-স্বজন, কিছু মাল-সম্পদ এবং তার আমল। পরে জ্ঞাতি-গোষ্ঠী ও মাল-সম্পদ ফিরে আসে এবং থেকে যায় তার আমল। -(বোখারী ও মুসলিম)

আল্লাহর পথে যা খরচ করবে তাই প্রকৃত সম্পদ

হাদীস : ৪৮১৯ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, একদিন রাসূল (স) জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যে নিজের মাল চেয়ে উত্তরাধিকারীদের সম্পদকে অধিক ভালবাসে? তারা বললেন, ইয়া

রাসূলুল্লাহ! আমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, বরং ওয়ারিসের সম্পদের চেয়ে নিজের নিজের সম্পদকেই বেশি ভালবাসে। তিনি বললেন, যে যা অগ্রিম পাঠিয়ে দেয়া হয় তার সম্পদ। আর যা সে পিছনে রেখে যায় তা তার ওয়ারিসের সম্পদ। -(বোখারী)

তিন ধরনের মালই প্রকৃত নিজের সম্পদ

হাদীস : ৪৮২০ ॥ হযরত মুতাররিফ তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, একদিন আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর খেদমতে এলাম, এ সময় তিনি সূরা আলহাকুমুত তাকাছুর (অর্থাৎ ধনের প্রাচুর্য তোমাদেরকে গাফেল করে রেখেছে) পাঠ করছিলেন। অতপর তিনি বললেন, আদম সন্তান বলে-আমার মাল, আমার মাল। রাসূল (স) বলেন, হে আদম সন্তান! তোমার মাল তো তাই যা তুমি খেয়ে শেষ করে ফেলেছ অথবা পরিধান করে ছিঁড়ে ফেলেছ অথবা দান-সদকা করে সঞ্চয় করেছ। -(মুসলিম)

যার অন্তর শক্তিশালী সেই প্রকৃত সম্পদশালী

হাদীস : ৪৮২১ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, ধনী হওয়া সম্পদের প্রাচুর্যের নাম নয়; বরং প্রকৃত সম্পদশালী সেই, যার অন্তর সম্পদশালী। -(বোখারী ও মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আল্লাহর নির্দেশিত হারাম থেকে বেঁচে থাকতে হবে

হাদীস : ৪৮২২ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কে এই কয়েকটি বাক্য আমার কাছ থেকে গ্রহণ করবে? অতপর নিজে সেইমত আমল করবে অথবা এমন ব্যক্তিকে শিখিয়ে দিবে, যে তার প্রতি আমল করে। আমি বললাম, আমি প্রস্তুত আছি, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এরপর তিনি আমার হাত ধরলেন এবং পাঁচটি গণনা করালেন। তিনি বললেন, ১। আল্লাহ যা হারাম করেছেন তা থেকে বেঁচে থাক, এতে তুমি হবে উত্তম এবাদতকারী। ২। আল্লাহ তোমার কিসমতে যা বণ্টন করেছেন তাতেই সন্তুষ্ট থাকবে, এতে তুমি হবে সবচেয়ে ধনবান। ৩। তোমার প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার করবে, এতে তুমি হবে পূর্ণ ঈমানদার। ৪। নিজের জন্যে যা পছন্দ কর মানুষের জন্যও তা পছন্দ করবে, তখন তুমি হবে পূর্ণ মুসলমান। ৫। অধিক হাসবে না। কেননা, অধিক হাস্য অন্তরকে মেরে ফেলে। -(আহমদ ও তিরমিযী। তিনি বলেছেন, হাদীসটি গরীব।)

আল্লাহর ইবাদত না করলে অভাব কাটবে না

হাদীস : ৪৮২৩ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা বলেন, হে আদম সন্তান! আমার এবাদতের জন্য তুমি তোমার অন্তরকে খালি করে নাও। আমি তোমার অন্তরকে অভাব-মুক্তি দ্বারা পরিপূর্ণ করে দেব এবং তোমার দরিদ্রতার পথ বন্ধ করে দেব। আর যদি তা না কর, তবে আমি তোমার হাতকে ব্যস্ততায় পূর্ণ করে দেব এবং তোমার অভাব মিটিয়ে দেব না। -(আহমদ ও ইবনে মাজাহ)

পরহেযগারী সবচেয়ে ভাল পছন্দ

হাদীস : ৪৮২৪ ॥ হযরত জাবের (রা) বলেন, রাসূল (স)-এর কাছে এক ব্যক্তির আলোচনা করা হল, যে আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগিতে খুব চেষ্টা করে এবং এমন আরেক ব্যক্তি সম্পর্কে আলোচনা করা হল কিন্তু সে পরহেযগারী অবলম্বন করে। তখন রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, তা পরহেযগারীর সমতুল্য হতে পারবে না। -(তিরমিযী)

পাঁচটি কাজ সঠিক সময়ে করতে হয়

হাদীস : ৪৮২৫ ॥ হযরত আমর ইবনে মায়মুন আওদী (রা) বলেন, রাসূল (স) জনৈক ব্যক্তিকে নসীহতস্বরূপ বললেন, পাঁচটি জিনিস আসবার আগে পাঁচটি কাজ করাকে বিরাট সম্পদ মনে কর। ১। তোমার বার্ষিক্যের আগে যৌবনকে। ২। রোগাক্রান্ত হওয়ার পূর্বে সুস্বাস্থ্যকে। ৩। দরিদ্রতার আগে অভাবমুক্ত থাকাকে। ৪। ব্যস্ততার আগে অবসর সময়কে এবং ৫। মৃত্যুর পূর্বে হায়াতকে। -(তিরমিযী মুরসাল হিসেবে)

ধনী হলে পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে

হাদীস : ৪৮২৬ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ (স) থেকে বর্ণনা করেন, তোমাদের কেউ শুধু এমন ধনী হওয়ার প্রতীক্ষায় রয়েছে যা পাপাচারে লিপ্ত করবে অথবা এমন দরিদ্রতার যা আল্লাহকে ভুলিয়ে দিবে। অথবা এমন ব্যাধির যা ধ্বংসকারী হবে। অথবা এমন বার্ষিক্যের যা বিবেকশূন্য করে ফেলবে অথবা মৃত্যুর যা অতর্কিত আগমন করবে অথবা দাজ্জালের, আর দাজ্জাল তো অপেক্ষমাণ অদৃশ্য বিষয়ের মধ্যে সবচেয়ে মন্দ অথবা কিয়ামতের, অথচ কিয়ামত হল অত্যন্ত কঠিন ও তিক্ত জিনিস। -(তিরমিযী ও নাসাঈ)

জ্ঞানী ও জ্ঞান অন্বেষণকারী ছাড়া সবই অভিশপ্ত

হাদীস : ৪৮২৭ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, সাবধান! নিশ্চয় দুনিয়া অভিশপ্ত, এর মধ্যে যা কিছু আছে, তার মধ্যে আল্লাহর যিকর ও আল্লাহ যা কিছু পছন্দ করেন এবং জ্ঞানী ও জ্ঞান অন্বেষণকারী ছাড়া সব কিছুই অভিশপ্ত। -(তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)

দুনিয়ার মূল্য আল্লাহর কাছে মাছির সমতুল্য ও নয়

হাদীস : ৪৮২৮ ॥ হযরত সাহল ইবনে সাদ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যদি দুনিয়ার মূল্য আল্লাহ পাকের দৃষ্টিতে মাছির একটি পাখার সমমূল্য পরিমাণ হত তা হলে তিনি কোন কাফেরকে এক ঢোকও পান করাতেন না। -(আহমদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)

বাগ-বাগিচা দুনিয়ার মোহ সৃষ্টি করে

হাদীস : ৪৮২৯ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, তোমরা বাগ-বাগিচা ও ক্ষেত খামার গ্রহণ করো না। ফলে তোমরা দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়বে। -(তিরমিযী ও বায়হাকী)

দুনিয়াকে ভালবাসলে আখেরাত নষ্ট হবে

হাদীস : ৪৮৩০ ॥ হযরত আবু মূসা আশআরী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি দুনিয়াকে ভালবাসে সে তার আখেরাতকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে, অন্যদিকে যে আখেরাতকে মন্বত করে, সে সেই পরিমাণ দুনিয়াকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। সুতরাং যারা অচিরেই ধ্বংস হয়ে যাবে তার ওপর তাকে প্রাধান্য দাও যা চিরস্থায়ী থাকবে।

৫২৬ - ২০৭৫

-(আহমদ ও বায়হাকী)

দিনারের দাসের ওপর লানৎ করেছেন

হাদীস : ৪৮৩১ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ (স) থেকে বর্ণনা করেছেন, দিনারের দাসের ওপর লানৎ এবং দিরহামের দাসের ওপর লানৎ। -(তিরমিযী)

৫২৬ - ২০৭৬

ধন-সম্পদের মানুষকে ধর্মের দিক থেকে বিরত রাখে

হাদীস : ৪৮৩২ ॥ হযরত কাব্ব ইবনে মালিক তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন; রাসূল (স) বলেছেন, দুটি ক্ষুধার্ত বাঘকে মেষ-বকরীর মধ্যে ছড়িয়ে দিলে ততটুকু ক্ষতিসাধন করে না, যতটুকু কোন ব্যক্তি ধন-সম্পদের মোহ ও মর্যাদার লালসা তার ধর্মের ক্ষতি করে থাকে। -(তিরমিযী ও দারেমী)

মুমিন যা খরচ করবে তাতে সওয়াব আছে

হাদীস : ৪৮৩৩ ॥ হযরত খাব্বা (রা) রাসূল (স) থেকে বর্ণনা করেন, মুমিন ব্যক্তি যা খরচ করে, তাতে সওয়াব দেয়া হয়। কিন্তু সে এই মাটির মধ্যে যা ব্যয় করে। -(তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)

প্রয়োজনীয় খরচ আল্লাহর পথে ব্যয় করার সমান

হাদীস : ৪৮৩৪ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, প্রত্যেকটি খরচ আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় ব্যয় করার মধ্যে গণ্য-ঘর-বাড়ী ছাড়া। কেননা, এতে কোন কল্যাণ নেই। -(তিরমিযী। তিনি বলেছেন, হাদীসটি গরীব।)

৫২৬ - ২০৭৭

প্রয়োজনীয় ঘর ছাড়া বাড়তি জিনিস রাখা নিষেধ

হাদীস : ৪৮৩৫ ॥ হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, একদিন রাসূল (স) বের হলেন, আমরাও তাঁর সাথে ছিলাম। এ সময় তিনি একটি উঁচু গম্বুজ দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, এটি কি? সঙ্গীগণ বললেন, এটা অমুক আনসারী ব্যক্তির ঘর। একথা শুনে তিনি নীরব রইলেন এবং সে ঘৃণা নিজের মনেই রাখলেন। অবশেষে যখন সেই ঘরওয়ালা এসে লোকজনের মধ্যে রাসূল (স) কে সালাম করল, তখন তিনি তার দিক হতে চেহারা ফিরিয়ে নিলেন। এভাবে কয়েকবার করল, এমনকি লোকটি রাসূলুল্লাহ (স)-এর অসন্তুষ্টি এবং তার দিক থেকে মুখ ফেরান অনুধাবন করে রাসূল (স) এর সাহাবীদের কাছে ব্যাপারটি প্রকাশ করল এবং বলল আল্লাহর কসম! আমি রাসূল (স)-কে অসন্তুষ্ট দেখছি। তারা বললেন, রাসূল (স) এ দিকে বের হয়ে তোমার গম্বুজটি দেখেন। একথা শুনে লোকটি তার গম্বুজের দিকে ফিরে গেল এবং তাকে ভেঙে চুরমার করে যমীনের সাথে মিশিয়ে দিল। এরপর আবার একদিন রাসূল (স) এ দিকে বের হলেন, কিন্তু গম্বুজটি দেখলেন না। জিজ্ঞেস করলেন, গম্বুজটি কি হল? তাঁরা বললেন, এর মালিক আমাদের কাছে এসে আপনার অসন্তুষ্টির কথা বললে আমরা তাকে এর কারণটা অবহিত করলাম, অতপর সে তাকে ভেঙে ফেলেছে। তখন রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, সাবধান! একান্ত প্রয়োজনীয় ঘর ছাড়া অন্য কোন ইমারত তার মালিকের জন্য বিপদ। -(আবু দাউদ)

৫২৬ - ২০৭৮

একজন খাদেম ও একটি উল্লিহ যথেষ্ট

হাদীস : ৪৮৩৬ ॥ হযরত আবু হাশেম ইবনে উতবা (রা) বলেন, রাসূল (স) আমাকে উপদেশস্বরূপ বললেন, সব মাল-সম্পদের মধ্যে তোমার জন্য একজন খাদেম ও আল্লাহর রাস্তায় ব্যবহারের জন্য একটি সওয়ারীহ যথেষ্ট।

-(আহমদ, তিরমিযী, নাসাই ও ইবনে মাজাহ)

প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোন কিছুই ভাল নয়

হাদীস : ৪৮৩৭ ॥ হযরত ওসমান (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, আদম সন্তানের বসবাসের জন্য একখানা ঘর, লজ্জাস্থান ঢাকার একখানা কাপড়, একখন্ড শুকনা রুটি ও কিছু পানি ছাড়া আর কিছুই রাখার হক বা অধিকার নেই। -(তিরমিযী)

৫২২-১০৭৯

দুনিয়া ত্যাগ করলে আল্লাহ ভালবাসেন

হাদীস : ৪৮৩৮ ॥ হযরত সাহল ইবনে সাদ (রা) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূল (স)-এর খেদমতে এসে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে এমন একটি কাজের নির্দেশ দিন যা করলে আল্লাহ আমাকে ভালবাসবেন এবং মানুষ আমাকে ভালবাসবে। তিনি বললেন, দুনিয়া ত্যাগ কর, আল্লাহ তোমাকে মহব্বত করবেন এবং মানুষের কাছে যা আছে তার লালসা করো না। তবে লোকেরা তোমাকে ভালবাসবে। -(তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)

রাসূল (স) খালি চাটাইয়ে ঘুমাতে ন

হাদীস : ৪৮৩৯ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) একটি খালি চাটাইয়ে ঘুমিয়েছিলেন, তা থেকে ওঠলে তাঁর দেহ মোবারকে চাটাইয়ের দাগ পড়েছিল। তখন ইবনে মাসউদ আরম্ভ করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! যদি আপনি আমাদেরকে নির্দেশ দিতেন তবে আমরা আপনার জন্য একখানা বিছানা তৈরি করে বিছিয়ে দিতাম। তিনি বলেন, দুনিয়ার সাথে আমার কি সম্পর্ক? বস্তুতঃ আমারও দুনিয়ার দৃষ্টান্ত হল একজন ঐ আরোহীর ন্যায়, যে একটি গাছের নীচের ছায়ার কিছু সময়ের জন্য বিশ্রাম নেয়, অতপর বৃক্ষটিকে ছেড়ে চলে যায়।

-(আহমদ, তিরমিযী ইবনে মাজাহ)

অল্পে তুষ্ট মানুষই প্রকৃত সুখি

হাদীস : ৪৮৩০ ॥ হযরত আবু উমামা (রা) রাসূলুল্লাহ (স) থেকে বর্ণনা করেন, আমার বন্ধুদের মধ্যে সেই মুমিনই আমার কাছে ঈর্ষার পাত্র, যে পার্থিব ঝামেলামুক্ত, নামাযের ব্যাপারে সৌভাগ্যবান অর্থাৎ, আল্লাহর এবাদত উত্তমরূপে আদায় করে এবং গোপনীয় অবস্থায় আল্লাহর আনুগত্যে থাকে। মানুষের কাছে অপরিচিত। তার প্রতি আঙুল দ্বারা ইশারা করা হয় না, তার রিযিক প্রয়োজন পরিমাণ হয় এবং তাতেই সে তুষ্ট থাকে। এ কথাগুলো বলে রাসূল (স) নিজের হাতের আঙুলের মধ্যে চটকী মারলেন এবং বললেন, এ অবস্থায় হঠাৎ একদিন তাকে মৃত্যু পেয়ে বসে। তার জন্য ক্রন্দনকারিণীও কম হয় এবং মীরাসী সম্পদও সম্পদও স্বল্প ছেড়ে যায়। -(আহমদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)

রাসূল (স) সম্পদশালী হতে চাইলেন না ৫২২-১০৮০

হাদীস : ৪৮৪১ ॥ হযরত আবু উমামা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমার রব মক্কার বাত্‌হা উপত্যকা আমার জন্য স্বর্ণে রূপান্তরিত করে দেয়ার বিষয় আমার কাছে পেশ করলেন, তখন আমি বললাম, না হে আমার প্রভু! বরং আমি একদিন পরিতৃপ্ত এবং আরেক দিন অভুক্ত থাকতে চাই। যাতে আমি যখন অভুক্ত থাকি তখন তোমার কাছে সকাতে বিনয় প্রকাশ করব এবং তোমার স্মরণ করব। আর যখন পরিতৃপ্ত হব তখন তোমার প্রশংসা করব এবং তোমার শৌকর আদায় করব। -(আহমদ ও তিরমিযী)

প্রাণ রক্ষার পরিমাণ রিযিক থাকা উচিত

হাদীস : ৪৮৪২ ॥ হযরত উবায়দুল্লাহ ইবনে মিহছান (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি নিজের গৃহে নিরাপদে শারীরিক সুস্থতা সহকারে ভোর করে এবং তার কাছে সেই দিনের প্রাণরক্ষা পরিমাণ খাদদ্রব্য মণ্ডজুদ থাকে, তার জন্য যে দুনিয়ার সব নিয়ামত একত্রিত করে দেয়া হয়েছে। -(তিরমিযী)

প্রয়োজনের তুলনায় বেশি খাদ্যের প্রয়োজন নেই

হাদীস : ৪৮৪৩ ॥ হযরত মিকদাম ইবনে মাদীকারাবা (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, কোন ব্যক্তি তার উদর অপেক্ষা মন্দ কোন পাত্রকে ভর্তি করেনি। আদম সন্তানের জন্য এ পরিমাণ কয়েক লোকমাই যথেষ্ট, যা দ্বারা সে নিজের কোমরকে সোজা রাখতে পারে। যদি এর অধিক খাওয়া প্রয়োজন মনে কর তবে এক তৃতীয়াংশ খাদ্য, আরেক তৃতীয়াংশ পানীয় অপর তৃতীয়াংশ শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য খালি রাখবে। -(তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)

দুনিয়াতে পরিতৃপ্ত হলে কিয়ামতে ক্ষুধার্ত থাকবে

হাদীস : ৪৮৪৪ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) ব্যক্তিকে ঢেকুর দিতে শুনে বললেন, তোমার ঢেকুর কম কর। কেননা, কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তিই খুব বেশি ক্ষুধার্ত হবে, যে দুনিয়াতে খুব বেশি পরিতৃপ্ত হয়েছে। -(শরহে সুন্নাহ। আর তিরমিযী অনুরূপ অর্থে বর্ণনা করেছেন।

উম্মতের ফেতনা হল সম্পদ

হাদীস : ৪৮৪৫ ॥ হযরত কাব ইবনে ইয়ায (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, প্রত্যেক উম্মতের জন্য কোন একটি ফেতনা রয়েছে। আমার উম্মতের ফেতনা হল মাল। -(তিরমিযী)

আখেরাতের জন্য নেক আমল না করলে সে দোষখী

হাদীস : ৪৮৪৬ ॥ হযরত আনাস (রা) রাসূলুল্লাহ (স) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, কিয়ামতের দিন আদম সম্ভানকে এমন অবস্থায় আনা হবে যেন সে একটি অসহায় বকরির ছানা। অতপর তাকে আল্লাহ তায়ালা সামনে দাঁড় করান হবে। তখন আল্লাহ তায়ালা তাকে জিজ্ঞেস করবেন, আমি তোমাকে দান করেছিলাম। মালিক বানিয়েছিলাম এবং আমি তোমাকে নেয়ামত দান করেছিলাম, আমার-সেই সমস্ত নিয়ামতকে কি কাজে ব্যয় করেছ? সে বলবে, হে আমার রব! আমি তাকে সঞ্চয় করেছি, এতে বৃদ্ধি করেছি এবং প্রথমে যা ছিল তা অপেক্ষা অধিক পরিমাণে ছেড়ে এসেছি। সুতরাং আমাকে আবার দুনিয়াতে ফিরতে দিন, আমি উক্ত সব সম্পদ আপনার কাছে নিয়ে আসব। আল্লাহ তায়ালা তাকে বলবেন, যা কিছু তুমি আগে প্রেরণ করেছ তা আমাকে দেখাও। উত্তরে সে আগের ন্যায় আবার বলবে, হে আমার রব! আমি তাকে সঞ্চয় করেছি, তাতে বৃদ্ধি করেছি এবং আগে যা ছিল তা থেকে অধিক ছেড়ে এসেছি। সুতরাং আমাকে পুনরায় দুনিয়াতে পাঠিয়ে দাও। তবে সব সম্পদ নিয়ে তোমার কাছে আসব। তখন প্রকাশ পাবে যে, সে এমন এক বান্দা, যে আখেরাতের জন্য কোন নেক আমল প্রেরণ করেনি। সুতরাং তাকে দোষখের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে।

৫৫৫ - ২০৮২

-(তিরমিযী। তিনি বলেছেন হাদীসটি যঈফ।)

ঠাণ্ডা পানি এবং ভাল স্বাস্থ্যের জন্য জিজ্ঞেস করা হবে

হাদীস : ৪৮৪৭ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কিয়ামতের দিন নিয়ামত সম্পর্কে বান্দাকে সর্বপ্রথম যে প্রশ্ন করা হবে, তা হল, তাকে জিজ্ঞেস করা হবে, আমি কি তোমাকে সুস্বাস্থ্য দান করিনি, আমি কি তোমাকে ঠাণ্ডা পানি দিয়ে পরিতৃপ্ত করিনি?-(তিরমিযী)

বয়স ও যৌবন সম্পর্কে কিয়ামতে প্রশ্ন করা হবে

হাদীস : ৪৮৪৮ ॥ হযরত ইবনে মাসউদ (রা) রাসূলুল্লাহ (স) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, কিয়ামতের দিন আদম সম্ভানের পা দুটি একটুও নড়তে পারবে না। যে পর্যন্ত না তার কাছ থেকে পাঁচটি বিষয়ের উত্তর চাওয়া হবে-১। তার বয়স সম্পর্কে সে তা কি কাজে ব্যয় করেছে? ২। তার যৌবন সম্পর্কে। যে তা কি কাজে ক্ষয় করেছে? ৩। তার মাল-সম্পদ সম্পর্কে। সে তা কোথা থেকে অর্জন করেছে? ৪। আর উহা কোথায় ব্যয় করেছে? ৫। এবং যে এলম হাসিল করেছিল তা অনুযায়ী কি আমল করেছে? -(তিরমিযী। তিনি বলেছেন, হাদীসটি গরীব)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

তাকওয়া পরহেযগারীতে মর্যাদা বৃদ্ধি পায়

হাদীস : ৪৮৪৯ ॥ হযরত আবু যার (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) তাঁকে বলেছেন, তুমি লাল বর্ণ বা কাল বর্ণবিশিষ্ট হতে উত্তম হবে না; বরং তাকওয়া বা পরহেযগারী দিয়েই তাদের তেকে তোমার মর্যাদা লাভ হবে। -(আহমদ)

দুনিয়ার সম্পদ পরিত্যাগ করলে জ্ঞান বৃদ্ধি হয়

হাদীস : ৪৮৫০ ॥ হযরত আবু যার (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যেই বান্দা দুনিয়ার সম্পদ হতে বিমুখ থাকে আল্লাহ তায়ালা তার অন্তরে সূক্ষ্ম জ্ঞান সৃষ্টি করেন এবং আল্লাহ তার রসনা দ্বারা তা প্রকাশ করান। দুনিয়ার দোষ-ত্রুটি, তার ব্যাধি ও নিরাময় তাকে দেখিয়ে দেন। এবং তাকে দুনিয়া হতে নিরাপদে বের করে দারুস-সালামে পৌঁছে দেন।

৫৫৫ - ২০৮২

-(বায়হাক শোআবুল ইমানে)

অন্তরে সত্য কথা সংরক্ষণ করা উচিত

হাদীস : ৪৮৫১ ॥ হযরত আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, নিশ্চয় সে সফলকাম হয়েছে, আল্লাহ তায়ালা যার অন্তরকে ঈমানের জন্য খালেষ্ করে দিয়েছে। এবং আল্লাহ তায়ালা তার হৃদয়কে নিবৃত্ত, রসনাকে সত্যভাষী, নফসকে স্থিতিশীল ও স্বভাবকে সঠিক করেছেন এবং তার কানকে বানিয়েছেন শ্রবণকারী ও চক্ষুকে করেছেন দৃষ্টিকারী।

বস্তুতঃ অন্তর যে সংরক্ষণ করে তার জন্য কান হল চুঙ্গির ন্যায় এবং চক্ষু হল স্থাপনকারী। আর নিশ্চয় ঐ ব্যক্তি সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে, যে তার অন্তরকে সত্য কথা সংরক্ষণকারী বানায়। -(আহমদ ও বায়হাকী শোআবুল ইমানে) ২০৬৬

গোনাহ করা সত্ত্বেও সম্পদ বৃদ্ধি পাওয়া আল্লাহর সন্তুষ্টির কারণে নয়

হাদীস : ৪৮৫২ ॥ হযরত উকবা ইবনে আমের (রা) রাসূলুল্লাহ (স) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, যখন তুমি দেখবে কোন বান্দার গুনাহ ও নাফরমানী সত্ত্বেও মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তাকে দুনিয়ার প্রিয় বস্তু দান করছেন, তখন বুঝে নাও যে, আসলে এটা অবকাশ মাত্র। অতপর রাসূল (স) এ আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন, যখন কাফেররা, যে সব উপদেশ তাদেরকে দেয়া হয়েছিল তা ভুলে গেল, তখন আমি তাদের জন্য প্রত্যেক বস্তুর দ্বারা উনুত্ব করে দেই, অবশেষে যখন তারা প্রাপ্ত জিনিসে অত্যধিক আনন্দিত হয়ে পড়ে এমনভাবে হয় আমি তাদেরকে হঠাৎ পাকড়াও করি এবং তারা হতাশ হয়ে পড়ে। -(আহমদ)

সম্পদ রেখে ইন্তেকাল করা উচিত নয়

হাদীস : ৪৮৫৩ ॥ হযরত আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত, একদিন সোফফার অধিবাসীদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি দীনার রেখে মৃত্যুবরণ করল। তখন রাসূল (স) বললেন, এটা একটি পোড়া দাগ। বর্ণনাকারী বলেন, কিছুদিন পর আরেক ব্যক্তি দুটি দীনার রেখে মৃত্যুবরণ করল। তখন রাসূল (স) বললেন, এ দুটি পোড়া দাগ। -(আহমদ)

মাল সঞ্চয় করা পুরো নিষেধ

হাদীস : ৪৮৫৪ ॥ হযরত মুয়াবিয়া (রা) থেকে বর্ণিত, একদিন তিনি তাঁর মামা আবু হাশেম ইবনে উতবার কাছে তার রোগ পরিচর্যার জন্য গেলেন। আবু হাশেম কঁদে ফেললেন। মুয়াবিয়া জিজ্ঞেস করলেন, হে মামা! কেন কঁদছেন? রোগ যন্ত্রণা আপনাকে কষ্ট দিচ্ছে-না কি দুনিয়ার লোভ-লালসায় আপনার এ ক্রন্দন? জওয়াবে হাশেম বললেন, এর একটিও নয়। বরং রাসূল (স) আমাদেরকে একটি অসীয়াত করেছিলেন। কিন্তু আমি তা রক্ষা করতে পারিনি। মুয়াবিয়া (রা) জিজ্ঞেস করলেন, সেই অসীয়াতটি কি ছিল? তিনি বললেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, তোমার মাল সঞ্চয়ের মধ্যে কেবলমাত্র একজন খাদেম এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের জন্য একটি সওয়ারীই যথেষ্ট। আমি দেখছি যে, আমি মাল সঞ্চয় করেছি। -(আহমদ, তিরমিযী, নাসাই ও ইবনে মাজাহ)

কিয়ামত হল মানুষের জন্য দুর্গম পথ

হাদীস : ৪৮৫৫ ॥ হযরত উম্মে দারদা (রা) বলেন, একদিন আমি হযরত আবুদারদা (রা)-কে বললাম, আপনার কি হয়েছে, আপনি কেন সম্পদ অর্জন করছেন না, যেভাবে অমুক অর্জন করছে? তখন তিনি বললেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, তোমার সম্মুখে একটি দুর্গম গিরিপথ রয়েছে, ভারী বোঝা বহনকারী সহজভাবে তা অতিক্রম করতে পারবে না। তাই আমি উক্ত দুর্গম পথের জন্য হালকা থাকাই পছন্দ করি।

দুনিয়ার ব্যক্তি গোনাহ থেকে মুক্ত নয়

হাদীস : ৪৮৫৬ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমাদের কেউ পা না ভিজিয়ে পানিতে চলতে পারে কি? তাঁরা বললেন, না, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তখন তিনি বললেন, অনুরূপভাবে কোন দুনিয়াদার গুনাহ থেকে নিরাপদে থাকতে পারে না। -(হাদীস দুটি বায়হাকী শোআবুল ইমানে) ২০৬৮

মৃত্যুর আগে পর্যন্ত আল্লাহর ইবাদত করতে হবে

হাদীস : ৪৮৫৭ ॥ হযরত জুবায়র ইবনে নুফায়র (রা) মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমার কাছে এ অহী পাঠান হয়নি যে, আমি যেন মাল-সম্পদ সঞ্চয় করি এবং একজন ব্যবসায়ী হই, বরং আমাকে এ নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, তুমি তোমার রব্বের প্রশংসার সাথে তসবীহ পাঠ কর এবং সেজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও এবং ইয়াকীন (মৃত্যু) আসা পর্যন্ত তোমার রব্বের এবাদতে আত্মনিয়োগ কর। -(শরহে সুন্নাহ। আর আবু নোয়াইম তাঁর হিলইয়াহ গ্রন্থে আবু মুসলিম থেকে বর্ণনা করেছেন।) ২০৬৯

সম্পদের কারণে অহংকার করবে না

হাদীস : ৪৮৫৮ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি হালাল উপায়ে দুনিয়ার মাল-সম্পদ অন্বেষণ করে শিক্ষাবৃত্তি থেকে বাঁচার জন্য, পরিবারের খরচ নির্বাহের উদ্দেশ্যে এবং প্রতিবেশীর প্রতি সদাচারণের লক্ষ্যে, সে আল্লাহ তায়ালা সাথে কিয়ামতের দিন এমনভাবে মিলিত হবে যে, তার চেহারা পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় উজ্জ্বল থাকবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি হালাল উপায়ে মাল অর্জন করল বটে, কিন্তু গর্ব, অহংকার ও ধনের আধিক্য প্রকাশের নিয়তে, সে আল্লাহ তায়ালা সাথে এমন অবস্থায় মিলিত হবে যে, তিনি তার উপর ভীষণভাবে রাগান্বিত হবেন।

কল্যাণের দরজাই সবচেয়ে ভাল

হাদীস : ৪৮৫৯ ॥ হযরত সাহল ইবনে সাদ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন নিশ্চয় এ মাল হল বিরাট সম্পদ। সেই সম্পদের চাবিও আছে। সুতরাং সে বান্দার জন্য সুসংবাদ যাকে আল্লাহ তায়ালা কল্যাণের দরজা খোলা এবং অকল্যাণের দরজা বন্ধ করার চাবি বানিয়েছেন। আর সেই বান্দার জন্য ধ্বংস যাকে আল্লাহ অকল্যাণ বা মন্দের দ্বারা খোলা এবং কল্যাণের দ্বারা বন্ধ করার চাবি বানিয়েছেন। -(ইবনে মাজাহ)

সম্পদে বরকত না হলে অযথা ব্যয় হয়

হাদীস : ৪৮৬০ ॥ হযরত আলী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন কোন ব্যক্তির মাল-সম্পদে বরকত না হয়, তখন সে তাকে পানি ও মাটিতে ব্যয় করে। ২৫৬-২০৮৭

বাড়ি-ঘর তৈরিতে হারাম মাল থেকে দূরে থাকতে হয়

হাদীস : ৪৮৬১ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, তোমরা ঘর-বাড়ী তৈরির মধ্যে হারাম মাল লাগানো থেকে বেঁচে থাক। কেননা, তা হল ধ্বংসের মূল।

২৫৬

২০৮৭

-(হাদীস দুটি বায়হাকী শোআবুল ইমানে)

যার জ্ঞান বৃদ্ধি নেই সে সম্পদ জমা করে

হাদীস : ৪৮৬২ ॥ হযরত আয়েশা (রা) রাসূল (স) থেকে বর্ণনা করেন, দুনিয়া ঐ ব্যক্তির ঘর, যার ঘর নেই এবং ঐ ব্যক্তির মাল, যার কোন মাল নেই। আর দুনিয়ার জন্য সেই ব্যক্তিই সঞ্চয় করে যার বৃদ্ধি নেই।

২৫৬-২০৯০

-(আহমদ ও বায়হাকী)

নারী হল শয়তানের ফাঁদ স্বরূপ

হাদীস : ৪৮৬৩ ॥ হযরত হোযাইফা (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, একদিন তিনি এক ভাষণে বলেন, মদ হল পাপের সমষ্টি। নারী সম্প্রদায় শয়তানের ফাঁদ। দুনিয়ার মহব্বত সকল পাপের মূল। বর্ণনাকারী বলেন, আমি তাঁকে এও বলতে শুনেছি, তোমরা নারীদেরকে পিছনে সরিয়ে রাখ, যেভাবে আল্লাহ তাদেরকে পিছনে রেখেছেন। -(রযীন। আর বায়হাকী তাঁর শোআবুল ইমান গ্রন্থে হযরত হাসান বসরী (রা) থেকে শুধু দুনিয়ার মহব্বত প্রত্যেক পাপের মূল উৎস। এ বাক্যটি মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন।) ২৫৬-২০৯১

দীর্ঘ হায়াতের আকাঙ্ক্ষা আখেরাতকে ভুলিয়ে দেয়

হাদীস : ৪৮৬৪ ॥ হযরত জাবের (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমি আমার উম্মতের ওপর দু ব্যাপারে খুব বেশি ভয় করি। প্রবৃত্তি কামনা আর দীর্ঘ হায়াতের আকাঙ্ক্ষা। বস্তুত প্রবৃত্তি মানুষের ন্যায়নীতি গ্রহণ করা থেকে বাঁধা দেয়। আর দীর্ঘ হায়াতের আকাঙ্ক্ষা আখেরাতকে ভুলিয়ে দেয়। এই যে দুনিয়া! এটা প্রবাহমান প্রস্থানকারী এবং ঐ আখেরাত! তা প্রবাহমান আগমনকারী। আর এর প্রত্যেকটির সন্তানাদিও রয়েছে। অতএব যদি তোমাদের সাধ্যে কুলায় আর তোমরা দুনিয়ার সন্তান না হয়ে থাকতে পার তবে তাই কর। কেননা, আজ তোমরা আমলের গৃহে রয়েছে, এখানে কোন হিসাব-কিতাব নেই। আর আগামীকাল তোমরা আখেরাতের অধিবাসী হবে, আর সেখানে কোন আমল নেই।

২৫৬-২০৯২

-(বায়হাকী শোআবুল ইমানে)

সব হিসেব নিকাশ হবে আখেরাতে

হাদীস : ৪৮৬৫ ॥ হযরত আলী (রা) বলেন, দুনিয়া পৃষ্ঠা প্রদর্শন করে চলে যাচ্ছি, আর আখেরাত সামনে আসছে। আর এদের প্রত্যেকটির সন্তানাদি রয়েছে। তবে তোমরা আখেরাতের সন্তান হও, দুনিয়ার সন্তান হয়ো না। কেননা, আজ আমলের সময়, এখানে কোন হিসেব নেই। আর আগামীকাল হিসাব-নিকাশ হবে, সেইখানে কোন আমল নেই। -(হাদীসটি ইমাম বোখারী তরজামাতুল বাবে বর্ণনা করেছেন)

বেহেশত সর্বপ্রকার কল্যাণে ভরা

হাদীস : ৪৮৬৬ ॥ হযরত আমর (রা) থেকে বর্ণিত, একদিন রাসূলুল্লাহ (স) ভাষণদানকালে বললেন, সাবধান! দুনিয়া একটি অস্থায়ী জিনিস। তা থেকে নেককার ও বদকার উভয়ই ভোগ করে। সাবধান! আখেরাত একটি সত্যিকার নির্দিষ্ট সময়। সেখানে বিচার করবেন এমন এক বাদশাহ যিনি সর্বসময় ক্ষমতার অধিকারী। সাবধান! সর্বপ্রকার কল্যাণের স্থান হল জান্নাত এবং সর্বপ্রকার মন্দের স্থান হল জাহান্নাম। সাবধান! সুতরাং তোমরা আমল কর এবং আল্লাহকে ভয় করতে থাক। আর এ কথাটি ভালভাবে জেনে রাখ, তোমাদেরকে তোমাদের কৃতকর্মসহ আল্লাহর সামনে উপস্থিত করা হবে। সুতরাং যে ব্যক্তি রেণু পরিমাণ নেক কাজ রুহবে সে তার ফল পাবে এবং যে ব্যক্তি রেণু পরিমাণ মন্দ কাজ করবে সে তারও ফল পাবে। -(শাফেয়ী)

২৫৬-২০৯৩

মাতার সন্তান তার অনুগত হয়ে থাকে

হাদীস : ৪৮৬৭ ॥ হযরত শাদ্দাদ (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, হে লোকসকল! দুনিয়া একটি অস্থায়ী সম্পদ। এ থেকে পূণ্যবান ও পাপী উভয়ই ভোগ করে থাকে। আর আখেরাত একটি সত্য প্রতিশ্রুতি। সেখানে বিচার করবেন ন্যায়পরায়ণ সর্বসময় শক্তির অধিকারী বাদশাহ। তিনি নিজ ফয়সালায় সত্যকে বহাল রাখবেন এবং বাতিলকে মুছে ফেলবেন। সুতরাং তোমরা আখেরাতের সন্তান হও, দুনিয়ার সন্তান হয়ো না। কেননা, প্রত্যেক মাতার সন্তান তার অনুগত হয়ে থাকে। ১৫৬০-১০২৪

প্রয়োজনের বেশি সম্পদ রাখা ভাল নয়

হাদীস : ৪৮৬৮ ॥ হযরত আবুদ দারদা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, সূর্য উদয় হওয়ার সাথে সাথেই তার দু পাশে দু জন ফেরেশতা ঘোষণা দিতে থাকেন, তা জিন ও মানুষ ছাড়া আর সকল মাখলুককে শোনান হয়। হে মানুষ সকল! তোমরা তোমাদের প্রভুর দিকে এস। যে সম্পদের প্রাচুর্য-আল্লাহ ও তাঁর স্মরণ থেকে গাফেল করে রাখে, তা অপেক্ষা প্রয়োজনমারফিক স্বল্প মালই উত্তম। -(আবু নোআইম হিলইয়াহ গ্রন্থে হাদীস দুটি বর্ণনা করেছেন)

পরকালের সম্পদের জন্য জিজ্ঞাসিত হবে

হাদীস : ৪৮৬৯ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হাদীসটি রাসূলুল্লাহ (স) পর্যন্ত পৌঁছিয়ে বলেছেন, যখন কোন ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করে তখন ফেরেশতাগণ বলেন, পরকালের জন্য আগামটি পাঠিয়েছে? আর মানুষেরা বলে, সে কি রেখে গিয়েছে? বায়হাকী শোআবুল ইমানে। ১৫৬০-১০২৫

দুনিয়া হতে আখেরাত অনেক মূল্যবান

হাদীস : ৪৮৭০ ॥ হযরত মালিক (রা) থেকে বর্ণিত হযরত লোকমান (আ) নিজ পুত্রকে লক্ষ্য করে বললেন, হে বৎস! মানুষের সাথে যে সব বিষয়ে প্রতিশ্রুতি করা হয়েছে, এর দীর্ঘ যমানা অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে। আর পরকালের দিকে অতি দ্রুত চলে যাচ্ছে। হে বৎস! তুমি যেই দিন জন্ম নিয়েছে সেই দিন থেকে তুমি দুনিয়াকে পিছনে ছেড়ে আসছ এবং ক্রমশঃ আখেরাতের দিকে অগ্রসর হচ্ছ। বস্তুতঃ যে ঘরের দিকে তুমি যাচ্ছ, তা ঐ ঘরের চেয়ে তোমার অতি নিকটবর্তী, যে ঘর থেকে তুমি বের হয়েছ? -(রযীন)

সত্যভাষী ও অন্তরকরণ পরিকার লোক সবচেয়ে ভাল

হাদীস : ৪৮৭১ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, রাসূল (স)-কে জিজ্ঞেস করা হল, মানুষের মধ্যে উত্তম কে? তিনি বললেন, প্রত্যেক নিষ্কলুষ অন্তরকরণ সত্যভাষী। সাহাবাগণ আরয় করলেন, (সুদুকুল লিসান) তো আমরা বুঝি, তবে 'মাখমুমুল কালব' কি? তিনি বললেন, নির্মল ও পবিত্র অন্তরকরণ, যা পাপ করেনি, যুলম করেনি ও যা হিংসা-বিদ্বেষ হতে মুক্ত। -(ইবনে মাজাহ ও বায়হাকী শোআবুল ইমানে)

খানাপিনায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়

হাদীস : ৪৮৭২ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমার মধ্যে চারটি বস্তু বিদ্যমান থাকে, তখন দুনিয়ার যা কিছুই তোমার থেকে চলে যায় তাতে তোমার কোন ক্ষতি নেই। আমানত রক্ষা করা, সত্য কথা বলা, উত্তম চরিত্র হওয়া এবং খানাপিনায় সতর্কতা অবলম্বন করা।

-(আহমুদ ও বায়হাকী শোআবুল ইমানে)

সত্য কথা ও আমানত রক্ষায় উচ্চ মর্যাদা পাওয়া যায়

হাদীস : ৪৮৭৩ ॥ হযরত মালিক (রা) বলেন, আমার কাছে এই সংবাদ পৌঁছেছে যে, হযরত লোকমান হাকীম (আ)-কে জিজ্ঞেস করা হয়, আমরা আপনাকে যে মর্যাদায় দেখছি, তা আপনি কিভাবে অর্জন করলেন? তিনি বললেন, সত্য কথা বলা, আমানত যথাযথ পরিশোধ করা এবং অনর্থক কথা ও কাজ বর্জন করা দ্বারা। -(বোখারী ও মুসলিম)

প্রত্যেক ইবাদত কিয়ামতে সুপারিশ করবে

হাদীস : ৪৮৭৪ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমলসমূহ উপস্থিত হবে। নামায এসে বলবে, হে আমার রব! আমি সালাত। আল্লাহ বলবেন, তুমি কল্যাণময়। অতপর সদকা এসে বলবে, হে রব! আমি সদকা। আল্লাহ বলবেন, তুমি কল্যাণময়। অতপর সিয়াম এসে বলবে, হে রব! আমি সিয়াম। আল্লাহ পাক তুমিও কল্যাণময়। অতপর আমলসমূহ একরূপ আসবে এবং আল্লাহ তায়াল্লাও বলবেন, তুমি কল্যাণময়। তারপর ইসলাম আসবে এবং বলবে হে আল্লাহ! তোমার ইসলাম এবং বলবে হে আল্লাহ! তোমার এক নাম সালাম। আর আমি হলম ইসলাম। আল্লাহ বলবেন, তুমিও কল্যাণময়। বস্তুতঃ আজ আমি তোমার কারণেই পাকড়াও করব এবং তোমার উসলায় সওয়াব

দান করব। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা তাঁর কিতাবে বলেছেন, “এবং যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দীন অব্বেষণ করে, তার কিছুই বকুল করা হবে না এবং সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের অন্তর্ভুক্ত হবে।”

ঘরে ছবিযুক্ত পর্দা রাখা উচিত নয়

হাদীস : ৪৮৭৫ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আমাদের একখানা পাখির ছবিযুক্ত পর্দা। রাসূল (স) একদিন তা দেখতে পেয়ে বললেন, হে আয়েশা! একে পরিবর্তন করে ফেল। কেননা, আমি যখনই তা দেখতে পাই, তখনই দুনিয়া আমার স্বরণে এসে যায়।

নামাযের মধ্যে একগততা অবশ্য করণীয়

হাদীস : ৪৮৭৬ ॥ হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে এসে বলল, আমাকে সংক্ষিপ্ত কিছু উপদেশ দিন। তখন তিনি বললেন, যখন তুমি নামাযে দাঁড়াবে, তখন সে নামাযকে নিজের জীবনের শেষ নামায মনে করে পড়বে। এমন কথা মুখ দিয়ে বের করো না, যার দরুন আগামীকাল ওয়রখাই করতে হবে এবং মানুষের হাতে যা আছে তা হতে তোমার নৈরাশ্য সুদৃঢ় করে নাও।

খোদাতীক লোকই রাসূল (স)-এর সাথী

হাদীস : ৪৮৭৭ ॥ হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রা) বলেন, যখন রাসূল (স) তাঁকে ইয়ামান পাঠালেন, তখন রাসূল (স) তাঁকে নসীহত ও উপদেশ দিতে দিতে তাঁর সাথে বের হলেন। এ সময় মুয়ায ছিলেন, সওয়াবীতে আর রাসূল (স) ছিলেন পদব্রজে, সওয়াবী থেকে নীচে। অবসর হয়ে তিনি বললেন, হে মুয়ায! সম্ভবতঃ এ বছরের পর তুমি আমার দেখা পাবে না। এমনও হতে পারে তুমি আমার মসজিদ ও আমার কবরের পাশ দিয়ে পার হবে। এ কথা শুনে হযরত মুয়ায রাসূলুল্লাহ (স) বিচ্ছেদ চিন্তায় ভারাক্রান্ত হয়ে কাঁদতে লাগলেন। অতপর তিনি মদীনার দিকে তাকালেন এবং তাকে সামনে রেখে বললেন, নিশ্চয় ঐ সকল লোকেরাই আমার নিকটতম যারা খোদাতীক, পরহেজগার। চাই তারা যে কেউ হোক এবং যে কোথাও থাকুক না কেন? —(উপরোক্ত হাদীস চারটি ইমাম আহমদ রেওয়ায়েত করেছেন।

হেদায়েতপ্রাপ্ত ব্যক্তির অন্তর প্রশস্ত হয়

হাদীস : ৪৮৭৮ ॥ হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, একদিন রাসূল (স) এ আয়াতটি পাঠ করলেন, অর্থ “আল্লাহ তায়ালা যাকে হেদায়েত দান করার ইচ্ছে করেন, তার অন্তরকে ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দেন।” অতপর রাসূল (স) বললেন, হেদায়েতের আলো যখন অন্তরে প্রবেশ করে তখন তা উন্মুক্ত হয়ে যায়। তখন জিজ্ঞেস করা হল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সেই অবস্থা জানার কোন চিহ্ন বা নিদর্শন আছে কি? বললেন, হাঁ, আছে। প্রত্যাহার ঘর থেকে দূরে সরে থাকা ও চিরস্থায় ঘরের প্রতি ঝুঁকে পড়া এবং মৃত্যু আসার আগে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকা।

দুনিয়ার প্রতি অনীহা ও স্বল্পাঙ্গী ব্যক্তি জ্ঞানী

হাদীস : ৪৮৭৯ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) ও আবু খাল্লাদ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমরা কোন বান্দাকে দেখবে যে, তাকে দুনিয়ার প্রতি অনীহা ও স্বল্পাঙ্গী দান করা হয়েছে, তার নেকট্য লাভ কর। কেননা, তাকে স্মৃষ্ণ জ্ঞান দেয়া হয়েছে। —(ওপরের হাদীস দুটি বায়হাকী শোআবুল ইমানে রেওয়ায়েত করেছেন।

চতুর্বিংশ অধ্যায়

গরিবদের ফযিলত ও মহানবীর জীবন যাপন

প্রথম পরিচ্ছেদ

গরীবদের শপথ আল্লাহ পূরণ করেন

হাদীস : ৪৮৮০ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, এমন অনেক লোক। যাদের মাথার চুল এলোমেলো, মানুষের দুয়ার থেকে বিতাড়িত। যদি সে আল্লাহ নামে শপথ করে তবে তিনি তার শপথ পূরণ করেন।

—(মুসলিম)

দুর্বলদের উসিলায় রিযিক প্রদান করা হয়

হাদীস : ৪৮৮১ ॥ হযরত মুসআব ইবনে সাদ (রা) বলেন, হযরত সাদ (রা) নিজের সম্পর্কে মনে করতেন যে, নিম্নশ্রেণীর লোকদের চেয়ে তাঁর অধিক মর্যাদা রয়েছে। তখন রাসূল (স) বললেন, তোমাদের দুর্বল ব্যক্তিদের উসিলায় এবং তাদের দোয়ায় তোমাদেরকে সাহায্য করা হয় এবং রিযিক দেয়া হয়। —(বোখারী)

নারী সম্প্রদায়ের অধিকাংশই দোষখী

হাদীস : ৪৮৮২ ॥ হযরত উসামা ইবনে যায়েদ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমি জান্নাতের দরজায় দাঁড়িয়ে দেখলাম, যারা এতে প্রবেশ করছে তাদের অধিকাংশ গরীব মিসকীন। আর বিত্তবান-সম্পদশালী লোকেরা আটকা পড়ে আছে। তবে জাহান্নামীদেরকে দোষখের দিকে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অতপর আমি জাহান্নামের দরজায় দাঁড়িয়ে দেখলাম, তখন এতে যারা প্রবেশ করছে তাদের অধিকাংশ নারী সম্প্রদায়। -(বোখারী ও মুসলিম)

জান্নাতের অধিবাসীর অধিকাংশই গরীব

হাদীস : ৪৮৮৩ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমি জান্নাতে তাকিয়ে দেখলাম তার অধিবাসীদের অধিকাংশই হল গরীব-মিসকীন। আর জাহান্নামে তাকিয়ে দেখলাম তার অধিবাসীদের অধিকাংশই নারী সম্প্রদায়। -(বোখারী ও মুসলিম)

ধনীদেব তুলনায় গরীবরা আগে বেহেশতে যাবে

হাদীস : ৪৮৮৪ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, গরীব মুহাজিরগণ কিয়ামতের দিন ধনীদেব চল্লিশ বছর আগে জান্নাতে প্রবেশ করবে। -(মুসলিম)

মানুষ সম্পর্কে ভাল ধারণা থাকা ভাল

হাদীস : ৪৮৮৫ ॥ হযরত সাহল ইবনে সাদ (রা) বলেন, একদিন জনৈক ব্যক্তি রাসূল (স)-এর কাছে দিয়ে অতিক্রম করল। তখন তিনি তাঁর কাছে বসা লোকটিকে জিজ্ঞেস করলেন, এই যে লোকটি গেল, তার সম্পর্কে তোমার কি ধারণা? সে বলল, ইনি তো সম্ভ্রান্ত লোকদের একজন। আল্লাহর কসম! ইনি এমন যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি সে, যদি কাছে কোন নারীকে বিবাহের পয়গাম দেয় তখন তার সাথে বিবাহ দেওয়া হবে। আর যদি কারও সম্পর্কে সুপারিশ করে তখন তার সুপারিশ গ্রহণ করা যাবে। এরপর রাসূল (স) কিছুক্ষণ নীরব রইলেন। অতপর আরেক ব্যক্তি অতিক্রম করল। তিনি এই ব্যক্তি সম্পর্কেও তাকে জিজ্ঞেস করলেন এ লোকটি সম্পর্কে তোমার কি ধারণা? জবাবে সে বলল, এ ব্যক্তি তো গরীব মুসলমানদের একজন। সে তো এরই উপযোগী যে, যদি সে কোন নারীকে বিবাহের পয়গাম দেয় তবে তার সাথে বিবাহ দেয়া হবে না। আর যদি সুপারিশ করে, তাও গ্রহণ করা হবে না। আর যদি সে কথা বলে তাও শোনা হবে না। তখন রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, গোটা ভূপৃষ্ঠ তার ন্যায় লোকে ভরপুর থাকলেও তাদের সবার চেয়ে এ লোকটি উত্তম।

-(বোখারী ও মুসলিম)

নবী পরিবার একাধারে দুবেলা পেট পুরে খেতে পায়নি

হাদীস : ৪৮৮৬ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেছেন, মুহাম্মদ (স)-এর পরিবারবর্গ লাগাতার দু দিন যাবের রুটির খেয়ে পরিতৃপ্ত হননি। এমনতাবস্থায়ই রাসূল (স)-এর ওফাত হয়েছে। -(বোখারী ও মুসলিম)

খাদ্য খাওয়ার সময় একটু কম খেতে হয়

হাদীস : ৪৮৮৭ ॥ হযরত সাঈদ মাকবারী হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, একদিন তিনি এমন এক সম্প্রদায়ের কাছে দিয়ে চলে গেলেন, যাদের সামনে উপস্থিত করা হয়েছিল ভাজা করা বকরী। তারা খাওয়ার জন্য আবু হুরায়রাকে ডাকলেন, কিন্তু তিনি এ বলে খেতে অস্বীকার করলেন যে, রাসূলুল্লাহ (স) দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন, অথচ তিনি যাবের রুটি দ্বারাও পরিতৃপ্ত হতে পারেননি। -(বোখারী)

রাসূলের পরিবারে একখানা শস্যও জমা হত

হাদীস : ৪৮৮৮ ॥ হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, একদিন তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর খেদমতে কিছু যাবের রুটি ও গন্ধময় পুরাতন চর্বি নিয়ে এলেন। এদিকে রাসূলুল্লাহ (স) মদীনার এক ইহুদীর কাছে নিজে লৌহ বর্মটি গচ্ছিত রেখে পরিবারবর্গের জন্য কিছু যব ধার করে এনেছিলেন। রাবী বলেন, আমি হযরত আনাস(রা)-কে এটাও বলতে শুনেছি যে, মুহাম্মদ (স)-এর পরিবারের কাছে কোন সন্ধ্যাকালেই এক সা গম বা এক সা খাদ্য দানাও অবশিষ্ট থাকত না। অথচ তার স্ত্রী ছিলেন নয় জন। -(বোখারী)

টীকা

হাদীস নং : ৪৮৮০ ॥ অর্থাৎ, এমন নিঃস্ব ব্যক্তি, যে মানুষের ঘৃণিত ও অবহেলিত। কারও সাথে দেখা করতে চাইলে তাড়িয়ে দেয়, অথচ সে আল্লাহর কাছে অত্যন্ত প্রিয়। মোট কথা, হাদীসটির মর্মার্থ হল, গরীব বলে কাউকেও ঘৃণা বা অবজ্ঞা করা উচিত নয়।

গরীবদের জন্য রয়েছে আশ্রয়

হাদীস : ৪৮৮৯ ॥ হযরত উমর (রা) বলেন, একদিন আমি রাসূল (স)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে দেখলাম তিনি একখানা বেঁজুর পাতার চাটাইয়ের ওপর শুয়ে আছেন। তাঁর ও চাটাইয়ের মাঝে কোন ফরশ বা চাদর কিছুই ছিল না। ফলে চাটাই তাঁর দেহ মুবারকে চির্ক বসিয়ে দিয়েছিল। আর তিনি টেক লাগিয়েছিলেন তাঁর ভর্তি একটি চামড়ার বালিশের ওপর। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহর কাছে দোয়া করুন তিনি যেন আপনার উম্মতকে সচ্ছলতা প্রদান করেন। পারসিক ও রোমীয়গণকে সচ্ছলতা প্রদান করা হয়েছে, অথচ তারা আল্লাহর এবাদত করে না। রাসূল (স) বললেন, হে খাতাবের পুত্র! তোমার কি এখনও এই ধারণাই রয়েছে? তারা তো এমন এক সম্প্রদায়, যাদেরকে পার্থক্য যিন্দেগীতে নেয়ামতসমূহ আগাম প্রদান করা হয়েছে। অপর এক বর্ণনায় আছে—তুমি কি এটাকে সম্ভুট নও যে, তারা দুনিয়াপ্রাপ্ত হউক আর আমাদের জন্য থাকুক আশ্রয়? —(বোখারী ও মুসলিম)

প্রাথমিক অবস্থায় মুসলমানেরা খুবই গরীব ছিল

হাদীস : ৪৮৯০ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, নিশ্চয় আমি সোফফাবাসীদের মধ্যে থেকে সত্তর জন লোককে দেখেছি যে, তাদের কোন একজনের কাছেও একখানা চাদর ছিল না। হয় তো একখানা লুঙ্গী ছিল অথবা একখানা কব্বল, যা তারা নিজের ঘাড়ের সাথে পৌঁছিয়ে রাখত। এতে কারও অর্ধ গোড়ালী পর্যন্ত, আবার কারও টাখনু পর্যন্ত পৌঁছত। আর তারা তাকে নিজের হাতের দ্বারা ধরে রাখত—এ আশংকায় যেন সত্তর খুলে না পড়ে। —(বোখারী)

সবসময় নিচের দিকে তাকাতে হয়

হাদীস : ৪৮৯১ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ এমন ব্যক্তিকে দেখে যাকে মালে-সম্পদে, স্বাস্থ্য-সামর্থ্যে অধিক দেয়া হয়েছে, তখন সে যেন নিজের চাইতে নিম্ন মানের ব্যক্তির দিকে তাকায়। —(বোখারী ও মুসলিম মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে, রাসূল (স) বলেছেন, তোমরা নিজের অপেক্ষা নিম্ন অবস্থার লোকের প্রতি তাকাও। এমন ব্যক্তির দিকে চেয়ো না যে, তোমাদের চাইতে উচ্চ পর্যায়ে। যদি এই নীতি অবলম্বন কর তা হলে আল্লাহ তোমাকে যেন নেয়ামত দান করেছেন, তাকে ক্ষুদ্র বা হীন মনে করবে না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

গরীবরা ধনীদের পাঁচশত বছর আগে বেহেশতে যাবে

হাদীস : ৪৮৯২ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, গরীবেরা ধনীদের পাঁচশত বছর আগে বেহেশতে প্রবেশ করবে। আর তা হবে কিয়ামতের অর্ধদিন। —(তিরমিযী)

মিসকিনরা ধনীদের চল্লিশ বছর আগে বেহেশতে যাবে

হাদীস : ৪৮৯৩ ॥ হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে মিসকীন অবস্থায় জীবিত রাখ, মিসকীন অবস্থায় মৃত্যু দান এবং মিসকীনের দলে হাশর কর। হযরত আয়েশা (রা) কেন ইয়া রাসূলুল্লাহ! তিনি বললেন, তারা ধনীদের চল্লিশ বছর আগে জান্নাতে প্রবেশ করবে। হে আয়েশা! কোন মিসকীনকে তোমার দুয়ার থেকে খালি হাতে ফিরিয়ে দিও না। খেজুরের একটি টুকরা হলেও প্রদান করিও। হে আয়েশা! মিসকীনদেরকে ভালবেসে তাদেরকে নিজের কাছে স্থান দিও। ফলে আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের দিন তোমাকে কাছে রাখবেন। —(তিরমিযী ও বায়হাকী শোআবুল ইমানে)

দুর্বলদের মাঝে আল্লাহ বিরাজমান

হাদীস : ৪৮৯৪ ॥ হযরত আবু দারদা (রা) রাসূলুল্লাহ (স) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, তোমাদের দুর্বলদের মধ্যে আমাকে অন্বেষণ কর। কেননা, তোমাদের দুর্বলদের উসিলায়ই তোমাদেরকে রিযিক দান করা হয়, অথবা বলেছেন, সাহায্য দান করা হয়। —(আবু দাউদ)

গরীবদের উসিলায় দোয়া কবুল হয়

হাদীস : ৪৮৯৫ ॥ হযরত উমাইয়া ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আসদি (রা) রাসূলুল্লাহ (স) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি গরীব মুহাজিরদের উসিলায় বিজয় কামনা করতেন। —(শরহে সুন্নাহ)

খারাপ লোকদের ধন-সম্পদ দেখে ঈর্ষা করতে নেই

হাদীস : ৪৮৯৬ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, তোমরা কোন ফাসেক বদকারের ধন-সম্পদ দেখে ঈর্ষায় পতিত হয়ো না। কারণ, তুমি জান না মৃত্যুর পর সে কি অবস্থার সম্মুখীন হবে। নিশ্চয় তার জন্য আল্লাহর কাছে এমন সংহারকারী রয়েছে যার মৃত্যু নেই, অর্থাৎ আশুন। —(শরহে সুন্নাহ)

দুনিয়া ত্যাগ করলে দুর্ভিক্ষ থেকে মুক্তি পাবে

হাদীস : ৪৮৯৭ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, দুনিয়া হল মুমিনদের জন্য কয়েদখানা ও দুর্ভিক্ষ। আর যখন সে দুনিয়া ত্যাগ করল তখন সে জেলখানা ও দুর্ভিক্ষ উভয়টি থেকে পরিত্রাণ পেল। অর্থাৎ মুমিন সাধারণত দুনিয়ার জীবনে অভাব-অনটন এবং বিভিন্ন ধরনের অপবাদ-বিপদে লিপ্ত থাকে। -(শরহে সুন্নাহ)

আল্লাহকে ভালবাসলে দুনিয়া থেকে হেফাযত করেন

হাদীস : ৪৮৯৮ ॥ হযরত কাতাদাহ ইবনে নোমান (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ যখন কোন বান্দাকে ভালবাসেন তখন তাকে দুনিয়া হতে এমনভাবে হেফাযত করেন যেমনিভাবে তোমাদের কেউ আপন রোগীকে পানি থেকে বাঁচিয়ে রাখে। -(আহমদ ও তিরমিযী)

যার মাল কম হবে তার হিসাবও কম হবে

হাদীস : ৪৮৯৯ ॥ হযরত মুহাম্মদ ইবনে লবীদ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, আদম সন্তান দুটি জিনিসকে না পছন্দ করে। সে মৃত্যুকে না পছন্দ করে অথচ মুমিনের পক্ষে ফেৎনায় পতিত হওয়ার চেয়ে মৃত্যু অনেক উত্তম। আর সে মাল-সম্পদের স্বল্পতাকে না পছন্দ করে, অথচ মালের স্বল্পতা পরকালে হিসাব-নিকাশ কম হয়। -(আহমদ)

দীনদার মানুষ সাধারণত দরিদ্র হয়

হাদীস : ৪৯০০ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রা) বলেন, একদিন এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (স)-এর খেদমতে এসে বলল, আমি আপনাকে মহব্বত করি। তিনি বললেন, একবার ভেবে দেখ তুমি কি বলছ। সে আবার বলল, আল্লাহর কসম! আমি আপনাকে মহব্বত করি। এভাবে সে তিনবার বলল। এবার তিনি বললেন, যদি তুমি সত্যবাদী হও, তবে দরিদ্রতার বর্ম প্রস্তুত করে রাখ। কেননা, যে ব্যক্তি আমাকে মহব্বত করে, দরিদ্রতা তার কাছে বন্য়ার গতি চেয়ে তার দিকে অতি দ্রুত পৌঁছে। -(তিরমিযী এবং তিনি বলেছেন, এই হাদীসটি গরীব।) গ্রন্থ-১১০২

দীন প্রচারণার জন্য রাসূল (স) সবচেয়ে বেশি কষ্ট পেয়েছেন

হাদীস : ৪৯০১ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহর রাস্তায় আমাকে যে পরিমাণ ভয় দেখান হয়েছে আর কাউকেও সে পরিমাণ ভয় দেখান হয়নি। আর আল্লাহর রাস্তায় আমাকে যে পরিমাণ কষ্ট দেয়া হয়েছে, আর কাউকেও এভাবে কষ্ট দেওয়া হয়নি এবং আমার ওপর ত্রিশটি দিবারাত এ অবস্থায় অতিবাহিত করা হয়েছে যে, আমার ও বেলালের জন্য এমন কোন খাদ্যবস্তু ছিল না যা কোন প্রাণী খেতে পারে। শুধু এ পরিমাণ কিছু ছিল যা বেলালের কবল লুকিয়ে রাখত। -(তিরমিযী)

রাসূল (স) ক্ষুধার তাড়নায় পেটে পাথর বেঁধে রাখতেন

হাদীস : ৪৯০২ ॥ হযরত আবু তালহা (রা) বলেন, আমরা রাসূল (স)-এর কাছে ক্ষুধার অভিযোগ করলাম এবং আমাদের প্রত্যেকের পেটের ওপর এক একখানা পাথর বাঁধা; জামা তুলে তা দেখালাম। তখন রাসূলুল্লাহ (স) নিজের কাপড় তুলে নিজের পেটের ওপর বাঁধা দুখানা পাথর দেখালেন। -(তিরমিযী এবং তিনি বলেছেন, হাদীসটি গরীব।) গ্রন্থ-১১০৬

প্রচণ্ড ক্ষুধার মধ্যে একটি খেঁজুর খেতেন

হাদীস : ৪৯০৩ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত একবার সাহাবীরা ক্ষুধার তাড়নায় অস্থির হয়ে পড়লেন। তখন রাসূল (স) তাদেরকে এক একটি করে খেঁজুর দিলেন। -(তিরমিযী) গ্রন্থ-১১০৪

খর্মের দিকে নিজের চেয়ে উচ্চমানের ব্যক্তির প্রতি দৃষ্টি দেয়া উচিত

হাদীস : ৪৯০৪ ॥ হযরত আমর ইবনে শোআইব তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা থেকে, তিনি রাসূলুল্লাহ (স) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, দুটি গুণ যার মধ্যে বিদ্যমান আছে, আল্লাহ তায়ালা তাকে কৃতজ্ঞ ও ধৈর্যশীল লোকদের মধ্যে লিপিবদ্ধ করেন। দ্বিতীয় ব্যাপারে যে ব্যক্তি নিজের চাইতে উত্তম ও উচ্চমানের ব্যক্তির প্রতি দৃষ্টি রেখে তা অনুসরণ করে এবং পার্থিব ব্যাপারে সে এমন ব্যক্তির দিকে তাকায়, যে তার চাইতে নিম্নস্তরের। সুতরাং সে আল্লাহর প্রশংসা করে যে, আল্লাহ তাঁকে এ ব্যক্তির ওপর মর্যাদা দান করেছেন। তখন আল্লাহ তায়ালা তাকে শোকরগোজার ও ধৈর্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত করেন। আর দ্বিতীয়টি হল, যে ব্যক্তি দীনদারীর ব্যাপারে এমন ব্যক্তির দিকে তাকায়, যে তার চাইতে নিম্নস্তরের আর পার্থিব ব্যাপারে সে এমন ব্যক্তির দিকে তাকায়, যে তার চাইতে উচ্চ পর্যায়ের এবং সে আক্ষেপ করতে থাকে ঐ সকল বস্তুর জন্য যা থেকে সে বঞ্চিত হয়েছে। এমন ব্যক্তিকে আল্লাহ শোকরগোজার ও ধৈর্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত করেন না। -(তিরমিযী। হযরত আবু সাঈদের বর্ণিত হাদীস ফাযালে কোরআন-এর পরের অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে।)

গ্রন্থ-১১০৫

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সাহাবা (রা) গণ ছিলেন অশেষ ধৈর্যশীল

হাদীস : ৪৯০৫ ॥ হযরত আবদুর রহমান হুবলী (রা) বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা)-কে বলতে শুনেছি, একদিন জনৈক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞেস করল, আমরা কি ঐ সমস্ত গরীব মুহাজিরদের অন্তর্ভুক্ত নই? তখন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) তাকে বললেন, আচ্ছা! তোমার স্ত্রী আছে কি? যার কাছে তুমি প্রশান্তি লাভ কর? সে বলল, হাঁ, আছে। আবদুল্লাহ পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা, তোমার থাকার এমন কোন ঘর আছে কি? যেখানে তুমি অবস্থান কর? সে বলল, হাঁ। তখন আবদুল্লাহ বললেন, তবে তো তুমি ধনীদের একজন। এবার লোকটি বলল, আমার একজন খাদেমও আছে। তখন আবদুল্লাহ বললেন, তবে তো তুমি বাদশাহদের অন্তর্ভুক্ত। বর্ণনাকারী আবু আবদুর রহমান বলেন, একদিন আমি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা)-এর কাছে উপস্থিত ছিলাম, এমন সময় তিন জন লোক এসে আবদুল্লাহকে বলল, হে আবু মুহম্মদ! আমরা আল্লাহর কসম করে বলতেছি, আমরা কোন কিছুই সামর্থ্য রাখি না। আমাদের কাছে খরচপাতি নেই, সওয়ারীর জানোয়ার নেই এবং অন্য কোন মালসামানাও নেই, তখন আবদুল্লাহ তাদেরকে বললেন, তোমরা কি চাও? যদি তোমরা কিছু পেতে চাও, তবে তোমরা আবার আমার কাছে এসে। তখন আমি তোমাদেরকে তা প্রদান করব যা আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্য ব্যবস্থা করে দিবেন। আর যদি তোমরাও চাও তবে আমি তোমাদের ব্যাপারে বাদশাহর কাছে সুপারিশ করব। আর যদি তোমরা চাও তবে ধৈর্যধারণ কর। কেননা, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, নিশ্চয় গরীব মুহাজেরীন কিয়ামতের দিন মালদাদের চল্লিশ বছর আগে জান্নাতে প্রবেশ করবে। একথা শুনে তারা বলে ওঠল, আমরা ধৈর্যধারণ করব, আমরা আর কিছুই চাইব না। -(মুসলিম)

গরীবরা ধনীদের চেয়ে চল্লিশ বছর আগে বেহেশতে যাবে

হাদীস : ৪৯০৬ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, একদিন আমি মসজিদে নববীতে বসেছিলাম, তখন গরীব মুহাজেরীনগণও গোল হয়ে একস্থানে বসেছিলেন। এমন সময় হঠাৎ রাসূল্লাহ (স) প্রবেশ করলেন, এবং তাদের কাছে বসে গেলেন, অতপর আমি উঠে তাদের কাছে গেলাম। তখন রাসূল্লাহ (স) তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন, গরীব মুহাজেরীদেরকে এ সুসংবাদ পৌঁছিয়ে দেয়া উচিত, যাতে তাদের চেহারা আনন্দ ফুটে উঠে। তারা ধনবান মুহাজেরীদের চল্লিশ বছর আগে বেহেশতে প্রবেশ করবেন। তিনি বলেন, তখন আমি দেখলাম যে, তাদের চেহারার বর্ণ উজ্জ্বল হয়ে গেল। আবদুল্লাহ ইবনে আমর বলেন, এমনকি আমার মনে এই আকাজকা জাগল, হায়! যদি আমি তাদের সাথে থাকতাম অথবা তাঁদের অন্তর্ভুক্ত হতাম। -(দারেমী)

নিজের চেয়ে নিম্নস্তরের লোকদের দিকে তাকাতে হয়

হাদীস : ৪৯০৭ ॥ হযরত আবু যার (রা) বলেন, আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু রাসূল (স) আমাকে সাতটি জিনিসের নির্দেশ দিয়েছেন, ১। তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, গরীব-মিসকীনদের ভালবাসার এবং তাদের নৈকট্য লাভের। ২। আরও নির্দেশ দিয়েছেন, আমি যেন ঐ ব্যক্তির দিকে তাকাই, যে আমার চাইতে নিম্নস্তরের এবং ঐ ব্যক্তির দিকে যেন না তাকাই, যে আমার চাইতে উচ্চ পর্যায়ের। ৩। তিনি আরও নির্দেশ দিয়েছেন, আমি যেন আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদাচরণ করি, যদিও তারা তাকে ছিন্ন করে। ৪। তিনি আরও নির্দেশ দিয়েছেন, আমি যেন কারও কাছে কোন জিনিসের সওয়াল না করি। ৫। তিনি আরও নির্দেশ দিয়েছেন, আমি যেন ন্যায় ও সত্য কথা বলি, যদিও তা তিক্ত হয়। ৬। তিনি আরও নির্দেশ দিয়েছেন, আমি যেন আল্লাহর বীনের ব্যাপারে কোন নিন্দুকের নিন্দাকে ভয় না করি। ৭। এবং তিনি আমাকে এ নির্দেশও দিয়েছেন, আমি যেন অধিকাংশ সময় لا حول ولا قوة الا بالله পড়ি। কেননা, এ কথাগুলো আরশের নীচের কোষাগার থেকে আগত। -(আহমদ)

রাসূল (স) নারী, খাদ্য ও সুগন্ধি ভালবাসতেন

হাদীস : ৪৯০৮ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) দুনিয়ার মধ্য থেকে তিনটি জিনিসকে ভালবাসতেন। খাদ্য, নারী ও সুগন্ধি। এর মধ্যে দুটি তিনি লাভ করেছিলেন, আর একটি লাভ করেননি। লাভ করেছিলেন, নারী ও সুগন্ধি। লাভ করেননি খাদ্য। -(আদমদ) ৫১২৮-২১০৬

নামাযের দ্বারা চোখের শীতলতা আসে

হাদীস : ৪৯৯ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, সুগন্ধি ও নারীকে আমার কাছে অতি প্রিয় করে দেয়া হয়েছে। আর আমার চক্ষু শীতলতা রাখা হয়েছে নামাযের মধ্যে। -(আহমদ ও নাসাঈ-এবং ইবনে মাজাহ)

বিলাসী জীবন অকল্যাণকর

হাদীস : ৪৯১০ ॥ হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তাঁকে ইয়ামান দেশে পাঠালেন তখন তাঁকে বললেন, নিজেকে বিলাসিতা থেকে বাঁচিয়ে রেখ। কেননা, আল্লাহর খাছ বান্দাগণ বিলাসী জীবনযাপন করেন না। -(আহমদ)

অল্প রিযিকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়

হাদীস : ৪৯১১ ॥ হযরত আলী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি অল্প রিযিকে পরিতৃপ্ত ও আল্লাহর ফয়সালায় সন্তুষ্ট প্রকাশ করে, আল্লাহ তার অল্প আমলেই সন্তুষ্ট হন। ২১৫০-১১০৭

প্রয়োজনের কথা গোপন রাখলে আল্লাহ খুশি হন

হাদীস : ৪৯১২ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে অভূক্ত ও অভাবী ব্যক্তি তার প্রয়োজনের কথা মানুষের কাছে গোপন করে। তখন আল্লাহর যিম্মায় এ ওয়াদা রয়েছে, যে তিনি হালালভাবে এক বছরের রিযিক তাঁকে পৌঁছাবেন। -(হাদীস দুটি বায়হাকী শোআবুল ইমানে) ১১০৮ (খুনগব)

অর্ধেক পছা থেকে যে বেঁচে থাকে আল্লাহ তাকে ভালবাসেন

হাদীস : ৪৯১৩ ॥ হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা যে বান্দা তাঁর ঈমানদার, গরীব, পরিবারে বোঝা বহনকারী, অবৈধ উপায় থেকে বেঁচে থাকে, এমন বান্দাকে ভালবাসেন।

২১৫০-১১০৯

-(ইবনে মাজাহ)

ভাল জিনিস ভোগ করা দুনিয়াতে প্রতিদান স্বরূপ

হাদীস : ৪৯১৪ ॥ হযরত যয়েদ ইবনে আসলাম (রা) বলেন, একদিন হযরত ওমর (রা) পান করার জন্য পানি চাইলেন। তখন তাঁর কাছে এমন পানি আনা হল যাতে মধু মিশ্রিত ছিল। তখন তিনি বললেন, এ পানি খুব সুস্বাদু বটে। তবে আমি আল্লাহ তায়ালাকে এমন এক কণ্ডমের ওপর দোষারোপ করতে শুনেছি যারা নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করেছে। অর্থাৎ আল্লাহ বলেছেন, তোমরা তোমাদের দুনিয়ার যিন্দেগীতেই তোমাদের প্রাপ্ত নিয়ামতের স্বাদ উপভোগ করছে। সুতরাং আমি আশংকা করছি, আমাদেরকেও আগে-ভাগে দুনিয়াতে ভাড়াভাড়া আমাদের নেক কাজের প্রতিদান দেয়া হচ্ছে কি না? এ বলে তিনি আর তা পান করলেন না। -(রযীন) ২১৫০-১১১০

পরিতৃপ্তভাবে আহার করা উচিত নয়

হাদীস : ৪৯১৫ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, খয়বার জয় করা পর্যন্ত খেঁজুর দ্বারাও পরিতৃপ্ত হইনি। -(বোখারী)

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

আশাও মোভ-লালসা প্রসঙ্গে

প্রথম পরিচ্ছেদ

রাসূল (স) একটি নকশা এঁকে সাহাবাদের বোঝালেন

হাদীস : ৪৯১৬ ॥ হযরত আবদুল্লাহ (রা) বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ (স) একটি চতুর্ভুজ আঁকলেন এবং তার মধ্যে একটি রেখা টানলেন যা চতুর্ভুজ অতিক্রম করে বাইরে চলে গিয়েছে। অতপর মধ্য রেখাটির উভয় পাশে অনেকগুলো ছোট ছোট রেখা এঁকে বললেন, এটা মানুষ। আর এটা তার বয়সের সীমা, যা তাকে ঘিরে রয়েছে। আর ঐ রেখার বাইরের অংশটি তার আকাঙ্ক্ষা। আর এই সব ছোট রেখাগুলো তার বিপদ-মুসীবত। যদি সে একটি বিপদ থেকে রক্ষা পায় তবে পরবর্তী বিপদে আক্রান্ত হয়। যদি সেটা হতেও রক্ষা পায় তবে এর পরেরটিতে আক্রান্ত হয়। -(বোখারী)

রেখায় আকাঙ্ক্ষা মৃত্যু নির্দেশ করলেন

হাদীস : ৪৯১৭ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ (স) কয়েকটি রেখা আঁকলেন। তারপর বললেন, এটা আকাঙ্ক্ষা। আর এটি তার আয়ু। এ অবস্থায় আশা-আকাঙ্ক্ষায় মধ্যে হঠাৎ নিকটতম রেখাটি তার দিকে এগিয়ে আসে। -(বোখারী)

মানুষের দুটি জিনিস বৃদ্ধি পেতে থাকে

হাদীস : ৪৯১৮ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, আদম সন্তান বৃদ্ধ হয় এবং দুটি জিনিস তার মধ্যে জওয়ান হয়-সম্পদের প্রতি মোহ এবং দীর্ঘ জীবনের আকাঙ্ক্ষা। -(বোখারী ও মুসলিম)

বৃদ্ধ লোক দুটি জিনিসের কামনা করে

হাদীস : ৪৯১৯ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, বৃদ্ধ লোকের অন্তর দুটি ব্যাপারে সর্বদা জওয়ান হয়ে থাকে দুনিয়ার মহব্বত ও দীর্ঘ আকাঙ্ক্ষা। -(বোখারী ও মুসলিম)

আল্লাহর বান্দা ওজরের অবকাশ রাখে না

হাদীস : ৪৯২০ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা সেই ব্যক্তির ওজরের অবকাশ রাখেন নি যার মৃত্যুকে বিলম্বিত করে ষাট বৎসরে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। -(বোখারী)

মানুষের পেট মাটি ছাড়া পূর্ণ হয় না

হাদীস : ৪৯২১ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (স) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, আদম সন্তানকে ধন-সম্পদে পরিপূর্ণ দুটি উপত্যকাও যদি দেয়া হয়, সে তৃতীয়টির আকাঙ্ক্ষা করবে। বস্তুতঃ আদম সন্তানের পেট মাটি ছাড়া অন্য কিছুই পরিপূর্ণ করতে পারবে না; আর যে আল্লাহর কাছে তওবা করে আল্লাহ তার তওবা কবুল করেন।

-(বোখারী ও মুসলিম)

দুনিয়াতে মুসাফিরের মত জীবনযাপন করতে হয়

হাদীস : ৪৯২২ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, একবার রাসূল (স) আমার শরীরের এক অংশ ধরে বললেন, দুনিয়াতে মুসাফির অথবা পথযাত্রীর ন্যায় জীবনযাপন কর। আর প্রতিনিয়ত নিজেকে কবরবাসী মনে কর। -(বোখারী)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মৃত্যু অধিক দ্রুতগামী

হাদীস : ৪৯২৩ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, একদিন রাসূল (স) আমাদের কাছ দিয়ে এমন সময় চলে গেলেন তখন আমি ও আমার মা মাটি গারা দ্বারা মেরামতের কিছু কাজ করছিলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হে আবদুল্লাহ! কি করছ? আমি বললাম, একটি খণ্ড আমরা তা মেরামত করছি। তিনি বললেন, মৃত্যু ওটার চেয়ে অধিক দ্রুতগামী। -(আহমদ ও তিরমিযী)

এশ্রাব করার সাথে সাথে তায়ান্মুম করতে হয়

হাদীস : ৪৯২৪ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) পেশাব করার পর মাটি দ্বারা তায়ান্মুম করতেন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! পানি তো আপনার কাছে তিনি বলতেন, আমি কিরূপ জানব যে, আমি সেই পর্যন্ত পৌঁছতে পারব কিনা? -(শরহে সুন্নাহ ও কিতাবুল ওফা ইবনে জাওয়াই)

মানুষের আকাঙ্ক্ষা সর্বোচ্চ

হাদীস : ৪৯২৫ ॥ হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, এটা হল মানুষের আর এটা হল তার জীবন সীমা। একথা বলে তিনি তার পিছনে হাত রাখলেন। অতপর হাত প্রসারিত করলেন, এখানে মানুষের আকাঙ্ক্ষা।

-(তিরমিযী)

মানুষ মোহের সাগরে ডুবে যাবে

হাদীস : ৪৯২৬ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, একদিন রাসূলুল্লাহ (স) নিজের সম্মুখে মাটিতে একটি কাঠি গাড়লেন এবং তার পাশে আরেকটি গাড়লেন। অতপর আরেকটি গাড়লেন তা থেকে অনেক দূরে। তারপর উপস্থিত লোকদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি জান এটা কি? তারা বলল, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (স) অধিক জ্ঞাত। তিনি বললেন, মনে কর, এ প্রথম কাঠিটি হল মানুষ। আর দ্বিতীয়টি হল তার মৃত্যু। আবু সাঈদ খুদরী (রা) সন্দেহজনকভাবে বলেন, দূরবর্তী তৃতীয় কাঠিটির প্রতি ইংগিত করে রাসূল (স) বলেছেন, এটা হল তার লোভ ও আকাঙ্ক্ষা। এদিকে সে মোহের সাগরে ডুবে থাকে অপরদিকে তা পূর্ণ না হতেই মৃত্যু তাকে পেয়ে বসে। -(শরহে সুন্নাহ)

মানুষ ষাট-সত্তর বছর পর্যন্ত জীবিত থাকে

হাদীস : ৪৯২৭ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, আমার উম্মতের বয়সের সীমা ষাট থেকে সত্তর বৎসর পর্যন্ত। -(তিরমিযী)

মানুষের বয়স একমাত্র আল্লাহ অবগত

হাদীস : ৪৯২৮ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমার উম্মতের বয়স ষাট বছর থেকে সত্তর বছরের মধ্যবর্তী এবং এমন লোকের সংখ্যা কম হবে যারা তা অতিক্রম করবে। -(তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

লোভ ও লালসা অনিষ্টের মূল কারণ

হাদীস : ৪৯২৯ ॥ হযরত আমর ইবনে ও শোআইব (রা) তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, এ উম্মতের মধ্যে কল্যাণের সূচনা হল একীন ও বিশ্বাস এবং বিরাগ অবলম্বন করা। আর অনিষ্টতার মূল হল কার্পন্য ও লোভ-লালসা। -(বায়হাকী)

দুনিয়ার প্রতি মোহকে খাট করা প্রকৃত পরহেযগারী

হাদীস : ৪৯৩০ ॥ হযরত সুফিয়ান সাওরী (র) বলেছেন, দুনিয়াতে খসখসে মোটা পোশাক পরিধান করা এবং বাদবিস্তীন খাদ্য ভক্ষণ করা বুয়ুগী বা পরহেযগারী নয়। বরং প্রকৃত পরহেযগারী হ'ল দুনিয়ার প্রতি মোহকে খাট রাখা।

-(শরহে সুন্নাহ)

হালাল উপার্জন পরহেযগারির লক্ষণ

হাদীস : ৪৯৩১ ॥ হযরত য়ায়েদ ইবনে হোসাইন (রা) বলেন, আমি হযরত ইমাম মালিক (রা)-কে বলতে শুনেছি। একদিন তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল, দুনিয়াতে যেহাদ বা পরহেযগারী কাকে বলে? উত্তরে তিনি বলেন, হালাল উপার্জন এবং আকাজ্জা খাট রাখা। -(বায়হাকী শোআবুল ইমানে)

ষড়বিংশ অধ্যায়

এবাদতের জন্য হায়াত ও দৌলতের আকাজ্জা

প্রথম পরিচ্ছেদ

আল্লাহ নির্জনে ইবাদতকারী বান্দাকে ভালবাসেন

হাদীস : ৪৯৩২ ॥ হযরত সাদ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা পরহেযগার, মালদার ও নির্জনে এবাদতকারী বান্দাকে ভালবাসেন। -(মুসলিম)

হযরত ইবনে ওমর (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস, দুটি বস্তু ছাড়া অন্য কিছুতেই ঈর্ষা নেই। ফাযায়েলে কোরআন-এর অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

যার আমল ভাল সেই প্রকৃত ভাল মানুষ

হাদীস : ৪৯৩৩ ॥ হযরত আবু বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! মানুষের মধ্যে উত্তম কে? তিনি বললেন, যার হায়াত দীর্ঘ হয় এবং আমল ভাল থাকে। সে আবার জিজ্ঞেস করল, মন্দ ব্যক্তি কে? তিনি বললেন, যার বয়স দীর্ঘ হয়, কিন্তু আমল খারাপ থাকে। -(আহমদ, তিরমিযী ও দারেমী)

মানুষ জীবিত থাকলে আমল বৃদ্ধি পায়

হাদীস : ৪৯৩৪ ॥ হযরত উবায়দা ইবনে খালেদ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) দু ব্যক্তির মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করলেন। তাদের একজন আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হয়ে গেল। অতপর দ্বিতীয় জন তার এক সপ্তাহ অথবা এর কাছাকাছি সময়ে মৃত্যুবরণ করল। লোকেরা এই ব্যক্তির জানাযা পড়ে অবসর হলে রাসূলুল্লাহ (স) জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি দোয়া পড়েছ? তারা বলল, আমরা আল্লাহর কাছে এ দোয়া করেছি তিনি যেন তাকে মাফ করে দেন, তার প্রতি অনুগ্রহ করেন এবং তাকে তার শহীদ বন্ধুর সাথে মিলিত করেন। তখন রাসূল (স) বললেন, এ ব্যক্তির নামায এবং অন্যান্য নেক আমল কোথায় গেল যা সে তার শহীদ ভাইয়ের মৃত্যুর পরে আদায় করেছিল? অথবা তিনি বলেছেন, শহীদ ভাইয়ের রোযার পরে এ ব্যক্তি যে কয়দিন নিজে রোযা রেখেছিল? বস্তুতঃ তাদের উভয়ের মর্যাদার ব্যবধান আসমান ও যমীনের মধ্যকার দূরত্বের সমপরিমাণ। -(আবু দাউদ ও নাসাই)

ভিক্ষা করলে অভাব মোচন হয় না

হাদীস : ৪৯৩৫ ॥ হযরত আবু কাবশা আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত তিনি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছেন, এমন তিনটি ব্যাপার আছে, যার সত্যতার ওপর আমি শপথ করতে পারি এবং আমি তোমাদের স্মরণে অপর একটি হাদীস বর্ণনা করব, তাকে ভালভাবে স্মরণ রাখবে। আর যেই ব্যাপারে আমি শপথ করছি তা হল-(ক) সদকা-খয়রাতের দরুন কোন বান্দার সম্পদ হ্রাস হয় না। (খ) যে ময়লুম বান্দা জুলুমের শিকার হয়ে ধৈর্যধারণ করে, আল্লাহ তায়ালা তার সম্মান

বৃদ্ধি করবেন। (গ) আর যে বান্দা ভিক্ষার দ্বারা উন্মুক্ত করে, আল্লাহ তায়ালা তার অভাব ও দরিদ্রতার দরজা খুলে দেন। অতপর তিনি বললেন আমি যে হাদীসটি তোমাদেরকে বলব, তাকে খুব ভালভাবে সংরক্ষণ কর। তা হল-প্রকৃতপক্ষে দুনিয়া হল চার শ্রেণীর লোকের জন্য। (১) এমন বান্দা আল্লাহ যাকে মাল ওএলম উভয়টি দান করেছেন। তবে সে তা খরচ করতে আপন রব্বকে ভয় করে অর্থাৎ হারাম পথে ব্যয় করে না। আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্যবহার করে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য মালের হক মোতাবেক আমল করে (অর্থাৎ খরচ করে) এই ব্যক্তির মর্যাদা সর্বোত্তম। (২) এমন বান্দা-যাকে আল্লাহ এলম দান করেছেন, কিন্তু তাকে সম্পদ দান করেননি। তবে সে এই সত্য এবং সঠিক নিয়তে বলে, যদি আমার মালসম্পদ থাকত তা হলে আমি অমুকের ন্যায় নেকির পথে খরচ করতাম। এ দু ব্যক্তির সওয়াব এক সমান। (৩) এমন বান্দা-যাকে আল্লাহ মাল-সম্পদ দিয়েছেন, কিন্তু এলম দান করেননি। তার এলম না থাকার দরুন সে নিজের সম্পদের ব্যাপারে স্বেচ্ছারিতায় লিপ্ত হয়ে পড়ে, এত হক পথে ব্যয় করে না। সে আকাঙ্ক্ষা করে বলে, যদি আমার কাছে মাল থাকত, তা হলে আমি তা অমুক ব্যক্তির মত ব্যয় করতাম। এই বান্দাও তার এ মন্দ নিয়তের দরুন গুনাহর মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তির সমান। -(তিরমিযী তিনি বলেছেন এ হাদীসটি সহীহ)

আল্লাহ পাকের নিয়োজিত পছন্দ্য কল্যাণ আসে

হাদীস : ৪৯৩৬ ॥ হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা যখন কোন বান্দার কল্যাণ কামনা করেন তখন তাকে ভাল কাজে নিয়োজিত করেন। জিজ্ঞেস করা হল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! কিভাবে তার দ্বারা ভাল কাজ করান? তিনি বললেন, মৃত্যুর পূর্বে তাকে ভাল কাজ করার তওফীক দান করেন। -(তিরমিযী)

আল্লাহ পাকের ক্ষমার আশা করা উচিত নয়

হাদীস : ৪৯৩৭ ॥ হযরত শাদ্দাদ ইবনে আসওয়াদ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি নিজের প্রবৃত্তিকে স্বীয় আয়ত্তাধীনে রেখেছে এবং মৃত্যুর পরের জন্যে নেকী পুঁজি সংগ্রহ করেছে, সেই ব্যক্তি প্রকৃত সবল ও বৃদ্ধিমান। আর যে ব্যক্তি আপন প্রবৃত্তির অনুযায়ী হয়ে আল্লাহর প্রতি ক্ষমার আশা পোষণ করে, বস্তুতঃ সেই অক্ষম।

-(তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আল্লাহর ভয় করলে সম্পদে কোন দোষ নেই

হাদীস : ৪৯৩৮ ॥ হযরত রাসূলুল্লাহ (স) এর জনৈক সাহাবী (রা) বলেন, একদিন আমরা এক মজলিসে বসি ছিলাম, এমন সময় রাসূল (স) আমাদের মধ্যে এ অবস্থায় আগমন করলেন যে, তাঁর মাথায় পানির চিহ্ন ছিল। আমরা বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা আপনাকে প্রফুল্ল দেখছি। তিনি বললেন, হাঁ, ঠিকই। বর্ণনাকারী বলেন, অতপর লোকজন মাল সম্পদের আলোচনায় লিপ্ত হলেন, তখন রাসূল (স) বললেন, যে ব্যক্তি মহাপরাক্রমশালী আল্লাহকে ভয় করে তার জন্য সম্পদশালী হওয়াতে কোন দোষ নেই। বস্তুতঃ মুত্তাকীর জন্য সুস্থ হওয়া সম্পদশালী হওয়ার চেয়ে অনেক উত্তম এবং মানসিক প্রশান্তি আল্লাহ পাকের নেয়ামতসমূহের অন্যতম একটি নেয়ামত। -(আহমদ)

মাল সম্পদ মুমিনদের ঢাল স্বরূপ

হাদীস : ৪৯৩৯ ॥ হযরত সুফিয়ান সাওরী (র) বলেছেন, অতীতকালে মাল-সম্পদকে অপছন্দ করা হত। কিন্তু আজকাল মাল-সম্পদ হল মুমিনের জন্য ঢালস্বরূপ। তিনি আরও বলেছেন, যদি আমাদের কাছে এসব দীনার না থাকত তাহলে এ সকল রাজা-বাদশাহগণ আমাদেরকে হাত মোছার রুমাল বানিয়ে ফেলত। অর্থাৎ ঘৃণা ও তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখত। তিনি আরও বলেছেন, যার হাতে এ মাল-সম্পদের কিছু পরিমাণ আছে, সে যেন অবশ্যই তার সঠিক ব্যবহার করে। কেননা, বর্তমান সময় যদি কেউ অভাবে পতিত হয়, সে ব্যক্তি সর্বপ্রথম নিজের স্বীনের বিনিময়ে দুনিয়া লাভ করবে। সুফিয়ান আরও বলেছেন, হালালভাবে অর্জিত মালের মধ্যে এসরাফের অবকাশ নেই। -(শরহে সুন্নাহ)

মানুষের বয়স সীমা সাধারণত ষাট বছর

হাদীস : ৪৯৪০ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কিয়ামতের দিন একজন ঘোষণাকারী এ ঘোষণা করবেন, ষাট বছর বয়ঃপ্রাপ্ত লোকেরা কোথায়? এ বয়সের এমন একটি সীমা, যার সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, আমরা কি তোমাদেরকে এমন বয়স দান করিনি যাতে কোন উপদেশগ্রহণকারীর উপদেশ গ্রহণ করতে পার? অথচ তোমাদের কাছে স্রীতি প্রদর্শনকারী এসেছেন। -(বায়হাকী শোআবুল ইমানে) যঈফ-১১১১

দুনিয়ায় নেক কাজে থাকলে আমল বৃদ্ধি পায়

হাদীস : ৪৯৪১ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে শাদ্দাদ (রা) বলেন, একদিন আযরা গোত্রীয় তিন ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (স)-

এর খেদমতে এসে ইসলাম গ্রহণ করল। তখন রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, তোমাদের মধ্যে কে এদের দায়িত্ব নিতে পার? তালহা (রা) বললেন, আমি। সুতরাং তারা তালহার কাছে থাকতে লাগল, এরপর একসময় রাসূলুল্লাহ (স) কোন এক অভিযানে একদল সৈন্য প্রেরণ করলেন, তখন তাদের একজন ঐ সেনাদলের সাথে বের হল এবং যুদ্ধে শহীদ হয়ে গেল। অতপর রাসূলুল্লাহ (স) আরেকটি সেনাদল পাঠালেন। এ দলের সাথে দ্বিতীয় একজন বের হল এবং সেও শহীদ হল। এরপর তৃতীয়জন আপন বিছানায় মৃত্যুবরণ করল। বর্ণনাকারী ইবনে শাদ্দাদ বলেন, হযরত তালহা (রা) বললেন, এরপর আমি এক সময় উক্ত ব্যক্তিকে বেহেশতের মধ্যে দেখতে পেলাম এবং এটাও দেখলাম যে, আপন বিছানা মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তিটি তাদের সামনে রয়েছে এবং দ্বিতীয় অভিযানে শহীদ ব্যক্তিটি রয়েছে তার পিছনে, আর এরও পিছনে রয়েছে প্রথম ব্যক্তি। তাদের এ ক্রমিক মানে আমার মনে একটি খটকা জাগল। সুতরাং এই কথাটি আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে ব্যক্ত করলাম। তখন তিনি বললেন, কিসে তুমি আশ্চর্যবিত্ত হলে? যে ঈমানদার ইসলামের মধ্যে হতে তাসবীহ তাকবীর ও তাহলীল আদায় করার জন্য অতিরিক্ত বয়সের সুযোগ পেয়েছে এমন মুমিন অপেক্ষা আল্লাহর কাছে অন্য কেউ উত্তম নয়। -(আহমদ)

জন্ম হতে মৃত্যু পর্যন্ত আল্লাহর ; আনুগত্য করতে হয়

হাদীস : ৪৯৪২ ॥ হযরত মুহাম্মদ ইবনে আবু আমীর (রা) থেকে বর্ণিত, যিনি রাসূল (স)-এর সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, তিনি বলেছেন, যেই বান্দা জন্মদিন থেকে আল্লাহর আনুগত্যে ও বন্দেগীতে নতশীর থেকে বার্ষিকো মৃত্যুবরণ করে, সে কিয়ামতের দিন তার কৃত এবাদত-বন্দেগীকে খুবই নগণ্য মনে করবে এবং এ আকাজক্ষা করবে যদি তাকে পুনরায় দুনিয়াতে ফেরৎ পাঠান হয় তবে সে নেক আমল করে আরও অধিক সওয়াব হাসিল করতে সক্ষম হত।

-(আহমদ)

সপ্তবিংশ অধ্যায় তাওয়াক্কুল ও ছবর প্রসঙ্গ প্রথম পরিচ্ছেদ

আল্লাহর উপর ভরসা রাখলে সে বেহেশতে যাবে

হাদীস : ৪৯৪৩ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমার উম্মতের মধ্য থেকে সত্তর হাজার লোক বিনা হিসেবে বেহেশতে প্রবেশ করবে। তারা হল ঐ সকল লোক যারা মন্ত্র-তন্ত্র করায় না, অশুভ লক্ষণে বিশ্বাস করে না এবং তারা নিজেদের পরওয়ারদেগারের উপর ভরসা রাখে। -(বোখারী ও মুসলিম)

কিয়ামতে বড় জামাত হবে যারা আল্লাহর ওপর ভরসা করেছেন

হাদীস : ৪৯৪৪ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, একদিন রাসূল (স) বাইরে এসে বললেন, উম্মতদেরকে আমার সামনে পেশ করা হয়। একজন নবী যাচ্ছেন, তার সঙ্গে রয়েছে মাত্র একজন লোক। আরেক জন নবী, তার সঙ্গে রয়েছে কেবল দু জন লোক। অন্য এক নবীর সাথে রয়েছে একদল লোক। একজন নবী এমনও ছিলেন, যার সাথে কেউ ছিল না। অতপর দেখলাম এক বিরাট জামাত যা দিগন্ত জুড়ে রয়েছে। তখন আমি আকাজক্ষা করলাম এ জামাতটি যদি আমার উম্মত হত! এ সময় বলা হল, এটা হযরত মুসা (আ) ও তাঁর জাতি। অতপর আমাকে বলা হল, আপনি ভাল করে নজর করুন। তখন আমি দিগন্ত জোড়া একটি বিশাল জামাত দেখলাম। এ সময় আমাকে আবার বলা হল, আপনি এইদিক-ঐদিক দেখুন। তখন আমি বিরাট জামাত দেখতে পেলাম। যা দিগন্ত জুড়ে রয়েছে। এর আমাকে জানান হল, এরা আপনার উম্মত। এদের অগ্রভাগে সত্তর হাজার লোক রয়েছে যারা বিনা হিসেবে বেহেশতে প্রবেশ করবে। তারা ঐ সকল লোক যারা অশুভ-অমঙ্গল চিহ্ন বা লক্ষণ মানে না। ঝাড়-ফুক বা মন্ত্র-তন্ত্রের ধার ধারে না এবং দাগ লাগায় না। তারা আপন পরওয়ারদেগারের ওপর ভরসা রাখে। তবে উককাশ ইবনে মিনহাল দাঁড়িয়ে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহর কাছে দোয়া করুন তিনি যেন আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। তখন তিনি এ বলে দোআ করলেন, হে আল্লাহ! তাকেও তাদের মধ্যে शामिल কর। এর পর আরেক ব্যক্তি ওঠে দাঁড়ালেন এবং আরয করলেন, আমার জন্যও আল্লাহর কাছে দোয়া করুন, তিনি যেন আমাকেও তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি বললেন, এ ব্যাপারে উককাশ তোমার আগে সুযোগ নিয়েছে। -(বোখারী ও মুসলিম)

বিপদ এলে ছবর করা কল্যাণকর

হাদীস : ৪৯৪৫ ॥ হযরত সুহায়ব (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, ঈমানদারের ব্যাপারটাই অভূত। বস্তুত ঈমানদারের প্রতিটি কাজই তার জন্য মঙ্গলময়। আর এটা একমাত্র মুমিনদের বৈশিষ্ট্য। তার স্বচ্ছলতা অর্জিত হলে সে শোকর করে, এটা তার জন্য কল্যাণকর। তার ওপর কোন বিপদ এলে সে ছবর করে, এও তার জন্য কল্যাণকর।

—(মুসলিম)

কাজের মধ্যে যদি শব্দ দ্বারা শয়তানের পথ পরিষ্কার হয়

হাদীস : ৪৯৪৬ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, শক্তিশালী মুমিন দুর্বল ঈমানদার থেকে অধিক উত্তম ও আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয়। তবে প্রত্যেকের মধ্যেই কল্যাণ রয়েছে। আর ধীনী যে কাজে তোমার উপকার হবে, তার প্রতি আগ্রহ রাখ এবং আল্লাহ তায়ালায় মদদ কামনা কর। দুর্বলতা প্রদর্শন কর না। যদি কোন কাজে কিছু ক্ষতি সাধিত হয় তখন তুমি এভাবে কর না। যদি আমি কাজটি এভাবে করতাম তা হলে আমার এই এই ভাল হত। বরং বল, আল্লাহ ইহা তকদীরে রেখেছিলেন, আর তিনি যা চান তাই করেন। যদি শব্দটি শয়তানের কাজের পথকে উন্মুক্ত করে। —(মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আল্লাহতে ভরসা করলে অনুরূপ রিযিক প্রাপ্ত হয়

হাদীস : ৪৯৪৭ ॥ হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, যদি তোমরা আল্লাহর প্রতি যথাযথ ভরসা কর তা হলে তিনি তোমাদেরকে অনুরূপ রিযিক দান করবেন, যেক্ষণ পাখিকে রিযিক দিয়ে থাকেন। তারা ভোরে খালি পেটে বের হয় এবং দিনের শেষে ভরা পেটে ফিরে আসে। —(তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)

আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (স)-এর আদেশ নিষেধ মানতে হবে

হাদীস : ৪৯৪৮ ॥ হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, হে লোকসকল! এমন কোন জিনিস নেই, যা তোমাদেরকে বেহেশতের নিকটবর্তী করতে পারে, দোষ থেকে দূরে রাখতে পারে তা ছাড়া, যা আমি তোমাদেরকে আদেশ করেছি। আর এমন কোন বস্তু নেই যা তোমাদেরকে দোষের কাছাকাছি করতে পারে এবং বেহেশত থেকে দূরে রাখতে পারে তা ছাড়া, যা আমি তোমাদের নিষেধ করেছি। হযরত রুহুল আমীন আরেক বর্ণনায় আছে, রুহুল কুদ্দুহ আমার অন্তরে এ কথা ঢেলে দিয়েছেন যে, কোন দেহ তার রিযিক পরিপূর্ণভাবে ভোগ না করা পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করবে না। সাবধান! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং মাল-সম্পদ উপার্জনে উত্তম নীতি অলঙ্ঘন কর। কাক্ষিত রিযিক পৌঁছানোর বিলম্বতা যেন তোমাদেরকে আল্লাহর নাক্ষরমানীর পথে তা অন্তেষণে উদ্বুদ্ধ না করে। কেননা, আল্লাহর কাছে যা নির্ধারিত রিযিক আছে তা আল্লাহর আনুগত্য ছাড়া অর্জন করা যায় না। —(আল্লামা বাগাবী শরহে সুন্নাতে এবং বায়হাকী শোআবুল ইমানে বর্ণনা করেছেন। তবে وان روح القدس এই বাক্যটি বায়হাকী বর্ণনা করেননি।

আল্লাহর কুদরতী হাতের প্রতি বিশ্বাস করা উচিত

হাদীস : ৪৯৪৯ ॥ হযরত আবু যার (রা) রাসূলুল্লাহ (স) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, কোন হালাল বস্তুকে হারাম করা এবং ধন-সম্পদকে ধ্বংস করার নাম দুনিয়া বর্জন নয়; বরং প্রকৃত দুনিয়া বর্জন হল, আল্লাহ তায়ালায় কুদরতী হাতে যা আছে তা অপেক্ষা তোমার হাতে যা আছে তাকে অধিক নির্ভরযোগ্য মনে না করা এবং যখন তোমার ওপর কোন বিপদ এসে পড়ে তখন সেই বিপদ তোমার ওপর পতিত হওয়ার পরিবর্তে সওয়াবের আশায় তা বাকী থাকার প্রতি আগ্রহ বেশি হওয়া। —(তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ) ২১১২

আল্লাহর হুক আদায় করলে আল্লাহ সাথে থাকেন

হাদীস : ৪৯৫০ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, একদিন আমি রাসূল (স)-এর সওয়াবীর পিছনে বসেছিলাম। তখন তিনি আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, হে বৎস! আল্লাহর বিধানসমূহ যথাযথভাবে মেনে চল, আল্লাহ তোমাকে হেফাজতে রাখবেন। আল্লাহর হুক আদায় কর, তবে তুমি আল্লাহকে তোমার সম্মুখে পাবে। আর যখন তুমি কারও কাছে কিছু চাইবার ইচ্ছা করবে তখন আল্লাহর কাছে চাইবে। এবং যখন কারও কাছে সাহায্য চাইতে হয় তখন আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইবে। জেনে রেখ! যদি সমস্ত মাখলুক একত্র হয়ে তোমার কোন উপকার করতে চায় তবে তারা আল্লাহর নির্ধারিত পরিমাণ ছাড়া তোমার কোন উপকার করতে পারবে না। অন্যদিকে যদি সকল মাখলুক সমবেতভাবে তোমার কোন ক্ষতি করতে চায় তবে তারা আল্লাহর নির্ধারিত পরিমাণ ছাড়া তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। (তোমার ভাগ্যের সব কিছু লেখার পর) কলম তুলে নেয়া হয়েছে এবং দফতরসমূহ শুষ্ক হয়ে গিয়েছে। —(আহমদ ও তিরমিযী)

মানুষের উচিত আল্লাহর ফয়সালায় সন্তুষ্ট থাকা

হাদীস : ৪৯৫১ ॥ হযরত সাদ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আদম সন্তানের সৌভাগ্য হল আল্লাহর ফয়সালায় ওপর সন্তুষ্ট থাকা, আর আদম সন্তানের দুর্ভাগ্য হল আল্লাহর কল্যাণ কামনা বর্জন করা। এবং এও আদম সন্তানের দুর্ভাগ্য যে, সে আল্লাহর ফয়সালায় অসন্তুষ্ট প্রকাশ করে।—(আহমদ ও তিরমিযী)। ইমাম তিরমিযী বলেছেন, এ হাদীসটি গরীব।)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ১১১৬

এক বেদুঈন রাসূল (স)-এর প্রতি তরবারি উত্তোলন করল

হাদীস : ৪৯৫২ ॥ হযরত জাবের (রা) থেকে বর্ণিত, একবার তিনি নজ্দ অভিযানে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে ছিলেন। যখন রাসূল (স) প্রত্যাবর্তন করলেন, তখন তিনিও তাঁর সাথে প্রত্যাবর্তন করেন। সাহাবাগণ দ্বিপ্রহরের সময় কাঁটামুক্ত বৃক্ষরাজিতে ঢাকা একটি উপত্যকায় পৌঁছেন। রাসূল (স) সেখানে অবতরণ করেন। লোকজন ছায়া গ্রহণের জন্য বিভিন্ন গাছের নীচে ছড়িয়ে পড়ল। রাসূল (স) একটি বাবলা গাছের নীচে অবতরণ করে তাতে নিজের তরবারিখানা ঝুলিয়ে রাখলেন। এদিকে আমরাও একটু শুয়ে পড়লাম। এমন সময় রাসূল (স) আমাদেরকে ডাকতে লাগলেন। আমরা গিয়ে দেখলাম। তার কাছে এক বেদুঈন উপস্থিত রয়েছে। রাসূল (স) বললেন, আমি নিদ্রিত ছিলাম, এ লোকটি এ সুযোগে আমার ওপরে আমার তলোয়ারখানাই উত্তোলন করেছিল। আমি জাগ্রত হয়ে দেখলাম তার হাতে কোষমুক্ত তরবারী রয়েছে এবং সে বলল, বল দেখি, আমার থেকে তোমাকে কে রক্ষা করবে? আমি বললাম, আল্লাহ আল্লাহ তিনবার। এরপর তিনি তাকে কোন শাস্তি দেননি এবং ওঠে বসলেন।—(বোখারী ও মুসলিম আর আবু বকর ইসমাঈলী তাঁর সহীহ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন, যখন বেদুঈন লোকটি তরবারী হাতে রাসূল (স)-কে লক্ষ্য করে বলল, বল দেখি, আমার হাত থেকে কে তোমাকে রক্ষা করবে? তখন তিনি বললেন, আল্লাহ এতে তার হাত থেকে তলোয়ারখানা নীচে পড়ে গেল। তখন রাসূলুল্লাহ (স) তলোয়ার নিজে হাতে তুলে বললেন, কে তোমাকে আমার হাত থেকে রক্ষা করবেন? সে বলল, আশা করি আপনি উত্তম তরবারীধারণকারী হবেন। অর্থাৎ ক্ষমা করে দেবেন। তখন রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, তুমি সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই, আর আমি নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসূল। উত্তরে সে বলল, আমি একথা বলব না, তবে আপনার সাথে এ অঙ্গীকার করছি যে, আমি কখনও আপনার সাথে যুদ্ধ করব না এবং ঐ সব লোকদের সাথে থাকব না যারা আপনার সাথে যুদ্ধ করে। এরপর রাসূল (স) তাকে ছেড়ে দিলেন। সে আপন সাথীদের কাছে এসে বলল, আমি মানব জাতির শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির কাছ থেকে তোমাদের কাছে ফিরে এসেছি। এ বর্ধিত অংশটি হোমাইদী তার গ্রন্থে এবং ইমাম নববী রিয়াযুস সালাহীন কিতাবে বর্ণনা করেছেন।)

আল্লাহকে ভয় করলে মুক্তি পথ বের হয়

হাদীস : ৪৯৫৩ ॥ হযরত আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, কোরআনের এমন একটি আয়াত আমি জানি, যদি লোকেরা তার প্রতি আমল করে, তবে তা তোমাদের জন্য যথেষ্ট হবে।—তা হল-অর্থ “যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে চলে, তিনি তার মুক্তির রাস্তা তৈরি করে দেন এবং তাকে এমন জায়গা থেকে রিযিক প্রদান করেন যা সে ধারণাও করতে পারে না।”—(আহমদ, ইবনে মাজাহ ও দারেমী) ১১১৮

আল্লাহ পাকই ক্ষমতার আঁধার

হাদীস : ৪৯৫৪ ॥ হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূল (স) আমাকে এই আয়াতটি এভাবে শিক্ষা দিয়েছেন। অর্থাৎ “আমিই রিযিকদাতা, ক্ষমতার আঁধার।”—(তিরমিযী)। তিরমিযী বলেছেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

একজনের উসিলায় অন্যজনের রিযিক বরাদ্দ হয়

হাদীস : ৪৯৫৫ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর যমানায় এমন দুই ভাই ছিল। তাদের একজন রাসূলুল্লাহ (স)-এর খেদমতে আসত এবং অপর ভাই রুখী-রোযগার করত না। একদিন এ পেশাদার ভাই রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে ঐ ভাইয়ের সম্পর্কে অভিযোগ করল। তখন তিনি বললেন, হতে পারে যে, তোমার সেই ভাইয়ের উসিলায় তোমাকে রিযিক প্রদান করা হচ্ছে।—(তিরমিযী)। তিনি বলেছেন, এ হাদীসটি সহীহ গরীব।

আল্লাহর ওপর বরসা করলে নিরাপদ থাকা যায়

হাদীস : ৪৯৫৬ ॥ হযরত আমর ইবনুল আস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, প্রত্যেক উপত্যকায় মানুষের অন্তরের ঘাঁটি রয়েছে। সুতরাং যে ব্যক্তি তার অন্তরকে উক্ত প্রত্যেক ঘাঁটির দিকে ধাবিত করে, আল্লাহ তায়ালা তাকে তার যে কোন ঘাঁটিতে ধ্বংস করতে পরওয়া করেন না। অন্যদিকে, যে ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহর ওপর ভরসা করে তিনি তার ঘাঁটিসমূহের জন্য যথেষ্ট হয়ে যান।—(ইবনে মাজাহ) ১১১৯

আল্লাহর আনুগত্য করলে রহমত বর্ষিত হয়

হাদীস : ৪৯৫৭ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, তোমাদের মহাপরাক্রমশালী পরওয়াদেগার বলেন, যদি আমার বান্দাগণ আমার আনুগত্য করে, তা হলে আমি তাদেরকে রাতে বৃষ্টি বর্ষণ করব এবং দিনের বেলায় সূর্যের কিরণ ছড়িয়ে দেব, আর মেঘের গর্জন, বিদ্যুতের শব্দ তাদেরকে শোনাব না। -(আহমদ)

আল্লাহর তরফ অফুরন্ত সাহায্য য় ১২০-১১১৩

হাদীস : ৪৯৫৮ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, একদিন এক ব্যক্তি তার পরিবার-পরিজনের কাছে এল এবং যখন দেখল তারা ক্ষুধা ও উপবাসে পড়ে আছে, তখন সে ময়দানের দিকে বের হয়ে গেল। অতপর তার স্ত্রী যখন দেখল তার স্বামী খাদ্যের তালাশে বাইরে চলে গিয়েছে। তখন সে আটা পেয়ার চাক্কির কাছে গেল এবং চাক্কির এক পাট আরেক পাটের ওপর রাখল। অতপর চুলার কাছে গিয়ে তাতে আগুন জ্বালাল। এরপর দোয়া করল, আয় আল্লাহ! তুমি আমাদের রিযিক দান কর। এরপর সে চাক্কির নীচের তাগারীটির প্রতি লক্ষ্য করে দেখল তা ভর্তি হয়ে রয়েছে। বর্ণনাকারী বলেন, অতপর সে রুটি তৈরি করার জন্য চুলার কাছে গিয়ে দেখল যে, সেখানে পাটটি রুটির দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে আছে, বর্ণনাকারী বলেন, এরপর স্বামী ঘরে ফিরে জিজ্ঞেস করল, আমার চলে যাওয়ার পর তোমরা কি কারও কাছ হতে কিছু পেয়েছ? স্ত্রী বলল, হাঁ পেয়েছি। আমরা আমাদের রন্ধের কাছ হতে পেয়েছি। অতপর সে লোকটি চাক্কির কাছে গিয়ে তার পাটটি খুলে রাখল এবং রাসূল (স)-এর কাছে ঘটনাটি বর্ণনা করল, তিনি বললেন, যদি সে চাক্কির পাটটি না সরাত, তাহলে কিয়ামত পর্যন্ত তা ঘুরতে থাকত। -(আহমদ) য় ১২০-১১১৭

রিযিক তার মালিককে খুঁজতে থাকে

হাদীস : ৪৯৫৯ ॥ হযরত আবু দারদা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, বান্দার রিযিক তাকে এভাবে খুঁজে বেড়ায় যেমন তার মৃত্যু তাকে খোঁজে। -(আবু নোআইম তাঁর হিলিয়াহ পুস্তকে)

নবীজী তাঁর জাতির জন্য বদদোয়া করতেন না

হাদীস : ৪৯৬০ ॥ হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, আমি যেন এখন রাসূল (স)-এর দিকে তাকিয়ে আছি যখন তিনি কোন একজন এমন নবীর ঘটনা বর্ণনা করছিলেন, যাকে তার আপন কওমের লোকেরা গ্রহণ করে রক্তাক্ত করেছিল, আর তিনি নিজের চেহারা থেকে রক্ত মুছছিলেন, আর বলছিলেন, ইয়া আল্লাহ! তুমি আমার কওমের কৃত অপরাধ ক্ষমা করে দাও। কেননা, তারা অজ্ঞ। -(বোখারী ও মুসলিম)

অষ্টাবিংশ অধ্যায়

রিয়া ও সুমআ সম্পর্কে বর্ণনা

প্রথম পরিচ্ছেদ

আল্লাহ পাক মানুষের অন্তর দেখেন

হাদীস : ৪৯৬১ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা তোমাদের বাহ্যিক আকৃতি ও সম্পদের প্রতি দেখেন না; বরং তিনি তোমাদের অন্তর ও আমলের প্রতি তাকান। -(মুসলিম)

আল্লাহ পাক অংশীদার হতে মুক্ত

হাদীস : ৪৯৬২ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা বলেন, আমি অংশীদারদের অংশীবাদ হতে সম্পূর্ণ মুক্ত। যে ব্যক্তি কোন আমলে আমার সাথে অন্যকে শরীক করে, আমি তাকে তার সেই শিরকসহ বর্জন করি। অপর এক বর্ণনায় আছে, তার সাথে আমার সম্পর্ক নেই। বস্তুত ঐ কাজ বা আমলটি তার জন্যই গণ্য হবে, যার জন্য সে করেছে। -(মুসলিম)

সুনাম অর্জনের জন্য কোন কাজ করা উচিত নয়

হাদীস : ৪৯৬৩ ॥ হযরত জুনদুব (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি সুনাম অর্জনের উদ্দেশ্যে কোন কাজ করে, আল্লাহ তায়ালা তার দোষ-ত্রুটি লোক সমাজে প্রকাশ করে দেবেন। আর যে ব্যক্তি কোন মানুষকে দেখানোর জন্য কোন আমল করে, আল্লাহ তায়ালাও তার সাথে লোক দেখানোর ব্যবহার করবেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

মুমিনের নগদ সুসংবাদ হল লোক তাকে ভালবাসে

হাদীস : ৪৯৬৪ ॥ হযরত আবু যার (রা) বলেন, একদিন রাসূল (স)-কে জিজ্ঞেস করা হল, ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে আপনার অভিমত কি, যে কোন নেক কাজ করে আর লোকেরা তার সেই কাজের দরুন তার প্রশংসা করে। অপর বর্ণনায় রয়েছে, এ কাজের কারণে লোকে তাকে ভালবাসে। তিনি বলেন, এটাই হল মুমিনের নগদ সুসংবাদ। -(মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করা যাবে না

হাদীস : ৪৯৬৫ ॥ হযরত আবু সাঈদ ইবনে আবু ফোযালা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের দিন যখন মানুষদেরকে একত্রিত করবেন, যে দিন বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। সেই দিন কোন ঘোষণাকারী ঘোষণা দেবে, যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য কোন আমল করতে অন্য কাউকেও অংশীদার বানিয়েছে, সে যেন আল্লাহ ছাড়া ঐ ব্যক্তির কাছ হতে তার প্রতিদান অন্বেষণ করে। কেননা, আল্লাহ তায়ালা অংশীদারীর অংশীবাদ থেকে পুরো মুক্ত। -(আহমদ)

নিজের আমলের কথা বলা উচিত নয়

হাদীস : ৪৯৬৬ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছেন, যে ব্যক্তি মানুষের কাছে নিজের আমলের কথা শোনায়, আল্লাহ তায়ালা তার বদ উদ্দেশ্য কৃত আমলকে মানুষের কানে পৌঁছিয়ে দিবেন এবং তাকে হয়ে ও অপমানিত করবেন। -(বায়হাকী)

পরকালের প্রতি সন্তুষ্টি থাকলে তার কাজকর্ম গোপন হয়ে যায়

হাদীস : ৪৯৬৭ ॥ হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি পরকালে আল্লাহর সন্তুষ্টির নিয়ত রাখে, আল্লাহ তার অন্তরকে অমুখাপেক্ষী করে দেন এবং তার বিক্ষিপ্ত কাজকর্মগুলো তিনি গুছিয়ে দেন। এবং দুনিয়াবী সম্পদ তার কাছে লাক্ষিত হয়ে আসে। অন্যদিকে যে ব্যক্তি দুনিয়া লাভের নিয়ত রাখে, আল্লাহ তায়ালা দারিদ্র্যতাকে তার চক্ষুর সামনে করে দেন। তার কাজকর্ম এলোমেলো হয়ে যায়। অথচ সে দুনিয়াবী সম্পদের কেবল ততটুকু পায় যতটুকু তার জন্য নির্ধারিত রয়েছে। -(তিরমিযী)

আর আহমদ ও দারেমী হাদীসটি আবান এর মাধ্যমে হযরত যাবেদ ইবনে সাবিত থেকে বর্ণনা করেছেন।

ইবাদত ইচ্ছাকৃতভাবে প্রকাশ করা উচিত নয়

হাদীস : ৪৯৬৮ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, একবার আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! একদিন আমি আমার ঘরে নামায পড়ছিলাম, এমন সময় হঠাৎ এক ব্যক্তি আমার কাছে এল। সে আমাকে এ অবস্থায় দেখেছে বিধায় আমার মনে আনন্দ জাগল। তখন রাসূল (স) বললেন, আল্লাহ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করুন, হে আবু হুরায়রা! তোমার জন্য দ্বিগুণ সওয়াব রয়েছে, একটি হল গোপনীয়তার, আর দ্বিতীয়টি হল ইবাদত প্রকাশ হয়ে পড়ার। -(তিরমিযী। তিনি বলেছেন এ হাদীসটি গরীব।) হাফ্ফ ২০-২২১

এক দল লোকের মুখের ভাষা হবে মিষ্টি

হাদীস : ৪৯৬৯ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, শেষ যমানায় এমন কিছু সংখ্যক লোকের আবির্ভাব ঘটবে যারা দ্বীনের দ্বারা দুনিয়া হাসিল করবে। মানুষের দৃষ্টিতে বিনয়ভাব প্রকাশের জন্য মেস-দুধার চামড়া পরিধান করবে। তাদের মুখের ভাষা হবে চিনি অপেক্ষা মিষ্টি। অন্যদিকে তাদের অন্তর হবে বাঘের মত হিংস্র। আল্লাহ তায়ালা এ জাতীয় লোকদের সম্পর্কে বলেন, এরা কি আমাকে ধোঁকা দিতে যায়, নাকি আমার উপরে ধৃষ্টতা পোষণ করছে? আমি আমার শপথ করে বলছি, আমি তাদের ওপর তাদের মধ্য হতে এমন বিপদ প্রেরণ করব যাতে তাদের বিচক্ষণ বুদ্ধিমান ব্যক্তিরাও দিশেহারা হয়ে পড়বে। -(তিরমিযী) হাফ্ফ ২০-২২২

এক ধরনের প্রাণী আছে যাদের মুখের ভাষা চিনির চেয়েও মিষ্টি

হাদীস : ৪৯৭০ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, মহান কল্যাণময় আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, আমি এমন কতিপয় মাখুলক সৃষ্টি করেছি যাদের মুখের বাণী চিনির চেয়ে সুমিষ্টি। আর তাদের অন্তর মুহাব্বর অপেক্ষা তিক্ত। আমি আমার শপথ করে বলছি, আমি তাদের ওপর এমন বিপর্যয় নাযিল করব যে, তাদের জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিরাও দিশেহারা হয়ে পড়বে। তারা কি আমাকে ধোঁকা দিতে চাচ্ছে নাকি আমার ওপর দৃষ্টতা পোষণ করছে

হাফ্ফ ২০-২২২০ -(তিরমিযী এবং তিনি বলেছেন, হাদীসটি গরীব)

যে কোন কাজের মধ্যম পছন্দ উত্তম

হাদীস : ৪৯৭১ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, প্রতিটি কাজের মধ্যে একটা চেতনা থাকে। আবার প্রতি চেতনায় দুর্বলতাও রয়েছে, সুতরাং যদি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি তার কাজের মধ্যে মধ্যমপছন্দ অবলম্বন করে এবং মধ্যমপছন্দের কাছাকাছি হতে কাজ করে, তবে তোমরা তার সম্পর্কে আশাবিত হতে পার। আর যদি তার প্রতি আঙুলি দ্বারা ইংগিত করা হয় তবে তোমরা তাকে গণনায় এনো না। -(তিরমিযী)

আল্লাহ পাক হেফাযত করলে তার কোন ক্ষতি হয় না

হাদীস : ৪৯৭২ ॥ হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, কোন ব্যক্তি মন্দ হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, ধীনদার বা দুনিয়াবী উচ্চ মর্যাদার ব্যাপারে তার প্রতি আঙুল দ্বারা ইংগিত করা হয়। তবে সে এর আওতায় পড়বে না, যাকে আল্লাহ হেফাযত করেছেন। -(বায়হাকী)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নিজের আমলের কথা প্রকাশ করলে কিয়ামতের অপমানিত হবে

হাদীস : ৪৯৭৩ ॥ হযরত আবু তামীমাহ (রা) বলেন, একদিন আমি সাফওয়ান ও তাঁর সাথীদের কাছে উপস্থিত হই, তখন হযরত জুনদুব (রা) তাদেরকে কিছু নসীহত করছিলেন। তখন তারা জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি রাসূল (স) থেকে বিশেষ কিছু শুনেছেন? তিনি বললেন আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি নিজের আমলের কথা লোকদের শোনায়, আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের দিন তাকে অপমানিত করবেন, আর যে ব্যক্তি কষ্টের পথ অবলম্বন করে আল্লাহ তায়ালা তাকে কিয়ামতের দিন কষ্টে ফেলবেন। তারা বললেন, আপনি আমাদেরকে আরও কিছু নসীহত করুন। তিনি বললেন, সর্বপ্রথম মানুষের যে জিনিস নষ্ট হয় তা হল তার পেট। অতএব যথাসাধ্য সে যেন শুধু হালাল খায় এবং এর ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। আর যার সামর্থ্য হয় যে, তার ও জান্নাতের মধ্যে একমুষ্টি প্রবাহিত রক্ত আড়াল না করুক, তবে সে যেন তাই করে। -(বোখারী)

আত্মগোপনকারী ব্যক্তিই প্রকৃত মুমিন

হাদীস : ৪৯৭৪ ॥ হযরত ওমর ইবনুল খাত্তার (রা) থেকে বর্ণিত, একদিন তিনি রাসূল (স)-এর মসজিদের দিকে বের হয়ে হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রা)-কে রাসূলুল্লাহ (স)-এর পিছনে ত্রন্দনাবস্থায় পেলে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কিসে আপনাকে কাঁদাচ্ছে? তিনি বললেন, আমাকে এমন একটি জিনিসে কাঁদাচ্ছে যা আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, রিয়া এর সামান্য পরিমাণও শিরক। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর বন্ধুদের সাথে শত্রুতা পোষণ করে সে যেন আল্লাহর মোকাবিলায় যুদ্ধে অবতীর্ণ হল। বস্তৃত আল্লাহ তায়ালা পুণ্যবান, খোদাভীরু, লোকচক্ষু থেকে আত্মগোপনকারীদেরকে ভালবাসেন। তারা হল এমন সব ব্যক্তি যারা লোকচক্ষু হতে অনুপস্থিত থাকলে কেউ তাদেরকে খোঁজে না এবং তাদের সামনে উপস্থিত হলেও কেউ তাদেরকে ডাকে না। আর ডাকলেও তাদেরকে নিজেদের পাশে বসায় না। অথচ তাদের অন্তর হল হেদায়াতের আলো। তারা প্রত্যেক অন্ধকারের জীর্ণ-শীর্ণ কুটির হতে বের হত। -(ইবনে মাজাহ ও বায়হাকী-শোআবুল ইমানে)

গোপনে ইবাদত করা সবচেয়ে উত্তম

হাদীস : ৪৯৭৫ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কোন বান্দা যখন প্রকাশ্যের নামায পড়ে তখন উত্তমভাবে আদায় করে এবং যখন নির্জনে নামায পড়ে তখনও অনুরূপ উত্তমভাবে আদায় করে। এমন বান্দা সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন, সেই আমার প্রকৃত বান্দা। -(ইবনে মাজাহ)

শেষ যমানায় প্রকৃত বন্ধু পাওয়া যাবে না

হাদীস : ৪৯৭৬ ॥ হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, শেষ যমানায় এমন কতিপয় সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটবে যারা বাহ্যত হবে বন্ধু, পক্ষান্তরে গোপনে হবে শত্রু। তখন জিজ্ঞেস করা হল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তা তা কিরূপ হবে? তিনি বললেন, তাদের কেউ কারও কাছ হতে স্বার্থের বশীভূত এবং একে আন্যের পক্ষ হতে ভীত হওয়ার কারণে।

লোক দেখানো ইবাদত শিরক সমতুল্য

হাদীস : ৪৯৭৭ ॥ হযরত শাদ্দাদ ইবনে আসওয়াদ (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি মানুষকে দেখানোর উদ্দেশ্যে নামায পড়ল সে শিরক করল। যে দেখানোর নিয়তে রোযা রাখল সে শিরক করল, আর যে দেখানোর জন্যে সদকা-খয়রাত করল সেও শিরক করল। -(হাদীস দুটি আহমদ রেওয়ায়েত করেছেন।)

শেষ যমানার মানুষের ঈমান কমজোরি হবে

হাদীস : ৪৯৭৮ ॥ হযরত শাদাদ ইবনে আওস (রা) থেকে বর্ণিত, একদিন তিনি কাঁদছিলেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল, কিসে আপনাকে কাঁদাচ্ছে? তিনি বললেন, ঐ কথাটি আমাকে কাঁদাচ্ছে যা আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি। এখন তা স্মরণ করে আমাকে কাঁদাচ্ছে। রাসূল (স)-কে আমি বলতে শুনেছি, আমি আমার উম্মতের ওপর প্রচ্ছন্ন শিরক ও গোনাহ প্রবৃত্তির ভয় করছি। বর্ণনাকারী বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার পরে আপনার উম্মত কি শিরকে লিপ্ত হবে? তিনি বললেন, হাঁ লিপ্ত হবে। অবশ্য তারা সূর্য চন্দ্রের ইবাদত করবে না, পাথর এবং মূর্তির পূজা করবে না; কিন্তু নিজেদের আমলসমূহ মানুষকে দেখানোর নিয়তে করবে। আর গোপন প্রবৃত্তি যেমন তাদের কেউ রোযাবস্থায় ভোর করল, এর পর তার সামনে প্রবৃত্তির কোন চাহিদা উপস্থিত হলে সে রোযা পরিত্যাগ করে দেয়।

হাফ্‌জ - ১১২৬

-(আহমদ ও বায়হাকী শোআবুল ঈমানে।)

লোক দেখানো ইবাদত কবুল হয় না

হাদীস : ৪৯৭৯ ॥ হযরত আবু সাঈদ (রা) বলেন, একদিন আমরা মসীহ-দাজ্জাল সম্পর্কে পরস্পর আলোচনা করছিলাম। এমন সময় রাসূল (স) আমাদের কাছে এলেন এবং বললেন, খবরদার! আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি ব্যাপার অবহিত করব না যা আমার কাছে তোমাদের জন্য মসীহে দাজ্জাল থেকেও অধিক আশংকাজনক? আমরা বললাম, হাঁ বলুন ইয়া রাসূলুল্লাহ! তিনি বললেন, তা হল শিরকে ঋণী অর্থাৎ, কোন ব্যক্তি নামাযে দাঁড়িয়ে এ কারণে নামাযকে দীর্ঘায়িত করে যে, তার নামায কোন ব্যক্তি দেখছে। -(ইবনে মাজাহ)

রিয়া হল শিরকের মধ্যে ছোট

হাদীস : ৪৯৮০ ॥ হযরত মাহমুদ ইবনে লবীদ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, আমি তোমাদের জন্য যেই ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি ভয় করছি তা হল ছোট শিরক। লোকেরা জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! ছোট শিরক কি? তিনি বললেন, রিয়া। -(আহমদ আর বায়হাকী শোআবুল ঈমানে অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন-বান্দাদের আমলের প্রতিদানের দিন আল্লাহ তায়ালা ঐ সকল লোকদেরকে বলবেন, যাও তোমরা সেই সকল লোকদের কাছে যাদেরকে দেখিয়ে দুনিয়াতে আমল করেছিলে এবং দেখ তাদের কাছ হতে কোন প্রতিদান বা কোন কল্যাণ পাও কিনা?)

যত গোপনেই ইবাদত করুক না কেন প্রকাশ হবেই

হাদীস : ৪৯৮১ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যদি কোন ব্যক্তি এমন কোন কঠিন পাথরের ভিতরে বসে আমল করে। যার কোন দরজা বা জানালা নেই, একসময় তার সেই আমল মানুষের কাছে প্রকাশ হয়ে পড়বেই, চাই তা যে কোন ধরনের আমলই হোক না কেন?

আল্লাহ পাক গোপন ইবাদতের চিহ্ন প্রকাশ করেন

হাদীস : ৪৯৮২ ॥ হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন ভাল বা মন্দ অভ্যাস গোপনীয়ভাবে থাকে, আল্লাহ তায়ালা তা কোন চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ করে দেন। তা দ্বারা তার পরিচয় প্রকাশিত হয়ে পড়ে।

হাফ্‌জ - ১১২৭

মুনাফিকের কথা ও কাজ এক হয় না

হাদীস : ৪৯৮৩ ॥ হযরত ওমর ইবুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, আমি এই উম্মতের প্রতি ঐ সকল মুনাফেকদের কারণে শংকিত যারা একদিকে উপদেশ ও কল্যাণমূলক কথা বলবে, অন্য দিকে যুলম ও অত্যাচারের ব্যবহার করবে। -(হাদীস তিনটি বায়হাকী শোআবুল ঈমানে।)

আল্লাহ পাক নিয়ত ও প্রেরনাকে গ্রহণ করবেন

হাদীস : ৪৯৮৪ ॥ হযরত মুহাজির ইবনে হাবীব (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা বলেন, আমি জ্ঞানী ব্যক্তির প্রতিটি কথা গ্রহণ করি না; বরং আমি তার নিয়ত ও প্রেরণাকে কবুল করি। সুতরাং যদি তার নিয়ত ও প্রেরণা আমার আনুগত্যের অনুকূলে হয়, তা হলে তার নীরবতাকে আমি আমার প্রশংসা এবং তার জন্য তাকে স্থিরতা ও সহিষ্ণুতায় অন্তর্ভুক্ত করি, যদিও মুখের বাক্য দ্বারা সে কিছুই উচ্চারণ না করে থাকে। -(দায়েমী)

হাফ্‌জ - ১১২৮

উনত্রিশতম অধ্যায়

কান্না ও ভীতির প্রতি গুরুত্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

পাপ বেশি হলে নেককারগণও মুক্তি পায় না

হাদীস : ৪৯৮৫ ॥ হযরত য়নব বিনতে জাহাশ (রা) থেকে বর্ণিত, একদিন রাসূল (স) সজ্জস্ত অবস্থার তাঁর কাছে আসলেন এবং বললেন, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই। আরবের জন্য মহাবিপদ সেই দুর্যোগের কারণে, যা অতি কাছাকাছি। আজ ইয়াজ্জ-মাজ্জের প্রাচীর এই পরিমাণ খুলে গিয়েছে। একথা বলে তিনি স্বীয় বৃদ্ধাঙ্গুলী ও তার কাছাকাছি আঙ্গুলী দুটি গোল করে দেখালেন। তখন হযরত য়নব জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাদের মধ্যে নেককার লোক থাকা অবস্থায়ও আমরা ধ্বংস হয়ে যাব? তিনি বললেন, হাঁ, যখন পাপাচার বেশি হবে। -(বোখারী ও মুসলিম)

পরবর্তী উন্নতগণ রেশমী কাপড় পরিধান করবে

হাদীস : ৪৯৮৬ ॥ হযরত আবু আমের অথবা আবু মালিক আশআরী (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, আমার উম্মতের মধ্যে কতিপয় সম্প্রদায় পয়দা হবে যারা রেশমী কাতান এবং রেশমী কাপড় ব্যবহার করা, মদ্যপান করা এবং গান-বাদ্য করা হালাল মনে করবে। আর অনেক সম্প্রদায় এমনও হবে যারা পর্বতের পাদদেশে বসবাস করবে। সন্ধ্যায় যখন তারা পশুপাল নিয়ে বাড়ী-ঘরে ফিরবে এমনি সময় তাদের কাছে কোন ব্যক্তি তার প্রয়োজন নিয়ে এলে তারা বলবে, আগামীকাল সকালে আমাদের কাছে এস, কিন্তু রাতের অন্ধকারেই আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করে দেবেন এবং পর্বতটিকে তাদের ওপর ধসিয়ে দেবেন। আর কারো কারো আকৃতিতে বানর ও শূকরে পরিবর্তিত করে দেবেন, যা কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। -(বোখারী)

আখেরাতে নিজ নিজ আমল অনুযায়ী উত্তীর্ণ হবে

হাদীস : ৪৯৮৭ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন আল্লাহ তায়াল্লা কোন সম্প্রদায়ের প্রতি আযাব নাযিল করেন তখন উক্ত আযাব তাদের সকলকে পেয়ে বসে। অতঃপর আখেরাতে তাদেরকে আপন আপন আমল-মাফিক উত্তীর্ণ করা হবে। -(বোখারী ও মুসলিম)

কিয়ামতের দিন মৃত্যুবরণ করার সময়ের অবস্থায় ওঠান হবে

হাদীস : ৪৯৮৮ ॥ হযরত জাবের (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কিয়ামতের দিন প্রত্যেক বান্দাকে সেই অবস্থায় ওঠান হবে যে অবস্থায় সে মৃত্যুবরণ করেছে। -(মুসলিম)

মানুষ সবকিছু জানলে সবসময় কাঁদতে থাকত

হাদীস : ৪৯৮৯ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আবুল কাসেম (স) বলেছেন, সেই মহান সত্তার শপথ! আমি যা জানি যদি তোমারা তা জানতে, তা হলে তোমারা কাঁদতে বেশি এবং হাসতে কম। -(বোখারী)

কিয়ামতে আল্লাহ কি ব্যবহার করবেন তা রাসূল (স) অবগত নয়

হাদীস : ৪৯৯০ ॥ হযরত উম্মুল আলা আনসারীয় (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহর কসম! আমি জানি না যে আমার পথে পরকালে কি আচরণ করা হবে? আর এও জানি না যে, তোমাদের সাথে কি ব্যবহার করা হবে? অথচ আমি হলাম আল্লাহর রাসূল। -(বোখারী)

বিড়ালের কারণে মহিলার আযাব

হাদীস : ৪৯৯১ ॥ হযরত জাবের (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমার সামনে দোষকে উপস্থিত করা হয়। তাতে আমি বনী ইসরাঈলের এমন একজন মহিলাকে দেখতে পাই যাকে একটি বিড়ালের বিষয়ে আযাব দেয়া হচ্ছিল। সে বিড়ালটি বেঁধে রেখেছিল, তাকে খাদ্যও দেয়নি; এবং তাকে ছেড়েও দেয়নি যাতে সে যমীনে বিচরণ করে পোকা-মাকড় ইত্যাদি খেতে পারত। অবশেষে তা ক্ষুধায় মরে গেল। আমি আরও আমার ইবনে আমের খুযায়ীকে দেখতে পাই যে, সে দোষের আশঙ্কায় নিজের নাড়ি-ভুড়িকে টানছে। এ ব্যক্তিই দেবতার নামে ষাড় ছাড়ার কুপ্রথা প্রচলন করেছিল।

-(মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বেহেশতের চেয়ে আনন্দের আর কিছু নেই।

হাদীস : ৪৯৯২ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, দোষখের মত ভয়ংকর কোন জিনিস আমি কখনও দেখিনি, যা হতে পলায়নকারী ঘুমিয়ে রয়েছে। আর বেহেশতের মত আনন্দদায়কও কোন জিনিস আমি দেখিনি, যা থেকে অবশেষকারী ঘুমিয়ে রয়েছে। -(তিরমিযী)

আসমানের সর্বত্রই ফেরেশতাগণ সিজদা দিয়েছেন

হাদীস : ৪৯৯৩ ॥ হযরত আবু যার (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমি যা দেখতে পাই তোমরা তো তা দেখতে পাও না। আর আমি যা শুনতে পাই তোমরা তা শুনতে পাও না। আসমান কড়মড় করছে, আর এরূপ শব্দ করা তার জন্য যথার্থ বটে। সেই মহান সত্তার কসম! যার হাতে আমার প্রাণ! আসমানের মধ্যে চার আঙুল জায়গাও এমন নেই, যেখানে ফেরেশতার কঁপাল আল্লাহর জন্য সিজদারত ছিল না। আমি যা অবগত আছি, যদি তোমরা জানতে পারতে তা হলে তোমরা হাসতে কম এবং কাঁদতে বেশি। আর বিছানায় স্ত্রীদের সাথে উপভোগ বিলাসে লিপ্ত হতে না; বরং চীৎকার করে আল্লাহর আশ্রয় লাভের উদ্দেশ্যে জঙ্গলে চলে যেতে। একথা শুনে হযরত আবু যার বলে ওঠলেন, হায়রে! যদি আমি বৃক্ষ হতাম যা কেটে ফেলা হয়। -(আহমদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)

আল্লাহর পণদ্রব্য হল বেহেশত

হাদীস : ৪৯৯৪ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি শত্রুর আক্রমণকে ভয় করে সে সন্ধ্যা রাতের অন্ধকারে পলায়ন করে। আর যে ব্যক্তি সন্ধ্যা রাতে রওয়ানা হয় সে নিরাপদে গন্তব্যে পৌঁছে যায়। সাবধান! আল্লাহর পণদ্রব্য অত্যধিক দুর্মূল্য। সাবধান! আল্লাহর পণদ্রব্য হল বেহেশত। -(তিরমিযী)

শস্যের পরিমাণ ঈমান থাকলে ও বেহেশতী

হাদীস : ৪৯৯৫ ॥ হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, আল্লাহ তায়াল্লা বলবেন, জাহান্নাম হতে ঐ ব্যক্তিতে বের করে নাও যে, খালেস দিলে আমাকে একদিন স্মরণ করেছে, অথবা কোন এক স্থানে আমাকে ভয় করেছে। -(তিরমিযী আর বায়হাকী কিতাবুল বসে ওয়নুনুত্তে) ১৫২৮-১১২৯

ঈমানদার ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে কাঁপতে থাকে

হাদীস : ৪৯৯৬ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, একবার আমি রাসূল (স)-কে এই আয়াতটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম-

وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَحَلَةٌ

অর্থ : এবং যারা তাদেরকে যা দান করার তা দান করে ভীত-কম্পিত হৃদয়ে) এঁরা কি তারা যারা মদ্যপান করে এবং চুরি করে? তিনি বললেন, না হে সিদ্দীকের কন্যা! বরং তারা ঐ সকল লোক; যারা রোযা রাখে, নামায পড়ে এবং সদকা-খয়রাত করে। তারা ঐ আশংকায় ভীত থাকে তাদের এ সকল কাজগুলো সম্ভবতঃ কবুল নাও হতে পারে। এরা ঐ সব লোক যারা কল্যাণময় কাজে অগ্রগামী থাকে। -(তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)

কিয়ামত আগত প্রায়

হাদীস : ৪৯৯৭ ॥ হযরত উবাই ইবনে কাব (রা) বলেন, যখন রাতের দুই তৃতীয়াংশ পার হয়। তখন রাসূল (স) ওঠে বললেন, হে লোকসকল! আল্লাহকে স্মরণ কর। আল্লাহকে স্মরণ কর। প্রলয়ংকরী ঝাঁকুনি আগত। তার পিছনে আসছে আর এক ঝাঁকুনি মৃত্যু তার সাথে জড়িত বিষয়সহ আগত। -(তিরমিযী)

মৃত্যুকে স্মরণ করলে মানুষ হাসতে পারে না

হাদীস : ৪৯৯৮ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ (স) নামাযের উদ্দেশ্যে বের হয়ে দেখলেন, লোকেরা যেন হাসছে। তখন তিনি বললেন, যদি তোমরা স্বাদ বিধ্বংসী অর্থাৎ মৃত্যুর বেশি বেশি স্মরণ করতে তা হলে তা তোমাদেরকে বিরত রাখত যা আমি দেখছি তা থেকে। কাজেই তোমরা সেই স্বাদ বিধ্বংসী মৃত্যুকে খুব বেশি স্মরণ কর। প্রতিদিনই কবর নিজের ভাষায় বলতে থাকে আমি পরিবার-পরিজনদের থেকে দূরবর্তী একটি ঘর। আমি একটি নিঃসঙ্গ একাকী ঘর, আমি মাটির ঘর, আমি পোকা-মাকড়ের ঘর। এবং মুমিন বান্দাকে যখন দাফন করা হয়, তখন কবর এ বলে তাকে সম্বর্ধনা জানায়, তোমার আগমন মোবারক হোক, তুমি আপনজনের কাছে এসেছ। আমার পৃষ্ঠের ওপরে যারা বিচরণ করছে, তাদের সকলের চাইতে তুমিই ছিলে আমার কাছে অধিক প্রিয়। আজ আমাকেই তোমার ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রক স্থির করা হয়েছে। এবং তোমাকে আমার কাছে ন্যস্ত করা হয়েছে। অচিরেই তুমি দেখতে পাবে আমি তোমার সাথে কিরূপ উত্তম আচরণ করি। অতপর রাসূল (স) বললেন, তখন তার দৃষ্টির প্রান্তসীমা পর্যন্ত

কবর প্রশস্ত হয়ে যাবে এবং তার জন্য বেহেশতের দিকে একটি দরওয়াজা খুলে দেয়া হবে। আর যখন পাপী অথবা কাফেরকে দাফন করা হয়, তখন কবর তাকে বলে, তোমার আগমন কল্যাণকর নয় এবং তুমি আপনজনের কাছে আসনি। বহুত যারা আমার পৃষ্ঠের ওপর বিচরণ করছে তাদের সকলের চাইতে তুমি ছিলে আমার কাছে সর্বাপেক্ষা ঘৃণিত। আজ আমাকেই তোমার ওপর পরিচালক বানান হয়েছে। তোমাকে আমার কাছে ন্যস্ত করা হয়েছে। শীঘ্রই দেখতে পাবে আমি তোমার সাথে কি ব্যবহার করি। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, তখন তার কোমর তার ওপর চাপ সৃষ্টি করবে, এমনকি তার পাঁজরের হাড় একটি আরেকটির মধ্যে ঢুকে পড়বে। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) নিজের উভয় হাতের আঙুলগুলো একটিকে আরেকটির মধ্যে ঢুকিয়ে দেখালেন। তারপর বললেন, সেই নাকরমান কাফেরের জন্য সত্তরটি বিষধর অজগর নির্ধারণ করা হবে। যদি তাদের একটি এ পৃথিবীতে একবার ফুঁক মারে তা হলে কিয়ামত পর্যন্ত তার বিষের ক্রিয়ায় একটি ঘাসও জন্মাবে না। অবশেষে তার হিসাব-নিকাশ উপস্থিত করানো পর্যন্ত উক্ত অজগরসমূহ তাকে দংশন করতে ও ছোবল মারতে থাকবে। বর্ণনাকারী আবু সাঈদ বলেন, এর পর রাসূল (স) বললেন, মূলতঃ কবর হল বেহেশতের বাগানসমূহের একটি বাগান অথবা দোষকের গর্তসমূহের একটি গর্ত। -(তিরমিযী)

সূরা হুদে ভয়াবহ সংকটের কথা বর্ণিত আছে

হাদীস : ৪৯৯৯ ॥ হযরত আবু জোহাইফা (রা) বলেন, সাহাবায়ে কেরামগণ বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি তো বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছেন। তিনি বললেন, সূরায় হুদ ও অনুরূপ সূরাগুলোই আমাকে বৃদ্ধ করে ফেলেছে। -(তিরমিযী)

কুরআনের কিছু সূরায় মানুষের ভয়াবহ অবস্থার কথা বর্ণিত হয়েছে

হাদীস : ৫০০০ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, হযরত আবু বকর (রা) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি তো বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছেন। জবাবে তিনি বললেন, সূরায় হুদ, ওয়াকি'আ, মুরসালাত, আম্মা ইয়াতাহা-আলুন ও ইয়াশশামসু কুন্বিরাত ইত্যাদিই আমাকেই বৃদ্ধ করে ফেলেছে। -(তিরমিযী)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

চুলের চেয়েও সূক্ষ্ম জিনিসও গোনাহ হতে পারে

হাদীস : ৫০০১ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেছেন, লোকসকল! তোমরা এমন সব কাজ করে থাক যা তোমাদের দৃষ্টিতে চুলের চাইতেও সূক্ষ্ম। অথচ রাসূল (স)-এর যমানায় আমরা সেইগুলোকে ধ্বংসাত্মক মনে করতাম। -(বোখারী)

ছোট গোনাহ থেকে বেঁচে থাকতে হবে

হাদীস : ৫০০২ ॥ হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, হে আয়েশা! তুমি ঐ সব গুনাহ হতে বেঁচে থাক যেগুলোকে ক্ষুদ্র ধারণা করা হয়। কেননা, এ সব ছোট গুনাহগুলোর খোঁজ রাখার জন্য আল্লাহর তরফ থেকে ফেরেশতা নিয়োজিত রয়েছেন। -(ইবনে মাজাহ, দারেমী ও বায়হাকী শোআবুল ইমানে)

রাসূল (স) জীবিত থাকাকালীন আমলই যথেষ্ট

হাদীস : ৫০০৩ ॥ হযরত বুরদা ইবনে মুসা (র) বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি জান আমার পিতা তোমার পিতাকে কি বলেছিলেন? তিনি বললেন, না জানি না। তখন আবদুল্লাহ বললেন, আমার পিতা তোমার পিতাকে বললেন, হে আবু মুসা! তুমি কি এতে সন্তুষ্ট থাকতে পার যে, রাসূল (স)-এর সাথে আমাদের ইসলাম এবং তার সাথে আমাদের হিজরত এবং তাঁর সাথে আমাদের জিহাদ এবং তাঁর সাথে আমাদের অন্যান্য সকল আমল আমাদের জন্য সম্বল হিসেবে সঞ্চিত থাকুক। আর তাঁর ইন্তেকালের পর আমরা যেই সব আমল করেছি, তাতে যদি আমরা ভাল-মন্দে সমানে সমানে বেঁচে যাই, তাই আমাদের জন্য যথেষ্ট। একথা শুনে তোমার পিতা আমার পিতাকে বললেন, না আল্লাহর কসম! নিশ্চয় আমরা রাসূল (স)-এর ওফাতের পরে জিহাদ করেছি, নামায পড়েছি, রোযা রেখেছি, আরও বহু নেক আমল করেছি এবং আমাদের হাতে বহু লোক ইসলাম গ্রহণ করেছে। সুতরাং এর ব্যাপারে আমরা আশা রাখি। আবদুল্লাহ বলেন, তখন আমার পিতা বললেন, কিন্তু আমি সেই মহান সত্তার কসম করে বলছি, যার হাতে আমি ওমরের প্রাণ! অবশ্য আমি এতে কামনা করছি যে, রাসূল (স)-এর সাথে থেকে আমরা যেই সব নেক আমলগুলো করেছিলাম শুধু সেগুলোই সঞ্চিত থাকলেই আমাদের জন্য যথেষ্ট। তখন আবু বুরদা বলেন, তখন আমি বললাম আল্লাহর কসম! আমার পিতা (আবু মুসা) হতে আপনার পিতাই উত্তম ছিলেন। -(বোখারী)

আল্লাহ পাক নয়টি আদেশ দিয়েছেন

হাদীস : ৫০০৪ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমার পরওয়াদেগার আমাকে নয়টি কাজের নির্দেশ দিয়েছেন-

১. প্রকাশ্যে ও গোপনে যেন ন্যায় কথা বলি।
২. নীরবতায় যেন আমি আল্লাহর চিন্তায় মগ্ন থাকি।
৩. ক্রোধ ও সন্তুষ্টি উভয় অবস্থাতে যেন ন্যায় কথা বলি।
৪. অভাব ও সম্বলতা, উভয় অবস্থায় যেন মধ্যমপন্থা অবলম্বন করি।
৫. যে আমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে, তার সাথে যেন আত্মীয়তা বহাল রাখি।
৬. যে আমাকে বঞ্চিত করে আমি যেন তাকে দান করি।
৭. যে আমার প্রতি যুলম করে প্রতিশোধ গ্রহণের শক্তি থাকা সত্ত্বেও আমি যেন তাকে ক্ষমা করি।
৮. আমার বচন যেন আল্লাহর যিকরে পরিণত হয়।
৯. আমার দৃষ্টি যেন উপদেশমূলক হয় এবং আমি যেন ভাল কাজের আদেশ করি। -(রযীন)

আল্লাহর ভয়ের অশ্রু যতই কমই হোক তা উত্তম

হাদীস : ৫০০৫ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে মুমিন বান্দা আল্লাহর আযাবের ভয়ে দু চক্ষু থেকে অশ্রু বের হয়, যদিও তা মাছির মাথার পরিমাণ হয়, অতপর তার কিছু চেহারার উপর গড়িয়ে পড়ে, আল্লাহ তার জন্য জাহান্নাম হারাম করে দেন। -(ইবনে মাজাহ) ৫০০৫ - ১১৬১

ত্রিশতম অধ্যায়

মানুষের পরিবর্তন সম্পর্কে বর্ণনা

প্রথম পরিচ্ছেদ

ভাল ও নেকবান্দারা ইন্তেকাল করবে

হাদীস : ৫০০৬ ॥ হযরত মিরদাস আসলামী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, ভাল ও নেককার লোকেরা পর্যায়ক্রমে একে পর এক চলে যাবে। অতপর অবশিষ্ট যব অথবা খেজুরের নিকৃষ্ট চিটার ন্যায় থেকে যাবে। আল্লাহ তায়ালা তাদের প্রতি কোন জরফপ করবেন না। -(বোখারী)

মানুষ উটের সওয়ার বিশিষ্ট

হাদীস : ৫০০৭ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, মানুষ উটের ন্যায়, যাদের একশতটির মধ্যে একটিকেও সওয়ারীর উপযুক্ত পাওয়া কঠিন। -(বোখারী ও মুসলিম)

পূর্ববর্তীদের অনুসরণ করতে হবে

হাদীস : ৫০০৮ ॥ হযরত আবু সাঈদ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তীদের পছন্দগুলো এক এক বিঘত ও এক এক হাত পরিমাণে অনুসরণ করে চলবে। এমনকি তারা যদি গুই সাপের গর্তেও ঢুকে থাকে তাহলে তোমরাও তাদের অনুসরণ করবে। জিজ্ঞেস করা হল ইয়া রাসূলুল্লাহ! তারা কি ইয়াহুদ ও নাসারা! তিনি বললেন, তবে আর কারা? -(বোখারী ও মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

অধমদের সন্তান হবে সৌভাগ্যশালী

হাদীস : ৫০০৯ ॥ হযরত হোযাইফা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কিয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ না দুনিয়ার বিষয়ে অধমের সন্তান অধম সৌভাগ্যের অধিকারী বলে গণ্য হবে। -(তিরমিযী ও বায়হাকী দালায়েলুন নুবুওয়াতে)

মন্দ লোকেরা ভাল লোকদের উপর শাসক হয়

হাদীস : ৫০১০ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন আমার উম্মত গর্বভরে চলতে থাকবে এবং রাজা-বাদশাহদের সন্তানরা তথা পারস্য ও রোমের রাজকুমাররা এদের খেদমতে নিয়োজিত হবে, তখন আল্লাহ তায়ালা উম্মতের মন্দ লোকদেরকে ভাল লোকদের উপর শাসক হিসেবে চাপিয়ে দেবেন। -(তিরমিযী)

খলিফা বা বাদশাহকে হত্যা না করা পর্যন্ত কিয়ামত হবে না

হাদীস : ৫০১১ ॥ হযরত হোযাইফা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, সেই পর্যন্ত কিয়ামত কয়েম হবে না, যেই পর্যন্ত তোমরা নিজেদের খলিফা বা বাদশাহকে হত্যা করবে না, তলোয়ার দ্বারা পরস্পরে যুদ্ধে লিপ্ত হবে না এবং তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে মন্দ ব্যক্তি তোমাদের দুনিয়ার মালিক হবে না। -(তিরমিযী)

পরবর্তী সময়ে মুসলমানগণ সম্পদশালী হবে

হাদীস : ৫০১২ ॥ হযরত ইবনে কাব কুরায়ী (র) বলেন, আমাকে সে ব্যক্তিই এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, যিনি হযরত আলী (রা) থেকে শুনেছেন, তিনি বলেছেন, একদিন আমরা রাসূল (স)-এর সাথে মসজিদে বসেছিলাম। এমন সময় হযরত মুসআব ইবনে উমায়র (রা) এমন অবস্থায় সেখানে উপস্থিত হলেন, যে তার চামড়ার তালি লাগানো ছিল। তাঁকে দেখে রাসূল (স) কেঁদে ফেললেন। তিনি কতই না সুখ-শান্তির মধ্যে ছিলেন, অথচ আজ তাঁর এ অবস্থা। অতপর রাসূল (স) ঐ সময় তোমাদের অবস্থা কি রূপ হবে? যখন তোমরা সকলে এক জোড়া পরিধান করে বের হবে এবং বিকেলে বের হবে আরেক জোড়া পরিধান করে। আর তোমাদের সামনে রাখা হবে খানার পেয়ালা এবং তা তুলে রাখা তার স্থান আরেক পেয়ালা। আর তোমরা ঘরকে এমনভাবে পর্দা দ্বারা আবৃত করবে, যেভাবে আবৃত করা হয় কাবা শরীফকে। তখন সাহাবাগণ বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সেই দিন আমরা আজকের তুলনায় অনেক উত্তম অবস্থায় হব। কেননা, তখন আমাদের খাওয়া-পরাই দুচ্ছিন্তা থাকবে না, ফলে আমরা বেশি বেশি সময় আল্লাহ ইবাদতের জন্য অবসর ও সুযোগ পাব। রাসূল (স) বললেন, তোমাদের এ ধারণা ঠিক নয়; বরং তোমরা সেই দিন অপেক্ষা এখনকার সময় ভালই আছে। - (তিরমিযী)

২১৬৬ - ২১৬৬

শরীয়তের ওপর প্রতিষ্ঠিত লোক খুব কম হবে

হাদীস : ৫০১৩ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, মানুষের ওপর এমন এক যমীনা আসবে, যখন তাদের মধ্যে স্বীন-শরীয়তের ওপর দৃঢ়ভাবে ধৈর্যধারণকারী অবস্থা হবে হাতের মুষ্টিতে অস্ত্র ধারণকারীর মত। - (তিরমিযী। তিনি বলেছেন, সনদ হিসেবে হাদীসটি গরীব।)

নারীরা প্রধান হলে দুনিয়ার জীবনে মুসিবত আসবে

হাদীস : ৫০১৪ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমাদের শাসক হবে তোমাদের ভাল লোকেরা, তোমাদের ধনবান ব্যক্তির হবে দানশীল এবং তোমাদের যাবতীয় কাজ-কর্ম সম্পাদিত হবে পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে, তখন যমীনের পেট অপেক্ষা তার পিঠ হবে তোমাদের জন্য উত্তম। আর পক্ষান্তরে যখন তোমাদের মন্দ লোকেরা হবে তোমাদের শাসক, বিভূবান, লোকের হবে কৃপণ এবং তোমাদের কাজ-কর্ম ন্যস্ত থাকবে নারীদের ওপর, তখন যমীনের পিঠ অপেক্ষা তার পেট হবে তোমাদের জন্যে উত্তম।

২১৬৭ - ২১৬৮

-(তিরমিযী। তিনি বলেছেন, হাদীসটি গরীব।)

ইসলাম বিরোধী সবাই একত্রিত হবে

হাদীস : ৫০১৫ ॥ হযরত সাওবান (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, নিকট ভবিষ্যতে তোমাদের বিরুদ্ধে অন্যান্য সম্প্রদায় একে অন্যকে আহ্বান করবে, যেরূপ খাবার বরতনের প্রতি ভক্ষণকারী অন্যান্যদেরকে ডেকে থাকে। বর্ণনাকারী বলেন, এ কথা শুনে সাহাবীদের কেউ বললেন, তা কি এজন্য হবে যে, আমরা সেই সময় সংখ্যায় কম হব? তিনি বললেন, বরং তখন তোমরা সংখ্যায় অনেক বেশি হবে, কিন্তু তোমাদের অবস্থা হবে শ্রোতে আবর্জনার মত। নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা তোমাদের শত্রুর অন্তর হতে তোমাদের প্রতি ভয়-ভীতি বের করে দেবেন। এবং তোমাদের অন্তরে ওয়াহ্ন সৃষ্টি করে দিবেন। তখন কোন একজন জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! ওয়াহ্ন কি? তিনি বললেন, দুনিয়ার মহব্বত এবং মৃত্যুকে অপছন্দ করা। - (আবু দাউদ ও বায়হাকী দালায়েলুন নবুয়ত গ্রন্থে)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আমানতের খেয়ানত করলে ব্যভিচার বৃদ্ধি পায়

হাদীস : ৫০১৬ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, যে সম্প্রদায়ের মধ্যে খেয়ানত বা আত্মসাতের ব্যাধি ঢোকে, আল্লাহ তায়ালা তাদের অন্তরে দুশমনের ভয় ঢেলে দেন। যেই কওমের মধ্যে যিনা-ব্যভিচার বিস্তার লাভ করে, তাদের মধ্যে মৃতের সংখ্যা বেড়ে যায়, যে সম্প্রদায় মাপে-ওজনে কম দেয়, তাদের রিযিক ওঠিয়ে নেয়া হয়। যে সম্প্রদায় বিচারে ন্যায়নীতি রক্ষা করে না তাদের মধ্যে খুনোখুনি অনেক হয়। আর যে সম্প্রদায় ওয়াদা-অঙ্গীকার ভঙ্গ করে তাদের ওপর শত্রুকে চাপিয়ে দেয়া হয়। - (মালিক)

২১৬৯ - ২১৭০

একত্রিশতম অধ্যায়

দাওয়াত ও সতর্কতার প্রতি গুরুত্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

রাসূল (স) নিজের গোত্রের লোকদের দাওয়াত দিলেন

হাদীস : ৫০১৭ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, যখন **وانذر عشيرتك الاقربين** 'হে রাসূল!

তোমার নিকটাত্মীয়দেরকে সাবধান করে দাও,' নাযিল হল তখন রাসূলুল্লাহ (স) সাফা পাহাড়ে ওঠলেন এবং হে বনী ফিহর! হে বনী আদী! বলে কুরাইশদের বিভিন্ন গোত্রকে উচ্চস্বরে ডাক দিলেন, এতে তারা সকলে সমবেত হয়ে গেল। অতপর তিনি বললেন, বল তো, আমি যদি এখন তোমাদের বলি যে, এ পাহাড়ের উপত্যকায় একটি অশ্বারোহী সৈন্যবাহিনী তোমাদের ওপর অতর্কিত আক্রমণের জন্য প্রস্তুত রয়েছে, তবে কি তোমরা আমাকে বিশ্বাস করবে? সমবেত সকলে বলল হাঁ। কারণ আমরা আপনাকে সবসময় সত্যবাদীই পেয়েছি। তখন তিনি বললেন, আমি তোমাদেরকে সামনে একটি কঠিন আযাব সম্পর্কে সাবধান করে দিচ্ছি। এই কথা শুনে আবু লাহাব বলল, সারাটা জীবন তোমার বিনাশ হোক। তুমি কি এজন্যই আমাদেরকে একত্রিত করেছে? তখন নাযিল হল **تبىء ابى لهب وتب**।

অর্থাৎ আবু লাহাবের উভয় হাত ধ্বংস হোক এবং তার বিনাশ হোক। -(বোখারী ও মুসলিম)

অপর এক বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ (স) ডাক দিলেন, হে আবদে মানাফের বংশধর! আসলে আমার ও তোমাদের দৃষ্টান্ত হল সেই ব্যক্তির মত, যে শত্রুসৈন্যকে দেখে আপন কণ্ঠকে বাঁচানোর জন্য চলল, অতপর আশংকা করল যে, দুশমন তাদের ওপর আসে এসে আক্রমণ করে বসতে পারে। তাই সে উচ্চস্বরে **يا صاح** বলে সতর্ক করতে লাগল। -(বোখারী)

রাসূল (স) পরিবারকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন

হাদীস : ৫০১৮ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, যখন **وانذر عشيرتك الاقربين**

অর্থাৎ 'তুমি নিকটাত্মীয়দেরকে সতর্ক কর,' নাযিল হল, তখন রাসূলুল্লাহ (স) কুরাইশদেরকে ডাক দিলেন। তারা সমবেত হল। তিনি ব্যাপকভাবে এবং বিশেষ বিশেষ গোত্রকে ডাক দিয়ে সতর্কবাণী শোনালেন। তিনি বললেন, হে কাব ইবনে লায়হর বংশধর! তোমরা নিজেদেরকে দোযখের আগুন হতে বাঁচাও। হে মুররা ইবনে কাবের বংশধর! তোমরা নিজেদেরকে দোযখের আগুন হতে বাঁচাও। হে আবদে শামসের বংশধর! তোমরা নিজেদেরকে আগুন হতে বাঁচাও। হে আবদে মানাফের বংশধর! তোমরা জাহান্নামের আগুন থেকে নিজেদেরকে মুক্ত কর। হে হাশেমের বংশধর! তোমরা নিজেদেরকে দোযখের আগুন হতে বাঁচাও। হে আবদুল মুত্তালিবের বংশধর! তোমরা নিজেদেরকে দোযখের আগুন থেকে বাঁচাও। হে ফাতেমা! তুমি জৈমর-দেহকে দোযখের আগুন হতে বাঁচাও। কেননা, আল্লাহর আযাব হতে রক্ষা করার ক্ষমতা আমার নেই। তবে তোমাদের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে তা আমি সন্যাসহার দ্বারা সিক্ত করব। -(মুসলিম। বোখারী ও মুসলিমের যৌথ বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, হে কুরাইশ সম্প্রদায়! তোমাদের জানকে খরিদ করে নাও। আমি তোমাদের ওপর হতে কিছুতেই আল্লাহর আযাব দূর করতে পারব না। হে আবদে মানাফের বংশধর! আমি তোমাদের ওপর হতে আল্লাহর আযাব কিছুতেই দূর করতে পারব না। হে আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব! আমি তোমার ওপর হতে আল্লাহর আযাব কিছুতে দূর করতে পারব না। হে রাসূলুল্লাহর ফুফী সাফিয়া। আমি তোমাকে আল্লাহর আযাব হতে বাঁচাতে পারব না। হে মুহাম্মদের কন্যা ফাতেমা! আমার কাছে দুনিয়ার মাল-সম্পদ হতে যা ইচ্ছে নিয়ে যেতে পার, কিন্তু আমি তোমাকে আল্লাহর আযাব হতে রক্ষা করতে পারব না।

মানুষ সত্য ও ন্যায়ের উপর সৃষ্টি হয়েছে

হাদীস : ৫০১৯ ॥ হযরত ইয়ায ইবনে হিমার মুজাশেয়ী (রা) থেকে বর্ণিত, একদিন রাসূল (স) তাঁর ভাষণে বললেন, আল্লাহ তায়ালা আমাকে আদেশ করেছেন যে, আমি তোমাদেরকে ঐ কথাটি জিনিয়ে দিই যা তোমরা জান না। আল্লাহ তায়ালা আজ আমাকে যে সব বিষয়ে অবগত করেছেন, আল্লাহ বলেন, আমি আমার বান্দাকে যে সব মাল দান করেছি, তা হালাল। আল্লাহ পাক আরও বলেছেন, আমি আমার বান্দাদেরকে ন্যায় ও সত্যের ওপর সৃষ্টি করেছি। অতপর তাদের কাছে শয়তান এসে তাদেরকে দ্বীন থেকে ফিরিয়ে দেয়, আর আমি তাদের জন্য যা হালাল করেছিলাম, শয়তান তাদের তাদের জন্য হারাম করে দেয় এবং শয়তান তাদেরকে এ নির্দেশ করে যে, তারা যেন আমার সাথে ঐ জিনিসকে

শরীক করে নেয়। যার সপক্ষে কোন দলিল বা প্রমাণ নাথিল করা হয়নি। আল্লাহ যমীনবাসীদের প্রতি দৃষ্টি করলেন, তখন কিছু সংখ্যক আহলে কিতাব ছাড়া আরবী, আজমী সকলের ওপর অতিশয় ক্ষুব্ধ হলেন। আল্লাহ তায়ালা আরও বলেছেন, আমি তোমাকে এজন্যই নবী বানিয়ে পাঠিয়েছি যে, তোমাকে পরীক্ষা করব। আর তোমার সাথে তোমার উম্মতেরও পরীক্ষা করব। আমি তোমার ওপর একটি কিতাব নাথিল করেছি যাকে পানি খুতে পারবে না। তুমি তা ঘুমন্ত ও জাগ্রত অবস্থায় পাঠ করবে। আর আল্লাহ আমাকে এও নির্দেশ করেছেন। আমি যেন কুরাইশদেরকে জ্বালিয়ে ফেলি। আমি বললাম, এতে কুরাইশরা তো আমার মন্তক পিষিয়ে রুটির ন্যায় চেপটা করে ফেলবে। তখন আল্লাহ বললেন, তারা তোমাকে যেভাবে বের করে দিয়েছে, সেভাবে আমিও তাদেরকে বের করে দেব। তুমি আল্লাহর রাস্তায় খরচ কর। আমি অচিরেই তোমার খরচের ব্যবস্থা করে দেব। তুমি তাদের বিরুদ্ধে সেনাদল প্রেরণ কর, আমি শত্রু-শক্তি পাঁচ গুণ বেশি সৈন্য দ্বারা তোমার সাহায্য করব। আর যারা তোমার ওপর ঈমান এনেছে, তোমার আনুগত্য করে, তাদেরকে সাথে নিয়ে এ সকল লোকদের বিরুদ্ধে লড়াই কর, যারা তোমার নাক্ষরমানী করে। -(মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পরমর্তীতে মদকে হালাল মনে করা হবে

হাদীস : ৫০২০ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, সর্বপ্রথম যে জিনিসকে উল্টিয়ে দেয়া হবে। বর্ণনাকারী যাকে ইবনে ইয়াহইয়া বলেন, ইসলামী বিধানসমূহ হতে যেভাবে কোন পাত্রকে উল্টিয়ে দেয়া হয় তা হবে শরাবের ব্যাপারটি। তখন জিজ্ঞেস করা হল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তা কিভাবে হবে? অথচ শরাব যে হারাম, এর বিধান তো আল্লাহ সুস্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন। তখন তিনি বললেন, তারা অন্য নামে তার নামকরণ করে হালাল সাব্যস্ত করে নিবে। -(দারেমী)

রহমতপ্রাপ্ত উম্মতদের আযাব হবে না

হাদীস : ৫০২১ ॥ হযরত আবু মুসা আশআরী (রা) বলেন, রাসূল (স) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) আমার এ উম্মত আল্লাহর রহমতপ্রাপ্ত উম্মত, তাদের ওপর পরকালে আযাব হবে না। তবে দুনিয়াতে তাদের আযাব হলো ফেৎনা, ভূমিকম্প ও হত্যাযজ্ঞ। -(আবু দাউদ)

নবুয়ত ও রহমতের মাধ্যমে ধীনের সূচনা হয়েছে

হাদীস : ৫০২২ ॥ হযরত আবু উবায়দাহ ও মুয়ায ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, এই ধীনের সূচনা হয়েছে, নবুয়ত ও রহমত দ্বারা। অতপর আসবে খেলাফত ও রহমত, তারপর আসবে অত্যাচারী বাদশাহদের যুগ। এর পর আসবে কঠোর উচ্ছৃংখলতা ও দেশে বিপর্যয় সৃষ্টিকারীর যম্যনা। তারা রেশমী কাপড় পরিধান করা, অবৈধভাবে নারীদের লজ্জাস্থান উপভোগ করা এবং মদ্য পান করা হালাল মনে করবে। এতদসত্ত্বেও তাদেরকে রিযিক দেয়া হবে এবং তাদেরকে সাহায্য করা হবে। অবশেষে এ পাপের মধ্যে লিপ্ত থেকে কিয়ামতে আল্লাহর সামনে হাজির হবে। -(বায়হাকী)

৫১৬-২১৬৬

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নবুয়ত আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী বহাল থাকবে

হাদীস : ৫০২৩ ॥ হযরত নোমান ইবনে বাশীর (রা) হযরত হোযাইফা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ যতদিন ইচ্ছে করবেন ততদিন তোমাদের মধ্যে নবুয়ত পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান থাকবে। অতপর আল্লাহ তাকে তুলে নেবে, তারপর আল্লাহ চাইবেন, ততদিন নবুয়তের তরীকানুযায়ী খেলাফত থাকবে। অতপর একসময় তা তুলে নেবেন। তারপর প্রতিষ্ঠিত হবে দংশনকারী বাদশাহী। আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী তা যতদিন থাকার থাকবে, পরে একসময় তাকেও তুলে নিবেন। অতপর চেপে বসবে একনায়কত্ব, অপ্রতিরোধ্য রাজতন্ত্র। আল্লাহর ইচ্ছে যতদিন থাকার থাকবে, পরে তাকেও তুলে নিবেন। তারপর আবার পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হবে নবুয়তের তরীকায় খেলাফত। এ পর্যন্ত বলার পর রাসূল (স) নীরব হলেন। বর্ণনাকারী হাবীব বলেন, যখন হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয খলীফা হলেন তখন আমি তাঁকে এ হাদীসটি লিখে পাঠালাম এবং রাসূল (স)-এর ভবিষ্যদ্বাণীটি তাঁকে স্মরণ করে দিলাম, আর বললাম, দংশনকারী ও একনায়কত্ববাদী রাজতন্ত্রের পর আমি আশা করি আপনিই সেই আমিরুল মুমিনীন বা খলীফা। যার কথা রাসূল (স) বলে গিয়েছেন। এতে খলীফা ওমর ইবনে আবদুল আযীয আনন্দ ও সন্তুষ্ট প্রকাশ করেন। -(আহমদ ও বায়হাকী তাঁর দলায়েলুন নবুয়ত গ্রন্থে।)

গ্রন্থটি সম্পর্কে তথ্য

১. পুরো বইটি নেয়া হয়েছে সোলেমানিয়া বুক হাউস পাবলিকেশন্স থেকে।
২. আরবী ইবারত নেই শুধুমাত্র বাংলা বিদ্যমান
৩. অনবাদ ও টীকা অনুবাদক কর্তৃক সংযোজিত
৪. হাদীসগুলো তাহক্বীক শায়খ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহ) রচিত তাহক্বীক মিশকাত থেকে নেয়া হয়েছে।
৫. মুযাফফর বিন মুহসিন রচিত মিশকাতে যইফ ও জাল হাদীস এর ১ম ও ২য় খন্ড থেকে ক্রমিক নম্বর অনুযায়ী কলম দিয়ে লেখা হয়েছে
৬. বিস্তারিত তাহক্বীক এর জন্য তাহক্বীক মিশকাত পড়ার অনুরোধ রইলো
৭. হাদীসের পরিচ্ছেদ গুলোর নামকরণ অনুবাদক কর্তৃক সংযোজিত
৮. কিছু কিছু ক্ষেত্রে হাদীস মিসিং রয়েছে সেগুলো পরবর্তীতে সাজিয়ে সংযোজন করার চেষ্টা করা হবে ইনশাআল্লাহ
৯. বইটি পছন্দ হলে বাজার থেকে অবশ্যই কিনবেন | বইটির দাম বেশী না| কোন প্রকাশক বা লেখকের ক্ষতি করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়।
১০. যে কোন প্রকার পরামর্শ, সমালোচনা ও মন্তব্যের জন্য আমাদের ফেসবুকে পেজ এ লিখুন অথবা মেইল করুন এই ঠিকানা |

Mail : pureislam4u@gmail.com

Facebook Page: www.facebook.com/WaytoJannahCom

